অর্পণ

আমার স্বপ্ন ও গল্পের রাজকন্যা তাইয়্যেবা নুর ও সামিহা নুরের
উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায়। যাদের প্রতিটি নড়াচড়া আমার
হৃদয়ে সৃষ্টি করে অজানা সুখের ঢেউ।

—অনুবাদক

Scanned with CamScanner

প্রকাশকের কথা

মানুষ গল্পপ্রিয়। এটা মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। গল্প পড়তে ভালো লাগে, শুনতেও ভালো লাগে। বয়ান বক্তৃতায় যদি থাকে গল্পের রস, তাহলে তো কথাই নেই! সকল শ্রোতা নড়ে-চড়ে বসে। একেবারে মজে যায়। হারিয়ে যায় গল্পের মাঝে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিষয়বস্তু শ্রোতাদের অন্তরে গভীরভাবে গেঁথে দেওয়া ও আকর্ষণ সৃষ্টির ব্যাপারে গল্পের ছলে নসিহত ও কাহিনির অবতারণা বড়ই ক্রিয়াশীল। আর গল্পগুলো যদি হয় সাহাবাজীবনের, তাহালে তো সোনায় সোহাগা।

কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর সারা পৃথিবীতে যারা ইসলামের আদর্শ ও আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন, যাদের রক্ত, ঘাম, শ্রম ও বিপুল ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে ইসলাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারাই হলেন রাসুলের প্রিয় সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর তাদের জীবনে ও কর্মে ইসলামের প্রায়োগিক রূপ মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাই ইসলামকে বুঝতে ও জানতে হলে সাহাবিগণের জীবনাদর্শ, তাদের জীবনের গল্প ও নসিহতের কোনো বিকল্প নেই।

এই গ্রন্থে আরবের পাঠকনন্দিত লেখক *ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফি* গল্পের ভাষায় সাহাবি ও তাবেয়ি-জীবনের নানান চিত্র তুলে ধরেছেন। ছোট ছোট গল্পঘটনার মাধ্যমে লেখক তুলে ধরেছেন সোনালি মানুষের দিনযাপন। সাহাবিদের জীবনের চিত্তাকর্ষক হীরাখণ্ডগুলো ছড়িয়ে দিয়েছেন এই বইয়ের পাতায় পাতায়। জীবনের পরতে পরতে বিশুদ্ধতার ছোঁয়া পৌঁছে দেবার এবং জীবন বদলে দেওয়ার গল্পভাষ্যই হলো—*আমাদের সোনালি অতীত।*

বইটি অনুবাদ করেছেন লেখক ও অনুবাদক *আবদুন নুর সিরাজি*। ইতোমধ্যে *মুহাম্মদ পাবলিকেশন* থেকে তার একাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি বই প্রশংসা কুড়িয়েছে। আশা করি এটিও পাঠককে আপ্লুত করবে।

Scanned with CamScanner

বইটি সম্পাদনা করেছেন লেখক, অনুবাদক ও বহুগ্রন্থ সম্পাদক *সালমান মোহাম্মদ।* বানান সমন্বয় করেছেন *মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান।* তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের এ খেদমত কবুল করুন।

বইটি যথাসাধ্য সাবলীল ও নির্ভুল করতে চেষ্টায় আমরা কমতি করিনি; কিন্তু মানুষ ভুল, অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয়, ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। অসতর্কতাবশত ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভাষাপ্রয়োগে জটিলতা বা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে। পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনের মনোভাব নিয়ে সকল ব্যাপারে আমাদের অবহিত করবেন বলে আশা রাখি।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান

৩০ আগস্ট ২০১৯

Scanned with CamScanner

অনুবাদকের কথা

ইতিহাস ও গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ জন্মগত-স্বভাবজাত। ইতিহাস আলোচনা করলে, গল্প দিয়ে কোনো কঠিন বিষয়কে ফুটিয়ে তুললে ভালো লাগে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মানুষের এই জন্মগত ও স্বভাবজাত বিষয়কে আল্লাহ তাআলা ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণরূপে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কুরআন কারিমের অগণিত আয়াত এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু হাদিসে এর প্রমাণ রয়েছে।

আপনি যদি সুরা বাকারা, সুরা ইউসুফ, সুরা নমল, সুরা নাহাল, সুরা কাহাফ, সুরা মারয়াম এবং সুরা ফিল তিলাওয়াত করেন, সেগুলোর তাফসির পড়েন, বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফ থেকে আরম্ভ করে হাদিসের অন্যান্য কিতাবাদি অধ্যয়ন করেন, তাহলে অগণিত ও অজস্র ইতিহাস ও গল্পের সন্ধান পাবেন। আল্লাহ তাআলা তো সুরা ইউসুফের শুরুতেই বলেছেন—

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ

'আমি আপনার প্রতি সবচেয়ে সুন্দর ঘটনাটি বর্ণনা করবো'। [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৩]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা কত নান্দনিকভাবে বান্দার দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন! কেন এই প্রয়াস? আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন—

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

'নিশ্চয় তাদের ঘটনাগুলোর মাঝে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা।' [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১১১]

Scanned with CamScanner

প্রথম আয়াতের তাফসিরে ইমাম কুরতুবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, 'কুরআন কারিমে বর্ণিত ঘটনাগুলো সুন্দর হওয়ার কারণ হলো, এগুলো মানুষকে সৌভাগ্যের পথে পরিচালিত করে।' [১]

একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হজরত সাহাবায়ে কেরাম গল্প শোনার আবেদনের প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা সুরা ইউসুফ অবতীর্ণ করেছেন।[২] যা প্রমাণ করে, শিক্ষণীয় গল্প শোনা এবং গল্পের প্রতি আসক্তি থাকা মন্দ নয়।

আমাদের বর্তমান, নিকট অতীত এবং দূর-অতীতের সকল পূর্বসূরি বিষয়টির গুরুত্ব খুব ভালোভাবে অনুধাবন করেছেন। ফলে তাদের হাতে বহু ইতিহাস ও গল্পের কিতাব রচিত হয়েছে। আমাদের নিকট-আকাবিরের মাঝে হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলি থানবি, কারি তৈয়্যব সাহেব এবং জীবন্ত কিংবদন্তি শাইখুল ইসলাম তাকি উসমানি যার উৎকৃষ্ট উপমা।

এই ধারাবাহিকতায় আরব আলেমদের মাঝে প্রখ্যাত আলোচক এবং বিশ্বখ্যাত লেখক ড. শাইখ আবদুর রহমান আরিফি অন্যতম। কুরআন সুন্নাহকে মেনে চলার আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করার জন্য *'কিসাসুল আরিফি'* নামে অতীত ও বর্তমান যুগের শতাধিক গল্পবহুল একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। লেখক তার গল্পের মাধ্যমে কোথাও নেককাজের জ্যোতির্ময়তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, কোথাও চেষ্টা করেছেন পাপকাজের কদর্যতা বর্ণনা করার। কোথাও তুলে ধরেছেন কল্যাণময় কাজের পুরস্কারের কথা, কোথাও বদ-কাজের শাস্তির কথা। কোথাও তুলে ধরেছেন ধোঁকা ও প্রতারণার উচিত শিক্ষা, কোথাও চেষ্টা করেছেন ইনসাফের যথাযোগ্য প্রাপ্তির। এভাবে আমাদের জীবনে ঘটমান প্রায় প্রতিটি বিষয়ের ফল ও প্রতিফল তিনি গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গল্পগুলো শুধু গল্পই নয়, বরং সেগুলোর কোনোটি হাদিস, কোনোটি ইতিহাস এবং কোনোটি কুরআন কারিমের বর্ণনা। পাঠক-মাত্রই কিতাবটি পড়ে আপ্লুত হবেন এটাই স্বাভাবিক।

কিতাব এবং বিষয়বস্তুর উপকার ও অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে মুহাম্মদ পাবলিকেশন-এর স্বত্বাধিকারী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান কিতাবটি অনুবাদ করার জন্য আমাকে প্রস্তাব করেন। তার আগ্রহ ও কিতাবের বিষয়বস্তু বিবেচনায় আমি 'বিসমিল্লাহ' বলে এর অনুবাদের কাজ আরম্ভ করি।

---

[১] তাফসির কুরতুবি : ৯/১২০

[২] মুস্তাদরাক হাকেম : ৭/৪৫৯

Scanned with CamScanner

আল্লাহর অশেষ রহমতে খুব অল্প সময়েই অনুবাদের কাজটি শেষ হয় আলহামদুলিল্লাহ।

বইটির ভাষা-উপস্থাপনা সুন্দর ও সাবলীল করতে লেখক, অনুবাদক ও বহুগ্রন্থ সম্পাদক *সালমান মোহাম্মদ* আমাকে চিরঋণী করে রেখেছেন। এ কাজে লেখক ও অনুবাদক *হাফিজুর রহমানের* সহযোগিতাও ভুলবার নয়।

বইটি এ পর্যায়ে নিয়ে আসতে অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশকসহ যে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ সকলের মেহনত কবুল করুন। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন।

—আবদুন নুর সিরাজি
শিক্ষক, ফুলবাড়ি মাদরাসা, বগুড়া
১০. ০৯. ২০১৯

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

রাসুলের প্রতি জমিনের ভালোবাসা	১৫
বনু নাজিরের গাদ্দারি	১৭
আবু হুরায়রার মা	১৯
আবু তালহা এবং তাঁর স্ত্রী	২১
দাওস গোত্র	২৩
শাতিমে রাসুলের করুণ পরিণতি	২৭
মুশরিকদের সাক্ষ্য	৩১
উমাইয়া বিন খালফের মৃত্যু	৩৪
বিষ মাখানো গোশত	৩৯
পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার	৪২
জিন-সাপ	৪৮
বহুবিবাহের অশান্তি	৫০
সুন্দর চরিত্র	৫৩
নীরব নিবেদক	৫৫
জাদুর কারণে অসুস্থতা	৬১
যৌবনের আসক্তি	৬৩
উম্মুল মুমিনিন খাদিজার গল্প	৬৮
সুমাইয়া বিনতে খাইয়াতের বিস্ময়কর গল্প	৭২
উম্মে শারিক গাজিয়া আনসারি	৭৪
কথা বলা বাঘ	৭৬
হায় মিসকিন!	৭৮
খুবাইবের শাহাদাত	৮০
তোমাদের কাজে আল্লাহ তাআলাও বিস্মিত	৮৪
উলঙ্গ করে ফেলব	৮৬

Scanned with CamScanner

সাইপ্রাসদ্বীপ পর্যন্ত সামুদ্রিক যুদ্ধ	৯০
চাঁদ দু'ভাগ হয়ে গেল	৯২
আকাশ চলে তাঁর ইশারায়	৯৪
উটও জবাব দিলো	৯৭
চোখ সুস্থ হয়ে গেল	১০০
গাছ হেঁটে নবিজির কাছে এল	১০২
অনুগত গাছ	১০৪
পানি	১০৫
আবু কাতাদার পানপাত্র	১০৭
তাবুক যুদ্ধ—বিস্ময়ের আধার	১০৯
এত খাবার!	১১১
এত দুধ!	১১৩
তাবুকে আরেকবার	১১৫
আবু জাহেলের সাথে	১১৭
সুরাকা বিন মালেকের ঘটনা	১১৯
তোমাকে কে বাঁচাবে?	১২০
মেয়েটির কোনো সন্তান নেই	১২২
বিনোদন ছাড়ুন	১২৩
আঙুল যখন পানির ফোয়ারা	১২৫
রোগের শিফা	১২৬
চোখ আপন স্থানে ফিরে গেল	১৩০
পূর্বসূরিদের রমজান	১৩১
ইহুদি এবং সুযোগ-বঞ্চনা	১৩৩
মুসাইলামাতুল কাজ্জাব	১৩৭
উবাইদুল্লাহ বিন জাহাশ	১৪১
নিকৃষ্ট মৃত্যু	১৪৯
চিরস্থায়ী সৌভাগ্য	১৫১
জাবের বিন আবদুল্লাহর ঘটনা	১৫৪
কা'নাবির তাওবা	১৫৬

Scanned with CamScanner

রাসুলের প্রতি জমিনের

ভালোবাসা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের একখ্রিষ্টান। সে ইসলাম গ্রহণ করে সুরা বাকারা ও সুরা আলে-ইমরান পাঠ করল। লোকটি পড়ালেখা জানত। ফলে কখনো কখনো সে রাসুলের লেখার দায়িত্ব পালন করত। হঠাৎ একদিন সে খ্রিষ্টধর্মে ফিরে যায় এবং খ্রিষ্টানদের সাথে মিলিত হয়। তারপর থেকে সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে অসৌজন্যমূলক কথা বলতে লাগল এবং কুরআন কারিমের ব্যাপারে কথা উঠাল—'মুহাম্মদ কেবল তা-ই জানে, যা আমি লিখে দিয়েছি।'

তার এসব জঘন্য কাজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসন্তুষ্ট হয়ে বদদুআ করলেন—

اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ اٰيَةً .

হে আল্লাহ, তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাও।

এর কিছুদিন পরই আল্লাহ তাআলা তাকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দেন। তার সাথিরা তাকে দাফন করল; কিন্তু ভোরে দেখা গেল এক বিস্ময়কর ঘটনা। তারা দেখল, জমিন (কবর) তাকে বাইরে ছুড়ে ফেলেছে!

তার সাথিরা বলাবলি করতে লাগল, 'এটা মুহাম্মদ এবং তার সাথিদের কাজ। তাদের দল ত্যাগ করার কারণে আমাদের সাথিকে কবর থেকে বাইরে ফেলে রেখেছে!'

Scanned with CamScanner

তারা আরও গভীর করে পুনরায় কবর খনন করে তাকে দাফন করল। পরদিন সকালবেলা কবরের কাছে গিয়ে দেখল, বিস্ময়করভাবে আবারও জমিন তাকে বাইরে ফেলে রেখেছে!

এবারও তারা বলতে লাগল, 'এটা নিশ্চয় মুহাম্মদ ও তার সাথিদের কাজ। তাদের দল ত্যাগ করার কারণে আমাদের সাথিকে কবর থেকে বাইরে ফেলে রেখেছে!'

শেষবারের মতো তারা অনেক মেহনত করল। আরও গভীর করে কবর খনন করে তাকে দাফন করল; কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার! সকালবেলা দেখল, আবারও জমিন তাকে বাইরে ছুড়ে ফেলেছে!

একপর্যায়ে তারা নিশ্চিত হলো, এটা কোনো মানুষের কাজ নয়। ফলে তারা ওই হতভাগার লাশ ওভাবেই ফেলে চলে যায়। লাশ জমিনে পড়ে থাকল। কুকুর পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাতে পেশাব করত। লাশের উপর মাছি ভনভন করত। বিভিন্ন ধরনের পাখি লাশ ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছিল।

সেই লোকের মতো বিদ্রুপকারীদের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা ও সাহস দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ.

বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট। [সুরা হিজর : ৯৫]

Scanned with CamScanner

বনু নাজিরের গাদ্দারি

মদিনায় তিনটি ইহুদি গোত্র ছিল—বনু কুরাইজাহ, বনু নাজির ও বনু কাইনুকা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাদের মাঝে চুক্তি হয়েছিল, 'দিয়্যতসহ (রক্তপণসহ) বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করবে।'

উক্ত চুক্তির কারণে একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবিকে নিয়ে ইহুদিগোত্র বনু নাজিরের নিকট গেলেন। তাদের নিকট গিয়েছেন বনু আমের গোত্রের দুজন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ে সাহায্য চাওয়ার জন্য। রাসুলের সাহাবি আমর বিন উমাইয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু দুজন ব্যক্তিকে ভুলবশত হত্যা করেছিলেন।

এ দিকে নিহত দুই ব্যক্তির গোত্র এবং মুসলমানদের মাঝে মৈত্রিচুক্তি ছিল। তাই এই রক্তপণের বিকল্প কোনো পথও ছিল না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু নাজিরের নিকট রক্তপণ আদায়ে সহযোগিতার প্রস্তাব পেশ করলে ইহুদিরা বলল, 'হে আবুল কাসিম, অবশ্যই আপনাকে আমরা সাহায্য করব।'

কিন্তু ইহুদিরা ছিল স্বভাবতই গাদ্দার। তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি দেয়ালের ছায়ায় বসিয়ে কোথাও চলে গেল। মনে হচ্ছিল, তারা সাহায্যের অর্থ সংগ্রহ করতে কোথাও গিয়েছে। কিন্তু না, তারা দূরে গিয়ে গোপন ফন্দি আঁটল, 'তোমরা মুহাম্মদকে হত্যা করার জন্য এমন সুন্দর অবস্থায় আর কখনো পাবে না; কে আছ, যে দেয়ালে উঠে সেখান থেকে তার উপর পাথর ছুড়ে ফেলবে এবং তার থেকে আমাদের মুক্তি দেবে?'

Scanned with CamScanner

এই জঘন্য কাজের জন্য আমর বিন জাহহাশ নামের একব্যক্তি নিজেকে উপস্থাপন করে বলল, 'আমি প্রস্তুত।' সে পাথর নিক্ষেপ করে নবিজিকে হত্যার উদ্দেশ্যে দেয়ালের উপর উঠল। এ দিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে দেয়ালের ছায়ায় বসে আছেন।

এরই মধ্যে আসমানি সংবাদ চলে এল। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বন্ধুকে বনু নাজিরের ইহুদিদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন। ফলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব দ্রুত সেখান থেকে উঠে মদিনার দিকে ফিরে যান। সাহাবিগণ ইহুদিদের অপেক্ষায় সেখানেই বসে রইলেন। তাঁরা ভাবলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রয়োজন সারতে গেছেন, হয়ত এখনই ফিরে আসবেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আসতে অনেক বিলম্ব দেখে সাহাবিগণ নবিজিকে খুঁজতে লাগলেন। তখন মদিনা থেকে আগত একলোকের সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হলো। সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছ?' লোকটি বলল, 'আমি তাঁকে মদিনায় প্রবেশ করতে দেখেছি।'

এভাবে নবিজির ফিরে যাওয়ায় সাহাবিগণ খুব বিস্মিত হলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, এভাবে হঠাৎ ফিরে আসার কারণ কী ছিল?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐশী সংবাদ, ইহুদিদের গাদ্দারি ও ষড়যন্ত্রের কথা সাহাবিদের বিস্তারিত বললেন।

পরবর্তী সময়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও বনু নাজিরের মাঝে যেসব যুদ্ধ হওয়ার তা হয়েছে। একপর্যায়ে তাদের অবরোধ করা হয় এবং মদিনা থেকে বহিষ্কার করা হয়।

Scanned with CamScanner

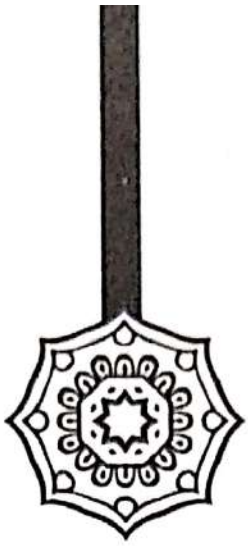

আবু হুরায়রার মা

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সাহাবি। তাঁর মা ছিলেন প্রতিমা পূজারি। হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা তাঁর মাকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান করতেন আর তাঁর মা অস্বীকৃতি জানাতেন।

একদিন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মাকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান করলেন। মা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন না; বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এমন কিছু কথা শুনালেন, যা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে খুব অপ্রিয় ছিল।

মায়ের মুখে নবিজির ব্যাপারে অপ্রীতিকর কথা শুনে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কান্না শুরু করলেন। কাঁদতে কাঁদতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি আমার মাকে প্রতিনিয়ত ইসলামের প্রতি আহ্বান করতাম আর তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানাতেন। আজও যখন তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম, তখন তিনি আপনার ব্যাপারে খুব বাজে কথা বলেছেন, এর জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে। আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন তিনি আমার মাকে হেদায়াত দান করেন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করলেন—

اللّٰهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِـيْ هُرَيْرَةَ.

হে আল্লাহ, আবু হুরায়রার মাকে হেদায়াত দাও।

Scanned with CamScanner

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআর সুসংবাদ নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। বাড়ি পৌঁছে ঘরে ঢুকার জন্য দরজায় নক করলে তাঁর মা বললেন, 'আবু হুরায়রা, একটু অপেক্ষা করো।' বাহির থেকে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু পানির কলকলে আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর মা গোসল করছেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

তাঁর মা গোসল সেরে কাপড় পরিধান করে দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'হে আবু হুরায়রা, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।'

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং খুশিতে কেঁদে ফেললেন। সাথে সাথে এই সুসংবাদ নিয়ে নবিজির নিকট গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করেছেন এবং আমার মাকে হেদায়াত দান করেছেন।'

এই সংবাদে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও খুশি হলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। তারপর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য কল্যাণের দোয়া করলেন। আবু হুরায়রা আরও বেশি কল্যাণের প্রতি আগ্রহী হলেন। তাই তিনি বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহর কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাকে এবং আমার মাকে মুমিন বান্দাদের কাছে প্রিয় বানিয়ে দেন এবং আমাদের নিকট তাদের প্রিয় বানিয়ে দেন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করলেন—

اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمْ الْمُؤْمِنِينَ.

হে আল্লাহ, তোমার এই বান্দা (আবু হুরায়রা) এবং তার মাকে মুমিনদের কাছে প্রিয় বানিয়ে দাও এবং তাদের কাছে মুমিনদের প্রিয় বানিয়ে দাও।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'এরপর থেকে এমন কোনো মুমিন ছিল না, যে আমার কথা শুনেছে বা আমাকে দেখেছে অথচ আমাকে ভালোবাসেনি।'

Scanned with CamScanner

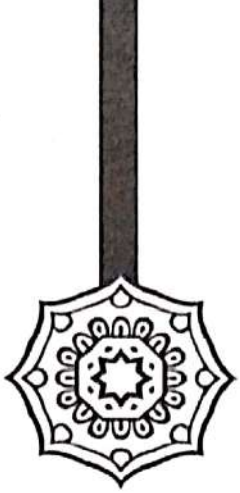

আবু তালহা এবং তাঁর স্ত্রী

উম্মে সালামা আবু তালহাকে বিয়ে করেন। আল্লাহ তাদের একজন পুত্রসন্তান দান করেন। তার নাম ছিল আবু উমাইর। আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু পুত্রকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আবু উমাইরকে ভালোবাসতেন।

একদিনের ঘটনা। শিশুরা খেলা করছিল। তাদের সাথে আবু উমাইরও ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ নবিজি আবু উমাইরকে দেখলেন। তিনি দেখলেন, আবু উমাইর তার সঙ্গে থাকা একটি পাখি নিয়ে খেলছে। পাখিটির নাম ছিল নুগাইর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে কৌতুক করে বললেন—

يَا أَبَا عُمَيْر مَا فَعَلَ النُّغَيْر.

হে আবু উমাইর, কী করছে নুগাইর?

কিছুদিন পরের ঘটনা। আবু উমাইর খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। এতে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত বিচলিত হয়ে যান। অসুখ একসময় তীব্র আকার ধারণ করে। এ দিকে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো প্রয়োজনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়েছেন। সেখানে তিনি দীর্ঘ সময় ছিলেন। একপর্যায়ে আবু উমাইরের অসুস্থতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং তার মায়ের সামনেই সে মারা যায়।

পরিবারের সদস্যরা কান্নাকাটি করছিল। উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাদের বললেন, 'আমি কথা বলার আগে আবু উমাইর সম্পর্কে আবু তালহার সাথে কেউ কিছু বলবেন না।' উম্মে সালামা মৃত সন্তানকে ঘরের এককোণে ঢেকে রাখলেন এবং স্বামীর জন্য খাবার তৈরি করলেন।

Scanned with CamScanner

আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবুর কী অবস্থা? কেমন আছে ও?' স্ত্রী জবাব দিলেন, 'তার শ্বাস-প্রশ্বাস শান্ত। আশা করছি, আরামেই আছে।'

আবু তালহা ছেলেকে দেখার জন্য তার দিকে যেতে চাইলেন। স্ত্রী নিষেধ করলেন এবং বললেন, 'বাবু চুপ করে আছে, তাই নড়াবেন না।' উম্মে সালামা তাঁর সামনে রাতের খাবার পরিবেশন করলেন। আবু তালহা আহারপর্ব শেষ করে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলেন। স্বামী-স্ত্রী যা করে তারা তাই করলেন।

উম্মে সালামা যখন বুঝতে পারলেন, স্বামী পরিতৃপ্ত ও প্রশান্ত হয়েছেন, তখন বললেন, 'হে আবু তালহা, কেউ যদি কিছু সময়ের জন্য কাউকে কোনো জিনিস ব্যবহার করতে দেয় এবং পরবর্তী সময়ে তা ফেরত চায়, তাহলে ওই ব্যক্তির কি উচিত নয়, মূল মালিককে তা ফিরিয়ে দেওয়া?'

আবু তালহা বললেন, 'অবশ্যই মূল মালিককে দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।'

স্ত্রী বললেন, 'আপনি আমাদের প্রতিবেশীর ব্যাপারে আশ্চর্য হবেন!'

আবু তালহা বললেন, 'কী হয়েছে তাদের?'

স্ত্রী বললেন, 'কেউ তাদের কোনো বস্তু ব্যবহার করার জন্য দিয়েছিল। জিনিসটি অনেক দিন তাদের কাছে ছিল। এখন তারা মনে করছে যে, জিনিসটির মালিক তারাই। মূল মালিক জিনিসটি ফেরত চাইলে তারা তা দিতে অস্বীকার করছে।'

আবু তালহা বললেন, 'তাদের আচরণ কতই-না নিকৃষ্ট!'

এরপর উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা মৃত সন্তানকে বের করে আনলেন এবং আবু তালহার সামনে রেখে বললেন, 'এই আপনার পুত্রসন্তান, আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু সময়ের জন্য আপনাকে দেওয়া হয়েছিল। কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি তাঁর জিনিসটি নিয়ে গেছেন। সুতরাং আপনার ছেলে আল্লাহর কাছে (জীবনের বরাদ্দ সময়টুকু বুঝে নিয়ে) পৌঁছে গেছে।'

এ কথা শুনে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু আঁতকে উঠলেন। বললেন, 'আল্লাহর কসম, এই রাতের ধৈর্যে তুমি আমার চেয়ে মর্যাদাবান হয়েছ।' তারপর তিনি উঠে গিয়ে সন্তানকে গোসল করিয়ে কাফন-দাফন সম্পন্ন করলেন। সকালবেলা বিষয়টি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালে তিনি তাদের উভয়ের জন্য বরকতের দুআ করেন। সে রাতের মিলনে আল্লাহ তাআলা তাদের এমন বরকত দান করেন যে, উম্মে সালামার গর্ভে আবু তালহার আরেকজন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নাম রাখলেন 'আবদুল্লাহ'। এই আবদুল্লাহর ঔরসে নয় জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তাদের প্রত্যেকেই কুরআন কারিমের হাফিজ হয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner

দাওস গোত্র

তুফাইল বিন আমর। দাওস গোত্রের সম্মানিত নেতা। দাওস গোত্রের সবাই ছিল তাঁর অনুগত। বিশেষ প্রয়োজনে একদিন তিনি মক্কায় গেলেন। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুমি?'

তিনি বললেন, 'আমি দাওস গোত্রের নেতা তুফাইল বিন আমর।'

তারা বলল, 'এখানে একজন লোক আছে, সে নিজেকে নবি দাবি করে। আপনি তার সাথে বসা এবং তার কথা শোনা থেকে দূরে থাকবেন। কেননা, সে জাদুকর। যদি তার কথা শুনেন, তাহলে আপনি নির্বুদ্ধি হয়ে যাবেন।

ইসলামগ্রহণের পর এ ঘটনা সম্পর্কে তুফাইল বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহর কসম, তারা আমাকে লোকটি সম্পর্কে ভয় দেখাতেই থাকল। ফলে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, তার কথা শুনব না, তার সাথে কথা বলব না। তার কথা যেন আমার কানে না আসে, সে জন্য আমি কানে তুলার ঢিপি দিয়েছিলাম। এভাবেই কিছুদিন গেল। একদিন আমি কাবার দিকে গেলাম। দেখলাম, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবার পাশে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিছু কথা আমাকে শুনিয়ে দিলেন। সেই কথাগুলো এতটাই সুন্দর ও হৃদয়কাড়া ছিল যে, আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমি মনে মনে বললাম, 'এটা কেমন ব্যাপার! আল্লাহর কসম, আমি তো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন একজন মানুষ। সুন্দরের উপর কোনো অসুন্দর লুকিয়ে থাকে না। সুতরাং লোকটি কী বলে, তা শুনতে আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। যদি তাঁর মাঝে কোনো কল্যাণ থাকে, তা হলে সেগুলো গ্রহণ করব। আর যদি অকল্যাণ থাকে, তা হলে সেগুলো পরিহার করব।'

Scanned with CamScanner

তারপর আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। ইতোমধ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ শেষ করলেন। তিনি বাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করে চললাম। যখন তিনি বাড়িতে প্রবেশ করলেন, আমিও তাঁর সাথে প্রবেশ করলাম এবং বললাম, 'হে মুহাম্মদ, আপনার কওম আমাকে এই ধরনের কথাবার্তা বলেছে। আল্লাহর কসম, তারা আমাকে আপনার ব্যাপারে এমনভাবে ভয় দেখিয়েছে যে, আমি তুলা দিয়ে কান বন্ধ করে রেখেছি, যাতে আপনার কথা না শুনতে পাই। কিন্তু যেভাবেই হোক, আমি আপনার সুন্দর কিছু কথা শুনেছি। এবার আপনি আপনার ব্যাপারটা খুলে বলুন।'

তাঁর কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব খুশি হলেন। নবিজি তাঁর সামনে ইসলাম উপস্থাপন করলেন। তারপর পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করে শুনালেন। ফলে তুফাইল নিজের অবস্থা সম্পর্কে ভাবতে লাগলেন। প্রতিদিন তো এমনভাবে দিন অতিবাহিত হচ্ছে, যা আল্লাহ থেকে তাকে আরও দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

সে তো পাথরের পূজা করছে, যাকে আহ্বান করলে সে শোনে না, ডাকলে সাড়া দেয় না; একপর্যায়ে তাঁর নিকট সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল।

তুফাইল ইসলামগ্রহণের পরিণাম নিয়ে ভাবতে লাগলেন। কীভাবে তিনি নিজের দ্বীন পরিবর্তন করবেন! পূর্বপুরুষদের দ্বীন কীভাবে ছেড়ে দেবেন! লোকজন তাঁকে কী বলবে!

তাঁর অতীতজীবন, অর্জিত সম্পদ, পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব সবকিছু তছনছ হয়ে যাবে। তুফাইল চুপচাপ ভাবতে লাগলেন। তুলনা করতে থাকলেন তাঁর ইহকাল ও পরকালের মাঝে। একপর্যায়ে পার্থিব মোহ ছুড়ে ফেলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, আমি শিগগিরই সত্য দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত হব; যার খুশি হওয়ার সে খুশি হবে, যার নাখোশ হওয়ার সে নাখোশ হবে। যদি সৃষ্টিকর্তা সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে পৃথিবীবাসীর নাখোশি দিয়ে কীইবা হবে!

বান্দার সম্পদ ও রিজিক, সুস্থতা ও অসুস্থতা, পদপদবি ও মানমর্যাদা, এমনকি জীবন-মরণও উপরওয়ালার হাতে। তাই উপরওয়ালা খুশি থাকলে পার্থিব ক্ষতির কোনো পরোয়া নেই।

আল্লাহ তাআলা যাকে ভালোবাসেন, তার উপর কেউ ক্রোধান্বিত হোক, তার থেকে দূরে সরে থাকুক অথবা তাকে নিয়ে কেউ উপহাস করুক, তাতে কোনো কিছু যায়-আসে না।

বেশকিছু সময় চিন্তাভাবনার পর তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং সত্য দ্বীনের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি আমার গোত্রের সম্মানী ও অনুসরণীয় ব্যক্তি। আমি নিজ গোত্রে ফিরে যাব এবং তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করব।'

Scanned with CamScanner

তুফাইল বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা থেকে বের হলেন এবং ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে খুব দ্রুত গোত্রের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। গোত্রের নিকট পৌঁছালে তার বৃদ্ধ পিতা এগিয়ে এলেন।

তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'বাবা, এখন থেকে আমি আপনার সাথে নেই, আপনি আমার সাথে নেই।'

পিতা বললেন, 'কেন বাবা?'

তিনি বললেন, 'আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীনের অনুসারী হয়ে গেছি।'

পিতা বললেন, 'বেটা, আমার দ্বীন তো সেটিই যা তোমার দ্বীন।'

তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু পিতার এমন অপ্রত্যাশিত বক্তব্যে খুবই আপ্লুত হলেন, যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। তিনি বললেন, 'তা হলে যান, গোসল করে পবিত্র কাপড় পরিধান করে আমার কাছে আসুন। আমি যা শিখেছি তা আপনাকে শিখাব।'

তাঁর পিতা গোসল করে পবিত্র কাপড় পরিধান করে এলেন। তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর বাড়ির দিকে গেলে তার স্ত্রী তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বরণ করে নিলেন।

তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'এখন আমার কাছ থেকে দূরে থাকো। আমার সাথে তোমার এবং তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

স্ত্রী বলল, 'আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! কেন? কী হয়েছে?'

তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'ইসলাম আমার ও তোমার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। কেননা, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীনের অনুসারী হয়ে গেছি।'

স্ত্রী বলল, 'তবে তো আমার দ্বীন সেটিই যা আপনার দ্বীন।'

তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তা হলে যাও, পবিত্র হয়ে আমার কাছে ফিরে এসো।'

স্ত্রী চলে গেলেন, কিন্তু তার অন্তরে ভয় চেপে বসল; প্রতিমা-পূজা ত্যাগ করলে দেবদেবি সন্তানদের কোনো ক্ষতি করে বসে কিনা! তিনি স্বামীর কাছে ফিরে এসে বললেন, 'আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক! আপনি কি সন্তানদের ব্যাপারে প্রতিমা "জুশ-শিরা"কে ভয় করছেন?'

Scanned with CamScanner

তারা এই জুশ-শিরা প্রতিমার পূজা করত। তারা বিশ্বাস করত, জুশ-শিরার পূজা ছেড়ে দিলে নিজে বা সন্তান-সন্ততি বিপদে আক্রান্ত হবে।

তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি এই দায়িত্ব নিচ্ছি, জুশ-শিরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।' সুতরাং সে চলে গেল এবং গোসল করে ফিরে এল। এরপর স্বামীর হাতে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন।

এরপর তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গোত্রে ঘুরে ঘুরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। তাদের বৈঠকখানাগুলোতে যেতেন, রাস্তায় দাঁড়াতেন। কিন্তু তারা প্রতিমাপূজা ত্যাগ করতে অস্বীকার করল। ফলে তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্রোধান্বিত হয়ে আবারও মক্কায় গেলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, দাওস গোত্র অবাধ্যতা করেছে, অস্বীকার করেছে। হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আল্লাহর কাছে তাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করুন।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি তাঁর দু-হাত আকাশের দিকে উঠালেন।

তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে মনে ভাবলেন, দাওস গোত্র ধ্বংস হয়েছে।

কিন্তু মেঘ না চাইতে বৃষ্টিপাতের মতো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মায়া ভরা জবানে উচ্চারিত হলো—

اللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا اللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا .

হে আল্লাহ, দাওস গোত্রকে হেদায়াত দাও। হে আল্লাহ, দাওস গোত্রকে হেদায়াত দাও।

তারপর তুফাইল বিন আমরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার জাতির কাছে ফিরে যাও। তাদের ইসলামের দিকে ডাকো, তাদের সাথে নম্র আচরণ করো।' তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু ফিরে গেলেন। তারপর খুব অল্পদিনেই দাওস গোত্রের প্রায় সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

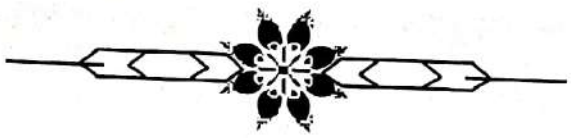

Scanned with CamScanner

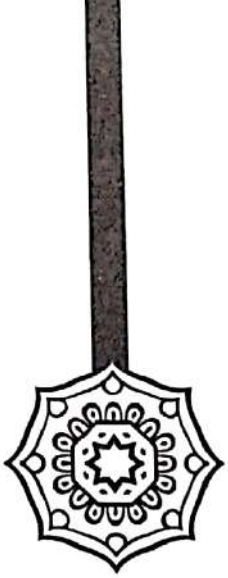

শাতিমে রাসুলের করুণ পরিণতি

দিন দিন ইসলামের প্রচার বেড়েই চলেছে। দলে দলে মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের নিয়ে নিজ মজলিসে বসে বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের একত্মবাদ বর্ণনা করছেন। বিভিন্ন গোত্রের নেতারাও ইসলাম গ্রহণ করে অবনত মস্তকে রাসুলের সামনে বসে আছেন।

একদিন আরবের একনেতা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এলেন। সাধারণ মানুষের কাছে তার প্রবল প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। লোকটির নাম আমের বিন তুফাইল। ইসলামের প্রচার-প্রসার দেখে সমাজের লোকেরা তাকে বলল, 'হে আমের, লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তুমিও ইসলাম গ্রহণ করো।'

সে ছিল আমিত্বে আক্রান্ত অহংকারী মানুষ। সে বলত, 'আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি ততক্ষণ মারা যাব না, যতক্ষণ না আরবরা আমাকে তাদের রাজা বানাবে, যত দিন না তারা আমার পিছে পিছে চলবে। সুতরাং যেখানে আমার অবস্থান এমন, সেখানে আমি কীভাবে কুরাইশের ওই যুবকের অনুসরণ করতে পারি!'

কিন্তু এর কিছুদিন পর সে দেখল, ইসলাম আধিপত্য কায়েম করেছে, জনগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমর্থন করেছে, তখন তার কয়েকজন সাথিসহ উষ্ট্রিতে আরোহণ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারের উদ্দেশে যাত্রা করল। সে মসজিদে প্রবেশ করল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন সাহাবিদের মাঝে বসা ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'হে মুহাম্মদ, আমি তোমার সাথে একান্তে কথা বলতে চাই।'

Scanned with CamScanner

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একান্তে কথা বলতে চাচ্ছিলেন না। তিনি বললেন, 'না, আল্লাহর শপথ, যতক্ষণ না তুমি এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে, ততক্ষণ তোমার সাথে একান্তে মিলিত হব না।'

আমের বিন তুফাইল আবার বলল, 'হে মুহাম্মদ, আমি তোমার সাথে একান্তে কথা বলতে চাই।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবারও তার প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানালেন।'

এবার সে অবিরত বলতে লাগল, 'হে মুহাম্মদ, দাঁড়াও, আমি তোমার সাথে কথা বলব। হে মুহাম্মদ, দাঁড়াও, আমি তোমার সাথে কথা বলব।' শেষপর্যন্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে কথা বলার জন্য দাঁড়ালেন। তখন আমের বিন তুফাইল ইরবিদ নামের তার একসঙ্গীকে ডেকে কানে কানে বলল, 'আমি মুহাম্মদের সঙ্গে কথা বলব। তার মুখ তোমার থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখব, আর তখন তুমি তলোয়ার দ্বারা তাকে আঘাত করবে।' ইরবিদ তলোয়ার হাতে প্রস্তুতি গ্রহণ করল।

তারপর দুজনে একটি দেয়ালের কাছে গেল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমেরের সাথে কথা বলার জন্য উভয়ের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালেন। ইরবিদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আঘাত করার ইচ্ছায় তলোয়ার হাতে নিল, কিন্তু যখনই সে তলোয়ার কোষমুক্ত করতে চায়, তার হাত অবশ হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত তলোয়ার কোষমুক্ত করতেই পারল না।

অপর দিকে আমের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা-ওটা বলে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছিল, আর ঘুরে ঘুরে এদিক-সেদিক করে ইরবিদের দিকে তাকাচ্ছিল। ইরবিদ জড়পদার্থের ন্যায় জমাট বেঁধে স্থির দাঁড়িয়ে আছে, নড়াচড়াও করতে পারছে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরবিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আমের বিন তুফাইল, ইসলাম গ্রহণ করো।'

আমের বলল, 'হে মুহাম্মদ, ইসলাম গ্রহণ করলে তুমি আমাকে কী দেবে?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'মুসলিমরা যা পাবে, তুমিও তাই পাবে। মুসলিমদের যেই সমস্যা হবে, সেই সমস্যা তোমারও হবে।'

আমের বলল, 'আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তা হলে তোমার মৃত্যুর পর কি রাজত্ব আমাকে দেবে?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমার এবং তোমার কওমের জন্য এমন কিছু নেই।'

আমের বলল, 'তা হলে আমি এই শর্তে ইসলাম গ্রহণ করতে পারি যে, আমি গ্রামের রাজা হব আর তুমি হবে শহরের রাজা।'

Scanned with CamScanner

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'না।'

তখন আমের রেগে গেল এবং তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। সে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'হে মুহাম্মদ, আমি তোমার বিরুদ্ধে দ্রুতগামী ঘোড়া এবং শক্তিশালী মানুষের সমাবেশ ঘটাব। প্রতিটি খেজুরবাগানের সঙ্গে ঘোড়ার সংযোগ স্থাপন করব। তোমার বিরুদ্ধে গাতফান গোত্রের ১হাজার স্বর্ণকেশী পুরুষ ও ১হাজার স্বর্ণকেশী নারী নিয়ে যুদ্ধ করব।' তারপর তর্জনগর্জন করতে করতে সে বের হয়ে গেল।

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ, আমেরের ব্যাপারে তুমি আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও এবং তার কওমকে হেদায়াত দান করো।'

আমের তার সাথিদের নিয়ে মদিনা থেকে বেরিয়ে গেল। দীর্ঘ সফরে সে ছিল ক্লান্ত। মদিনার বাইরে তার গোত্রের সালুলিয়া নামের একমহিলা থাকত। ঘোড়া থেকে নেমে মহিলার তাঁবুতে সে অবস্থান করল। রাতে সেখানেই ঘুমাল। ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ তার গলায় বড় এক ফোঁড়া উঠল। গলার ভেতর দিক থেকে তা ফুলে উঠল, যেমন উটের ঘাড়ের উপর ফোঁড়া উঠে উটকে মেরে ফেলে। সে আতঙ্কিত হয়ে ছটফট করতে লাগল। ঘোড়াকে বেদম প্রহার করে ঘোড়ার লাগাম ধরে সামনের দিকে চলতে লাগল। মারাত্মক ব্যথা তাকে অস্থির করে তুলেছিল। চিৎকার করে করে ঘাড় হাত দিয়ে মলতে মলতে বলল, 'হায়! এ তো উটের মতো বড় ফোঁড়া!' এই অবস্থাতেই ঘোড়া তাকে নিয়ে ঘুরছিল। ঘোড়ার উপরই মারা গিয়ে ঘোড়া থেকে সে মাটিতে পড়ল।

তার সাথিরা তাকে এভাবেই ফেলে রাখে। তারা নিজ গোত্রে ফিরে যায়। বাড়িতে প্রবেশ করার সময় ইরবিদকে লোকজন প্রশ্ন করল, 'হে ইরবিদ, তোমার পেছনে কী?'

ইরবিদ বলল, 'কিছুই নেই তো! আল্লাহর শপথ, মুহাম্মদ আমাদের একটি বস্তুর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছে। এখন আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, যদি এখন সে আমার সামনে থাকত, তা হলে আমি তাকে হত্যা করা পর্যন্ত তির নিক্ষেপ করতেই থাকতাম।'

তার এই উক্তির দু-এক দিন পর একটি উট বিক্রির জন্য সে কোথাও যাচ্ছিল। আল্লাহ তাআলা তার উপর এবং উটের উপর অগ্নিবায়ু প্রেরণ করলেন। আগুন তাদের উভয়কে জ্বালিয়ে দিলো।

আল্লাহ তাআলা আমের ও ইরবিদের অবস্থা সম্পর্কে অবতীর্ণ করলেন—

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ
وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ - لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ

Scanned with CamScanner

أَمْرِ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ وَالٍ - هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِىءُ السَّحَابَ الثِّقَالَ- وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اللهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ.

'তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথা বলুক বা তা সশব্দে প্রকাশ করুক, রাতের অন্ধকারে সে আত্মগোপন করুক বা প্রকাশ্য দিবালোকে বিচরণ করুক, সবই তাঁর নিকট সমান। তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে। আল্লাহর নির্দেশে তারা ওদের হেফাজত করে। আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ যখন কোনো জাতির উপর বিপদ দিতে চান, তখন তা ফিরে যাবার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোনো সাহায্যকারীও নেই। তিনিই তোমাদের বিদ্যুৎ দেখান ভয় ও আশার জন্য এবং উত্থিত করেন ঘন মেঘমালা। তাঁর প্রশংসা পাঠ করে বজ্র এবং সব ফেরেশতা, সভয়ে। তিনি বজ্রপাত করেন, অতঃপর যাকে ইচ্ছা তাকে তা দ্বারা আঘাত করেন। তথাপি তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী।' [সুরা রাদ : ১০-১৩]

Scanned with CamScanner

মুশরিকদের সাক্ষ্য

মক্কা বিজয়ের পূর্বের ঘটনা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরা পালন করার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। যখন তিনি হারাম শরিফে পৌঁছুলেন, তখন কুরাইশরা তাঁকে মসজিদে হারাম থেকে ফিরিয়ে দিতে দূত হিসেবে উরওয়া ইবনে মাসউদকে পাঠাল। সে এসে দেখল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে আছেন। আর সাহাবিগণ তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছেন। কথার মাঝে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই থুথু ফেলছিলেন, তখন তা কোনো সাহাবির হাতে পড়ছিল। সাহাবিগণ সে পবিত্র থুথু-মোবারক সুগন্ধি হিসেবে নিজেদের শরীর ও চেহারায় মেখে নিচ্ছিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণকে যখন কোনো নির্দেশ দিতেন, তা পালনে সাহাবিগণ প্রতিযোগিতা শুরু করতেন। যখন তিনি অজু করতেন, অজুর পানি আনার জন্য সাহাবিদের মাঝে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যেত। যখন তিনি কথা বলতেন, সম্মানের আতিশয্যে নবিজির দিকে চোখ তুলে তাঁরা তাকাতেন না।

উরওয়া যখন বিষয়টি প্রত্যক্ষ করল, তখন সে সাথিদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, 'হে আমার কওম, আল্লাহর শপথ, আমি অনেক প্রতাপশালী বাদশাহর দরবারে গিয়েছি, কিসরা, কায়সার এবং নাজাশির দরবারে গিয়েছি, কিন্তু কোনো বাদশাহকে তার সঙ্গীগণ এত বেশি সম্মান করতে দেখিনি; যতটা সম্মান মুহাম্মদকে তাঁর সাথি ও অনুসারীরা করে থাকে। তারা মুহাম্মদকে এতটা ভালোবাসে যে, তাদের প্রতিটি কাজেকর্মে তা স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

একদিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমার কাছে শুধু আমার সম্পদ ও

Scanned with CamScanner

সন্তানের চেয়ে অধিক প্রিয় নন; আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণকারী আল্লাহর শপথ, বরং আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়।'

একলোক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, কিয়ামত কখন হবে?'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?'

লোকটি বলল, 'আমি কিয়ামতের প্রস্তুতি হিসেবে খুব বেশি নামাজ, রোজা এবং প্রচুর পরিমাণ দান-সদকা করিনি ঠিক, তবে আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে অনেক ভালোবাসি।'

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

তুমি যাকে ভালোবাসো তার সাথেই থাকবে।

সাহাবিগণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা, 'তুমি যাকে ভালোবাসো তার সাথেই থাকবে' শুনে এতটাই খুশি হয়েছেন যে, এমন খুশি আর কখনো হননি। তাঁরা যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চলতেন, সূর্যের তাপ থেকে ছায়া দিয়ে চলতেন; যেন রাসুলের গায়ে সূর্যের তাপ না লাগে। যখন তাঁর সাথে সফর করতেন, নবিজিকে ছায়াদার বৃক্ষের ছায়ায় বসাতেন, যেন তিনি আরাম করতে পারেন।

তাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কতই-না ভালোবেসেছেন!

কিন্তু ভাবার বিষয় হলো, সাহাবিগণের হৃদয়ে নবিজির প্রতি এত ভালোবাসা, সম্মান-মর্যাদা, অনুসরণ-অনুকরণ, সীমাহীন ভক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর অবস্থান থেকে উপরে উঠাননি, অথবা মানবীয় গুণের ঊর্ধ্বে মনে করেননি। তাঁরা বিশ্বাস করতেন ও বলতেন, 'মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ—তিনি আল্লাহর নবি ও রাসুল এবং তাঁরই বান্দা।'

তবে হ্যাঁ, তিনি আদমসন্তানের সর্দার। হাশরের মাঠে সুপারিশকারী; কিন্তু তিনি তেমনই, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوْا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ .

বলুন, আমি কেবল তোমাদের মতো একজন মানুষ। আমার কাছে অহি পাঠানো হয় যে, তোমাদের উপাস্য কেবল একক উপাস্য। অতএব, তোমরা

Scanned with CamScanner

তাঁর পথে দৃঢ়ভাবে অটল থাকো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে ধ্বংস। [সুরা ফুসসিলাত : ৬]

সুতরাং তাঁর মানব হওয়াটা তাঁর সম্মানকে হ্রাস করবে না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রতিপালকের রিসালাত পূর্ণরূপে পৌঁছে দিয়েছেন। সীমাহীন কষ্ট সহ্য করেছেন। এমনকি আল্লাহ তাআলা তাঁকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর দ্বীন পূর্ণ করেছেন।

অতএব, উম্মতের উপর রাসুলের হক কী? সেটা কি তার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করা? না, কখনো না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন গর্হিত কাজ থেকে বারণ করেছেন। যেমন: *সহিহ বুখারি* ও *মুসলিম*-এ বর্ণিত আছে—

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ .

আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না; যেমন খ্রিষ্টানরা মরিয়ম-তনয় (ইসা আ.)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো কেবল আল্লাহর বান্দা। অতএব, তোমরা বলো, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।[১]

উম্মতের উপর নবিজির হক কি তাঁকে নিয়ে মিলাদ মাহফিল করা? নাকি ইসরা-মিরাজ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁর হক রয়েছে?

না, কখনো না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কাজ থেকেও বারণ করেছেন। যেমন: *সহিহ বুখারি* ও *মুসলিম*-এ বর্ণিত আছে—

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ .

'যে ব্যক্তি (শরিয়তের নামে) এমন কোনো কাজ করল, যা আমার বিধিসম্মত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।'[২]

উম্মতের উপর নবিজির হক কি বিপদে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাহায্য চাওয়া? নাকি গাইরুল্লাহকে ডাকার মাঝে রাসুলের অধিকার নিহিত আছে? নাকি তাঁর কবর তাওয়াফ করার মাঝে এবং গাইরুল্লাহর নামে শপথ করার মাঝে?

না, না, না, কখনো না; এর সবই আল্লাহর সঙ্গে শিরক।

[১] *সহিহ বুখারি*: ১১/২৬২।
[২] *সহিহ বুখারি*: ২২/৩৩২; *সহিহ মুসলিম*: ৯/১১৯।

Scanned with CamScanner

উমাইয়া বিন খালফের মৃত্যু

মুসা বিন উকবা তার মাগাজিতে বর্ণনা করেছেন, জাহেলি যুগে সাআদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উমাইয়া বিন খালফের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ছিল। সেই সূত্রে উমাইয়া বিন খালফ যখন সিরিয়া সফরের ইচ্ছা করত, তখন মক্কার উত্তরাঞ্চল হয়ে যাত্রা করে মদিনায় গিয়ে বিশ্রামের জন্য সাআদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে দু-এক দিন অবস্থান করত। যাত্রাবিরতির পর আবার সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হতো। এরপর যখন সিরিয়া থেকে দক্ষিণাঞ্চল হয়ে ফিরত, তখনও মদিনায় এসে তার বন্ধুর বাড়িতে বিশ্রামের জন্য দু-এক দিন অবস্থান করে মক্কার দিকে যাত্রা করত।

সাআদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেও এমনটি করতেন। যখন ইয়ামেন যেতেন বা কোনো প্রয়োজনে মক্কায় যেতেন, উমাইয়া বিন খালফের বাড়িতে মেহমান হতেন। দু-এক দিন বিশ্রাম করে গন্তব্যের পথে যাত্রা করতেন। ইতোপূর্বে মুসলিম ও কুরাইশদের মাঝে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র কিছুদিন হলো মদিনায় হিজরত করেছেন।

হঠাৎ একদিন সাআদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো প্রয়োজনে মক্কায় গেলেন। সেখানে বন্ধু উমাইয়া বিন খালফের বাড়িতে মেহমান হলেন। সাআদ উমাইয়াকে বললেন, 'একটু নিরিবিলি সময়ের প্রতি লক্ষ রেখো, আমি কাবাঘর তাওয়াফ করার ইচ্ছে করেছি।'

উমাইয়া বলল, 'ঠিক আছে, আমি দুপুরে রোদের প্রখরতা কমে এলে তোমাকে নিয়ে যাব। সাধারণত এ সময় লোকজন বাড়িতে অবস্থান করে। আমি আর তুমি বের হব। তুমি তাওয়াফ করবে। এতে ভীড়ের মাঝেও পড়তে হবে না, আবার পথে আমাদের কেউ দেখতেও পাবে না। এতে অহেতুক ঝামেলা এড়ানো যাবে।

Scanned with CamScanner

যখন দুপুর হলো, উমাইয়া বিন খালফ তার সাথির হাত ধরে বের হলো। রাস্তায় তাদের সাথে কোনো দাসদাসীরও সাক্ষাৎ হয়নি, দুর্বল কোনো মানুষের সাথেও দেখা হয়নি। কিন্তু কাফেরদের নেতা, এই উম্মাহর ফেরাউন আবু জাহেলের সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ।

আবু জাহেল উমাইয়াকে জিজ্ঞাসা করল, 'উনি কে?'

উমাইয়া বলল, 'আমার ইয়াসরিবি ভাই।'

আবু জাহেল জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়াসরিব[৩] থেকে এসেছে?'

উমাইয়া বলল, 'হ্যাঁ।'

তখন আবু জাহেল রেগে সাআদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলল, 'তোমরা মুহাম্মদ এবং তার সাথের বিধর্মীদের[৪]আশ্রয় দিয়েছ। তারপর আবার নিরাপদে কাবাঘর তাওয়াফ করতে এসেছ! আল্লাহর শপথ, যদি তুমি আবু সাফওয়ানের[৫] সাথে না থাকতে, তা হলে নিরাপদে পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারতে না।'

আবু জাহেলের কথা শুনে সাআদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুও রেগে গেলেন। তিনি এই ধরনের অভদ্রতা দেখে সহ্য করার মতো নেতা ছিলেন না। তিনি তো মদিনার নিজ কওমের নেতাদের অন্যতম ছিলেন।

তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, 'হে আবু জাহেল, তুই যদি আমাকে এই পবিত্র কাজ 'তাওয়াফ' থেকে বাধা দিস, তা হলে আমি তোকে আরও প্রিয় কাজ থেকে বাধা দেব।'

আবু জাহেল বলল, 'তুমি আমাকে কোন্ কাজ থেকে বাধা দেবে? তোমাদের মদিনায় কি কাবা আছে যে, সেখানে আমাকে বাধা দেবে?'

সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তোকে সিরিয়ার পথে চলতে বাধা দেব।'

আবু জাহেল রেগে বলল, 'আল্লাহর কসম, তুমি পারবে না।'

সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'অবশ্যই পারব।'

দুজনের মাঝে বিতর্ক চলতে থাকল। ওদিকে উমাইয়া বিন খালফ অসহায়ের মতো একবার ডানে তাকিয়ে দেখে—মদিনার নেতা সাআদ বিন মুআজ; আবার বামে তাকিয়ে দেখে—মক্কার নেতা আবু জাহেল। সে বুঝতে পারছিল না, কার পক্ষ নেবে!

---

[৩] মদিনার প্রাচীন নাম।
[৪] প্রতিমাপূজা ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে কাফেররা মুসলমানদের বিধর্মী বলত।
[৫] 'আবু সাফওয়ান' উমাইয়া বিন খালফের উপাধী।

Scanned with CamScanner

একপর্যায়ে তার মন আবু জাহেলের দিকে আকৃষ্ট হলো। সাআদ বিন মুআজের দিকে লক্ষ করে উমাইয়া বলল, 'সাআদ, আবুল হিকামের[৬] উপর জোরে কথা বোলো না। সে এই এলাকার নেতা।'

সাআদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিতর্ক বন্ধ করে উমাইয়াকে সম্বোধন করে বললেন, 'উমাইয়া, আমাকে ছেড়ে দাও! আল্লাহর শপথ, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শুনেছি, আমরা তোমাকে হত্যা করব।'

উমাইয়া বলল, 'হা-হা-হা! মুহাম্মদ তোমাদের বলেছে, তোমরা আমাকে হত্যা করবে?'

সাআদ বললেন, 'হ্যাঁ।'

উমাইয়া বলল, 'আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ কখনো মিথ্যা বলে না; কিন্তু এবার তোমাদের মিথ্যা বলেছে। আচ্ছা বলো তো, তোমরা আমাকে কোথায় হত্যা করবে, মক্কায় নাকি অন্য কোথাও?'

সাআদ বিন মুআজ বললেন, 'আমি জানি না, মক্কায় নাকি অন্য কোথাও! তবে কথা হলো, তুমি নিহত হবে এবং তা হবে মুসলমানদের হাতেই।'

উমাইয়া বিন খালফ বিতর্ক ছেড়ে চলে গেল এবং মনে মনে বলতে লাগল, মুহাম্মদ কখনো মিথ্যা বলে না। স্ত্রীর সামনে গিয়ে বলল, 'হে উম্মে সাফওয়ান,'

স্ত্রী বলল, 'হ্যাঁ, বলুন।'

উমাইয়া বলল, 'তুমি কি জানো, ইয়াসরিবি ভাই আমাকে কী বলেছে?'

স্ত্রী বলল, 'সে কী বলেছে?'

উমাইয়া বলল, 'সে বিশ্বাস করে, মুহাম্মদ নাকি সংবাদ দিয়েছে যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।'

স্ত্রী বলল, 'আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ মিথ্যা বলে না, কিন্তু কোথায় হত্যা করবে, মক্কায় নাকি অন্য কোথাও?'

উমাইয়া বলল, 'আল্লাহর কসম, আমি জানি না, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে আমি কখনো মক্কা থেকে বের হব না। মক্কায় পাহারা-নিরাপত্তা রয়েছে। এখানে আমার দাসদাসী আছে, আমার কওম আছে, আমি কখনো মক্কা থেকে বের হব না।'

---

[৬] আবু জাহেলের আসল নাম। যার অর্থ—সেরা জ্ঞানী। কিন্তু বুঝেশুনে ইসলামকে উপেক্ষা করার কারণে ইসলামের পক্ষ থেকে তাকে উপাধী দেওয়া হয়েছে আবু জাহেল—মূর্খের সেরা।

Scanned with CamScanner

সুতরাং এভাবে কিছুদিন চলল। একসময় কুরাইশের একটি কাফেলা যাত্রা করল এবং মদিনার নিকটবর্তী পথ ধরে চলতে লাগল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পাকড়াও করার জন্য বের হলেন। তখন আবু সুফিয়ান মক্কায় দূত পাঠাল, যেন তাদের সাহায্যে ও যুদ্ধ করার জন্য, কাফেলাকে বাঁচানোর স্বার্থে মক্কাবাসী বের হয়ে আসে। সংবাদ পাওয়া-মাত্র আবু জাহেল মানুষের মাঝে ঘুরে ঘুরে বলতে লাগল, 'হে লোকসকল, তোমাদের কাফেলার উদ্দেশে বের হও এবং তাদের রক্ষা করো।'

এই ঘোষণা শুনে প্রতিটি মানুষ যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেছে; কেবল একজন ছাড়া। সে হলো, উমাইয়া বিন খালফ। সে ছায়ায় বসে আছে। আবু জাহেল তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে-আসছে। লোকজন প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। উমাইয়া বিন খালফ কাবার ছায়ায় উপবিষ্ট। আবু জাহেল এক-দুবার এল-গেল, উমাইয়া বসেই আছে। একসময় আবু জাহেল তার কাছে গিয়ে বলল, 'হে উমাইয়া, হে আবু সাফওয়ান, এসো, প্রস্তুত হও।'

উমাইয়া বলল, 'আমি না-যাওয়ার ইচ্ছে করেছি।'

আবু জাহেল বলল, 'আশ্চর্য! তুমি কী বলছ এটা! তুমি বসে গেলে সবাই বসে যাবে। তুমি অন্য সবার মতো নও। তুমি তো কওমের অন্যতম নেতা।'

উমাইয়া বলল, 'তোমার কি মনে আছে, ইয়াসরিবি ভাই কী বলেছিল?'

আবু জাহেল বলল, 'হে আবু সাফওয়ান, আমাদের সাথে চলো। তুমি তো দেখছি এখন পুরো সেনাদলকেই বিভ্রান্ত করবে!'

উমাইয়া বলল, 'আমি মক্কা থেকে এক পা-ও নড়ব না।'

আবু জাহেল কাফের ও পথভ্রষ্ট; তবে সে প্রচণ্ড ধী-শক্তির অধিকারী ছিল।

আবু জাহেল চলে গেল এবং একটি ধুনুচি এনে তাতে আগুন রাখল। এরপর তাতে ধুপসলার টুকরো দিলো। তারপর উমাইয়ার কাছে গেল। উমাইয়া তখন নিজ কওমের সাথে বসা ছিল। উমাইয়াকে লক্ষ করে আবু জাহেল বলল, 'ধরো, সুগন্ধি মাখো! তুমি তো পুরুষ নও, নারী!'

উমাইয়া বলে উঠল, 'কী বললে? আমি নারী!'

আবু জাহেল বলল, 'হ্যাঁ, যদি তুমি পুরুষ হতে, তা হলে পুরুষের সাথে যুদ্ধ করতে সম্মত হতে। তুমি অন্দরমহলের নারীদের সাথে বসে থাকো, আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি।'

উমাইয়া ক্ষিপ্ত হয়ে ধুনুচি ছুড়ে ফেলে বাড়ির দিকে গেল।

স্ত্রীকে বলল, 'হে উম্মে সাফওয়ান, সামানা তৈরি করে দাও।'

স্ত্রী বলল, 'কীসের জন্য সামানা তৈরি করব?'

Scanned with CamScanner

উমাইয়া বলল, 'সৈন্যদের সাথে যাব।'

স্ত্রী বলল, 'তোমার কি মনে নেই, ইয়াসরিবি ভাই কী বলেছিল?'

উমাইয়া বলল, 'তাদের সাথে এক-দু মনজিল গিয়েই আমি ফিরে আসব। মদিনার পথ সুদীর্ঘ ৫০০ কিলোমিটার। তাদের সাথে যাব। আমি রাস্তায় গিয়ে সুযোগ বুঝে চলে আসব। তারা তো নাশতার জন্য যাত্রাবিরতি করবে, রাতের খাবারের জন্য যাত্রাবিরতি করবে, রাতযাপনের জন্য যাত্রাবিরতি করবে। ১৩০০ মানুষ। যাত্রাবিরতির কোনো ফাঁকে তাদের ধোঁকা দিয়ে আমি ফিরে আসব।'

কিন্তু আবু জাহেল তার চেয়েও বুদ্ধিমান ছিল। যখনই যাত্রাবিরতি করেছে, উমাইয়া এসেছে এবং তার উটের উপর বসেছে আর অপেক্ষায় থেকেছে যে, যখন লোকজন যাত্রাবিরতি শেষ করে যাত্রার জন্য ব্যস্ত থাকবে তখনই পালাবে। কিন্তু ঠিক তখনই আবু জাহেল এসেছে এবং সেনাদলের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকেছে। সে বলত, চলো, সবাই চলো। উমাইয়া দাঁড়াও, চলো। প্রতিটি মনজিলেই আবু জাহেল এমন করত।

এভাবে চলতে চলতে উমাইয়া বদরপ্রান্তরে এসে উপনীত হয় এবং মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। এভাবেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব হয়ে প্রকাশ পায়।

Scanned with CamScanner

বিষ মাখানো গোশত

ইমাম বুখারি রহমাতুল্লাহি আলাইহি *সহিহ বুখারিতে* আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, খায়বার বিজয়ের পর এক-ইহুদি নারী নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাবারের দাওয়াত দিলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত গ্রহণ করে মহিলার বাড়ি গেলেন। এ দিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-সহ সাহাবিগণ দীর্ঘদিন যাবত খায়বার অবরোধ করে রেখেছেন। ফলে সাহাবিগণ ছিলেন ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। তাঁদের খাবারের তীব্র প্রয়োজন ছিল। ওই মহিলা খাবারের দাওয়াত দিলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে সেখানে গেলেন। তাঁরা ভুনা বকরির চারদিকে বসে গেলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাওয়ার জন্য বকরির বাহু উঠালেন এবং খেতে মুখ লাগালেন তখন সাহাবিগণ চিৎকার করে খাওয়া থেকে নবিজিকে নিবৃত্ত করলেন এবং বাহুটা রেখে দিলেন। তারপর নবিজি বললেন, 'ইহুদিদের আমার সামনে ডাকো।' ডাকা হলে তাদের নেতৃবৃন্দ এল এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দাঁড়াল। নবিজি তাদের বললেন, 'হে ইহুদিরা, তোমরা আমাকে একটি সত্য কথা বলবে?'

ইহুদিরা বলল, 'হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম।'

নবিজি বললেন, 'তোমাদের পিতা কে?'

তারা বলল, 'অমুক।'

নবিজি বললেন, 'তোমরা মিথ্যে বলছ; বরং তোমাদের পিতা অমুক।'

Scanned with CamScanner

তারা বলল, 'আপনি সত্যিই বলেছেন।

কেননা, ইহুদিরা নিজেদের পিতৃপুরুষ জাবানের দাদার দিকে সম্বোধন করত। আর যখন তাদের বংশীয় গৌরবের দিকে লক্ষ করে জিজ্ঞাসা করা হতো, তোমাদের পিতৃপুরুষ কে? তখন তারা ভিন্ন পিতৃপুরুষের নাম বলত যিনি প্রকৃতপক্ষে খায়বারের ইহুদিদের পিতৃপুরুষ ছিলেন না; তারা হলো অন্য ইহুদি বংশধারা। এরা নিজেদের পিতৃপুরুষ জাবানের দিকে সম্বোধিত করত, তবে বংশীয় গৌরবের ব্যাপার হলে অন্য পিতৃপুরুষের দিকে নিজেদের সম্বোধন করত।

সুতরাং তারা বলল, 'আমাদের পিতৃপুরুষ অমুক, তিনি হলেন অন্য পিতৃপুরুষ।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমরা মিথ্যে বলছ, তোমাদের পিতৃপুরুষ তো অমুক।'

তারা বলল, 'আপনি ঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত বলেছেন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে ইহুদিরা, তোমরা আমাকে আরেকটি সত্য কথা বলবে?'

ইহুদিরা বলল, 'হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম। আমরা যদি মিথ্যা বলি, তা হলে তো আপনি পূর্বের মতো এবারও আমাদের মিথ্যা ধরে ফেলবেন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'জাহান্নামি কারা?'

তারা বলল, 'আমরা সেখানে অল্প কিছু সময় থাকব, তারপর আপনারা আমাদের অনুসরণ করবেন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বললেন, 'তোমরা সেখানে লাঞ্ছিত হবে। আল্লাহর কসম, আমরা সেখানে কখনোই তোমাদের অনুসরণ করব না।' নবিজি তাদের বললেন, 'হে ইহুদিরা, আমাকে কি আরেকটি সত্য কথা বলবে?'

তারা বলল, 'হ্যাঁ।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি বকরির গোশতে বিষ মিশিয়েছ?'

তারা বলল, 'হ্যাঁ।'

Scanned with CamScanner

নবিজি বললেন, 'তোমরা কেন বিষ মিশিয়েছ?'

তারা বলল, 'আমরা ভাবলাম, যদি আপনি সাধারণ রাজা-বাদশাহ হন, তা হলে মারা যাবেন আর আমরা আপনার থেকে মুক্তি পাব। আর যদি আপনি নবি হন, তা হলে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না; কিন্তু আপনাকে বিষয়টি কে জানিয়েছে?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'বকরির বাহু।'

সুবহানাল্লাহ! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বকরির বাহুর মাংস ভালোবাসতেন। তাই যখন খাওয়ার জন্য বাহুটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখের কাছে নিলেন, তখন বাহুই বলল, 'আমাকে খাবেন না, আমি বিষাক্ত হে আল্লাহর রাসুল।'

Scanned with CamScanner

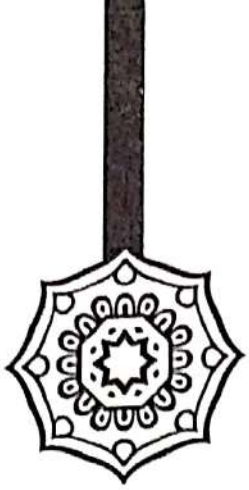

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার

একজন আলেম। তিনি কাহমাস বিন আল-হাসান আল-হানাফি আল-বসরি। ইমাম জাহাবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'তিনি নির্ভরযোগ্য আলেমদের অন্যতম ছিলেন। মায়ের সাথে সদাচারী ছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর তিনি হজ করেছেন এবং আমৃত্যু মক্কায় অবস্থান করেছেন।'

মায়ের সাথে সদাচরণের প্রতিফল হিসেবে তিনি কী পেয়েছেন? বর্ণিত আছে, তিনি একবার একটি বিচ্ছু মারতে চাইলে তা গর্তে ঢুকে পড়ে। তিনি বিচ্ছুটিকে মারার জন্য গর্তে হাত ঢুকিয়ে দেন। ফলে বিচ্ছুটি তাঁকে দংশন করে। তিনি কেন গর্তে হাত ঢুকিয়েছেন, এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন, 'আমি আশঙ্কা করছিলাম, বিচ্ছুটি বের হয়ে আমার মাকে দংশন করবে।' তিনি মায়ের পরিবর্তে নিজেকে বিচ্ছুর দংশন খাওয়ালেন!

পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ নিশ্চয় এমন সৎকাজ, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ হয়। যেমনটি গুহায় বন্দি হওয়া তিন ব্যক্তির ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি *সহিহ বুখারি* ও *মুসলিমে* বর্ণিত আছে। সেখানে বলা হয়েছে; তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, 'হে আল্লাহ, আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিল। আমি প্রত্যেক রাতে তাদের জন্য আমার বকরির দুধ নিয়ে আসতাম। হঠাৎ একদিন বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যায়। এসে দেখি আমার পিতা-মাতা ঘুমিয়ে পড়েছেন। এ দিকে আমার স্ত্রী ও সন্তান ক্ষুধায় ছটফট করছে। আমার পিতা-মাতাকে তৃপ্তিসহ খাওয়ানোর পূর্বে আমি তাদের খেতে দিইনি।

'তাদের কষ্ট হবে ভেবে ঘুম থেকে তাদের জাগাতেও অস্বস্থি হচ্ছিল। আবার তাদের জন্য রেখে দিয়ে আমরা খেয়ে নেব, এটাও ভালো লাগছিল না। এভাবে তাদের জন্য

Scanned with CamScanner

অপেক্ষা করতে করতে সকাল হয়ে গেল। যদি তুমি জানো যে, এই কাজটি আমি তোমার ভয়েই করেছি, তা হলে আমাদের জন্য গর্তের মুখ খুলে দাও।' তখন পাথর কিছুটা সরে গেল এবং তারা আকাশ দেখতে পেল।

পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ এমন নেককাজ, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর কাছে উঁচু মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। শুধু তাই নয়; বরং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণকারী এমন মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়, সে যদি আল্লাহর নামে শপথ করে, তা হলে আল্লাহ তাআলা তাকে শপথ থেকে মুক্তি দেন। যেমন: ওয়াইস আল-কারনির ঘটনায় বর্ণিত আছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাপারে বলেছেন, 'ইয়ামেনের অন্তর্গত মুরাদ-এর কারন এলাকার কাফেলার সাথে তোমাদের কাছে ওয়াইস বিন আমের আসবে। এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা ব্যতিরেকে তার পুরো শরীরে ধবলরোগ থাকবে। তার মা আছেন। তাঁর সাথে সে সদাচরণ করে। যদি আল্লাহর নামে শপথ করে, আল্লাহ তাকে মুক্ত করবেন। যদি সম্ভব হয়, তা হলে তার মাধ্যমে তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইয়ে নিয়ো।'[৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত কথাটি বলেছেন উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে।

সহিহ মুসলিমে অন্য বর্ণনায় আছে, 'সর্বশ্রেষ্ঠ তাবেয়ি লোকটির নাম ওয়াইস। তার মা আছেন। তার শরীরে ধবলরোগ আছে। তোমরা তার নিকট যেয়ো এবং তার মাধ্যমে নিজেদের গোনাহ ক্ষমা চাইয়ে নিয়ো।'

নিশ্চয় মায়ের সাথে সদাচরণ একজন ব্যক্তিকে সুউচ্চ মর্যাদায় উত্তীর্ণ করে।

ইমাম বুখারি রহমাতুল্লাহি আলাইহি আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, আনাসের ফুফু রুবাই বিনতে নজর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর নবি, আমাকে হারেসাহ সম্পর্কে কিছু বলবেন কি? সে বদরে তিরের আঘাতে শহিদ হয়েছে। সে যদি জান্নাতে যায়, তা হলে ধৈর্যধারণ করব। যদি জাহান্নামে যায়, তা হলে তার জন্য খুব বেশি কাঁদব।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে উম্মে হারেসাহ, জান্নাতে অনেক বাগান রয়েছে। তোমার ছেলে হারেসাহ ফিরদাউসের সুউচ্চ মাকাম পেয়েছে।'

হারেসাহ বিন নু'মান রাদিয়াল্লাহু আনহু। তাঁকে হারেসাহ বিন সুরাকাও বলা হয়। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি আল-ইসাবাহ গ্রন্থে দুজনের চরিত

[৭] *সহিহ মুসলিম*: ১২/৩৭৩।

Scanned with CamScanner

উল্লেখ করেছেন। তবে *ফাতহুল বারি*-তে তিনি একজনের কথাই প্রাধান্য দিয়েছেন, বলেছেন একব্যক্তির দুটি নাম।

লোকটিকে পিতা-মাতার সাথে সদাচরণই জান্নাতে পৌঁছিয়েছে।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি জান্নাতে ঘোরাফেরা করছিলাম। হঠাৎ একজন তিলাওয়াতকারীর আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কে সে?" ফেরেশতারা বললেন, "হারেসাহ বিন নু'মান।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এভাবে তোমাদেরও পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা উচিত।' তারপর বলেছেন, 'হারেসাহ বিন নু'মান তাঁর মায়ের সাথে সবচেয়ে বেশি সদাচরণকারী ছিল।'

হাদিসটি ইমাম আহমদ, ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম হাকিম রহমাতুল্লাহি আলাইহিম বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, 'হাদিসটি বুখারি ও মুসলিমের শর্তে বিশুদ্ধ।'[৮]

হাসান বসরিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'পিতা-মাতার সাথে সদাচরণটা কী?' তিনি বললেন, 'নিজের সম্পদ থেকে তাদের জন্য ব্যয় করা এবং আল্লাহর অবাধ্যতা না হলে তাদের প্রতিটি কথা মেনে চলা।'

পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করার এই ফজিলতগুলোর জন্য আমাদের পূর্বসূরি আল্লাহওয়ালাগণ পিতা-মাতার সাথে সদাচরণে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতার মৃত্যুর পর পিতার বন্ধুর পুত্রের সাথে সদাচরণ করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে দিনার থেকে বর্ণিত; আবদুল্লাহ ইবনে উমর মক্কার দিকে যাত্রা করলে গাধায় আরোহণ করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতেন। মাথায় পাগড়ি বাঁধতেন। এভাবে একদিন তিনি গাধায় চড়ে রওয়ানা হলেন। হঠাৎ এক গ্রাম্যলোক তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি অমুকের ছেলে অমুক?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' তখন ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে নিজের গাধাটি দিয়ে বললেন, 'এটাতে আরোহণ করো, মাথায় এই পাগড়িটা বাঁধো।'

একসাথি তাঁকে বলল, 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি এই গ্রাম্যলোকটাকে নিজের আরোহণ করার গাধাটাও দিলেন এবং আপনার মাথার পাগড়িটাও দিয়ে দিলেন!' তিনি বললেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

[৮] প্রাগুক্ত।

Scanned with CamScanner

إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ.

'নিশ্চয় বড় নেককাজ হলো, পিতার মৃত্যুর পর পিতার ভালোবাসার মানুষের সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখা। আর এই লোকটির পিতা ছিল উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বন্ধু।'[৯]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুও নিজের মায়ের সাথে সর্বাধিক সদাচারী ছিলেন।

এসব কারণেই কবিগণ তাদের পিতা-মাতার জন্য বেশি কাঁদতেন, যাতে স্বীয় পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ এবং তাদের প্রতি ইহসান করা হয়। যারা তাদের পিতা-মাতার জন্য ব্যথিত হয়েছেন এবং কেঁদেছেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী হলেন কবি উমর বাহাউদ্দিন আল-উমায়রি।

আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন; যদিও তারা মুশরিক হয়। কুরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

'আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরিক করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য কোরো না। আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদের বলে দেব, যা কিছু তোমরা করতে।' [সুরা আনকাবুত : ৮]

এই আয়াতের তাফসিরে ইমাম কুরতুবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, 'আয়াতটি সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।'

ইমাম তিরমিজি রহমাতুল্লাহি আলাইহি সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস থেকে এভাবে উদ্ধৃত করেছেন; সাআদ বলেন, আমার ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর একটি ঘটনা বলেছেন, তা হলো, উম্মে সাআদ বললেন, 'আল্লাহ তাআলা কি মা-বাবার সঙ্গে সদাচারের নির্দেশ দেননি? আল্লাহর শপথ, আমি খানা খাব না, পানীয় পান করব না, এমনকি মারা যাব অথবা তুমি কাফির হয়ে যাবে।' সাআদ বলেন, 'যখনই

[৯] *মুসলিম শরিফ*: ১২/৪০১।

Scanned with CamScanner

পরিবারের সদস্যরা তাকে খানা খাওয়াতে চাইত, (কসমের দরুণ মুখ না খোলার কারণে) তার মুখ ফাঁক করে ধরত।'

সাআদ বলেছেন, আমি আমার মায়ের সাথে সদাচারী ছিলাম। অতঃপর আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। মা বললেন, তুমি ইসলাম ত্যাগ না করলে আমি মরে যাব; তবুও কিছু খাব না ও পান করব না। তখন তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করে তিরস্কার করা হবে এবং বলা হবে, 'হে মাকে হত্যাকারী!'

এভাবেই দিন কাটতে লাগল। মা পানাহার করছিল না। আমি মাকে বললাম, 'মা, যদি তোমার শত প্রাণ থাকত আর একের পর এক সমস্ত প্রাণ বের হয়ে যেত; তবুও আমি ইসলাম ত্যাগ করতাম না। তুমি চাইলে খাও, না চাইলে না খাও!' মা আমার এমন প্রত্যয় দেখে খানা খেতে লাগল।'

সুতরাং, মনে রাখতে হবে, আল্লাহর অবাধ্যতা করে পিতা-মাতার আনুগত্য করা যাবে না।

হাসান বসরি বলেন, যদি তার মা তাকে মমতাবশত এশার নামাজ জামাআতে পড়তে নিষেধ করত, তিনি মায়ের কথা মেনে নিতেন না।[১০]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ -وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا .

'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু-বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরিক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে।' [সূরা লুকমান: ১৪-১৫]

অতএব, পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের বিষয়ে ভাবতে হবে; যদিও তারা মুশরিক হয়। তারা শিরকের প্রতি আহ্বান করলেও তাদের সাথে সদাচার করতে হবে।

---

[১০] *সহিহ বুখারি*: ৩/৩১।

Scanned with CamScanner

আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় একদিন আমার মা আমার কাছে এলেন। তিনি ছিলেন মুশরিকা। বিষয়টি নিয়ে আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম—

إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ.

'আমার মা আমার কাছে আসেন এবং তিনি আশা করেন যে, আমি তার সাথে ভালো আচরণ করব। এমতাবস্থায় আমি কি তাঁর সাথে সদাচার করব?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার মায়ের সাথে সদাচার করো'[১১]

Scanned with CamScanner

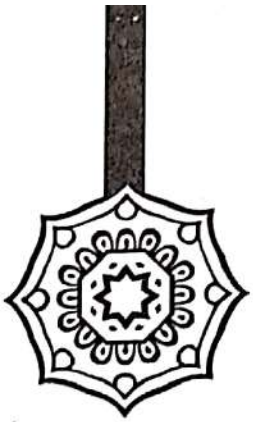

জিন-সাপ

ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি হিশাম বিন জাহরার গোলাম আবুস সাইবের সূত্রে *সহিহ মুসলিম*-এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। আবুস-সাইব আবু সায়িদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ি গেলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে নামাজরত পেলাম। নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। হঠাৎ ঘরের কোণে খেজুরের দুটি শাখার মাঝে নড়াচড়ার শব্দ শুনলাম। সেদিকে তাকিয়েই দেখি সাপ। আমি সাপটি মারতে উদ্যত হলাম। আবু সায়িদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে ইশারায় বসতে বললে আমি বসে পড়লাম। নামাজ শেষে আমাকে একটি ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি ঘরটি দেখছ?' আমি বললাম, হ্যাঁ, সেখানে আমাদের নববিবাহিত একযুবক থাকত।'

আবু সায়িদ খুদরি এরপর বলেন, 'আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে খন্দকের দিকে গেলাম। যুবকটি দুপুরবেলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পরিবারের কাছে যাওয়ার অনুমতি চাইল। এভাবে আরেকদিন সে অনুমতি চাইল। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, "তুমি অস্ত্র সাথে নিয়ে যাও। কেননা, আমি তোমার উপর ইহুদি গোত্র কুরাইজার হামলার আশঙ্কা করছি।"

'যুবকটি অস্ত্রহাতে বাড়ির দিকে চলল। বাড়ি পৌঁছে দেখল, স্ত্রী দরজার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। যুবক কৌতুক করে তার দিকে তির তাক করল। বিষয়টি স্ত্রীর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত করল। সে বলল, "তির রাখো, ঘরে গিয়ে দেখো, আমি কেন বের হয়েছি!" যুবক ঘরে গিয়ে দেখল, মাথা নিচুকৃত বিশালাকারের একটি সাপ বিছানায় শুয়ে আছে।

Scanned with CamScanner

যুবক সাপটির দিকে তির তাক করে সেটিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিলো এবং ঘর থেকে বের হয়ে আঙিনায় সাপ নিয়ে খেলা করতে লাগল। হঠাৎ সাপটি যুবককে দংশন করল। জানা গেল না; কে আগে মারা গেল, সাপ নাকি যুবক।'

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ঘটনাটির আলোচনা করলাম এবং আরজ করলাম, 'আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন যুবকটিকে জীবিত করে দেন।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমাদের সাথির জন্য ক্ষমা চাও।' তারপর বললেন, 'মদিনার অনেক জিন ইসলাম গ্রহণ করেছে। অতএব, যখন তোমরা সাপের মতো কিছু দেখবে, তিন বার সেটিকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেবে। এরপরও যদি বের না হয়, তা হলে সেটিকে হত্যা করবে। কেননা, সে শয়তান।'

Scanned with CamScanner

বহুবিবাহের অশান্তি

সুখী-শান্ত একটি পরিবার। পিতা একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে অধিষ্ঠিত। বস্তুগত উন্নতি আকাশচুম্বি। পার্থিব সুখ-শান্তি বলতে যা বোঝায়, যা প্রত্যাশা করা যেতে পারে, সবকিছুই তাদের পরিবারে আছে। তারা সকলেই একটি মাত্র গোশতের টুকরার মতো ছিল। একপর্যায়ে এমন করুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়:

বড় ভাই হিসেবে মনে করে, বয়সে ছোট একবোন বলল, 'আমার বাবার আচরণ পরিবর্তন হয়ে গেছে, তার চলাফেরা পাল্টে গেছে, যেন তিনি কিছু একটার অপেক্ষা করছেন; কিন্তু আমরা জানি না, কী সেটা!

হঠাৎ আমার মায়ের বিকট চিৎকার। বাবা বলছেন, 'আমি আরেকটি বিয়ে করব! তোমার সমস্ত অহংকার, গোঁড়ামি এবং অন্যায় নিয়ন্ত্রণ করে নেব।'

আমার মা এমন অপ্রত্যাশিত অযাচিত ঢঙের সংবাদ শুনে অন্যান্য নারীর মতো হঠাৎ ভেঙে পড়লেন, যেন তা কোনো কঠিন শাস্তি! যদিও মা কোনো দোষ করেননি, তিনি তো শান্ত, স্থির এবং চমৎকার একজন গৃহিণী। বাবা-মার মাঝে টানাপোড়েন আরম্ভ হলো।

সিরিয়ার একটি সফরের মাধ্যমে বাবার ভয়ানক আচারণের ইতি ঘটে। তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করে আরেকজন স্ত্রী নিয়ে এলেন এবং সাথে অনেক সমস্যাও নিয়ে এলেন। দ্বিতীয় স্ত্রী বয়সে ছোট ছিল আর বাবা ছিলেন তার তুলনায় বয়সে অনেক বড়।

আমি এটা গোপন করব না যে, বাবা রাতযাপনে সমতা রক্ষা করতেন। তিনি চরিত্রগতভাবে খুব ভালো ছিলেন, কিন্তু আনন্দের কারণে নতুন দিনগুলোতে তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল।

Scanned with CamScanner

বর্তমানে তিনি হিংস্র আচরণ করছেন! আমি তার দিকে তাকানোর মতো সাহস রাখি না। তাকে অনেক কথা শুনিয়েছি। আমি বলেছি, আপনি তো নিজের কাছে অল্পবয়স্ক কিশোর, কিন্তু বাস্তবতা কীভাবে অস্বীকার করবেন? আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলাম, তাঁকে ভবিষ্যতে এমন অন্যায় করতে বাধা দিলাম এবং তাঁর ভুল দেখিয়ে দিলাম। তারপর ফিরে গেলাম।

মায়ের মানসিক অবস্থা খুব খারাপ। আমিও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। এখন শুধু কাঁদি। মানুষের সামনে যেতে পারি না।

আমি একা। আমাকে সাহায্য করার জন্য একজন সাথি খুব জরুরি। যখন আমার প্রতিবেশী ছোটবোনটি সাথে থাকে, আমি কেবল তখন ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারি এবং বক্তৃতা রেকর্ডিং করতে পারি। তারপরও ভয় লাগে। অন্যদিকে দেশের সামগ্রিক অবস্থাও খারাপ হচ্ছে। এখন কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই।

মেঝো ভাই ধুমপান শুরু করেছে। দিনকে দিন তার অবস্থা খারাপের দিকে যেতে শুরু করেছে। শাসন করেও ঘরে রাখা যায় না। তার পড়ালেখার অবস্থাও খারাপ, নিম্নগামী।

বাবা বাড়ি আসামাত্রই বাড়ি জাহান্নামে পরিণত হয়ে যায়। আমরা সকলেই যার-যার কামরায় ঢুকে পড়ি। কেবল মা বাবার কাছে গিয়ে বসেন। আমরা বাবাকে একদম দেখতেই পারি না। বাবাকে ঘৃণা করি আমরা।

এখানে আমি বলব, বহুবিবাহ আল্লাহর নেয়ামত। যার প্রয়োজন আল্লাহ তাকে তার ব্যবস্থা করে দিন। পরিতাপের বিষয় হলো, আমরা তার অপব্যবহার করছি। এমনকি বলা শুরু হয়েছে যে, বহুবিবাহ অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়, এর পেছনে রয়েছে অনেক অপরাধ ও জুলুম-নির্যাতন।

এই প্রশ্নকর্তা নারীর অবস্থা তার মৌন অবস্থার চেয়ে বেশি খারাপ ছিল। কারণ, তার মা অধিকাংশ সময় তালাক নিয়ে ভাবত। ভাইয়েরা নামাজ পড়ত না, পড়ালেখা করত না, এভাবে তারা আরও অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

এটাই কি শরিয়তের বহুবিবাহের উদ্দেশ্য?

এখানে কে আছে, যে তাদের বিবাহের মূল্য জানে? তাদের পিতা? সে তো দ্বিতীয় বিয়ের পর তাদের ত্যাগ করেছে! তাদের ব্যয়ভার পর্যন্ত বহন করেনি।

Scanned with CamScanner

স্বাভাবিকভাবেই আমি বোনটিকে কিছু বলে বিদায় দিই। তাকে উপকারী কিছু কথা বলেছি। ইনশাআল্লাহ এবার বিষয়টি একটু হলেও সহজ হয়ে আসবে।

অন্যায়ভাবে বহুবিবাহের সিদ্ধান্ত অনেক পরিবার ধ্বংস করেছে। পারিবারিক সম্পর্ক টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। পুরুষের কর্মপরিধি সুন্দর করে, এমন উপকারী বহুবিবাহের চেয়ে ক্ষতিকর বহুবিবাহই বেশি হচ্ছে! আল্লাহই সাহায্যকারী।

এটা একান্ত আমার মতামত। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী? এটা অতীতের সমস্ত ইনসাফপূর্ণ বহুবিবাহগুলোর ন্যায় কি আমাদের যুগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, নাকি বাহ্যিকভাবে অন্যায় ও জুলুম-নির্যাতনকে উৎসাহিত করছে?

Scanned with CamScanner

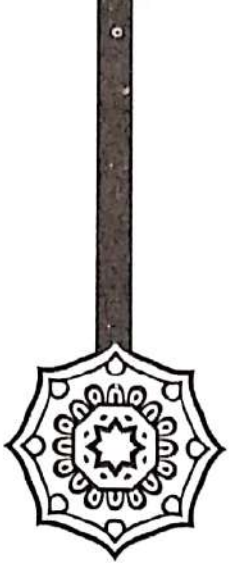

সুন্দর চরিত্র

একভাই বলেন, আমি একদিন চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গেলাম। সেখানের ব্যবস্থাপনা, ডাক্তারের সুন্দর আচরণ এবং রোগীর প্রতি তার আন্তরিকতা গভীরভাবে খেয়াল করছিলাম। আমি মনে মনে ভাবলাম, হয়তো তা কোনো দাতব্যসংস্থার প্রতিষ্ঠান হবে। ফলে আমি তাদের কর্মপদ্ধতি বিষয়গুলো পড়লাম এবং শুনলাম।

পরবর্তী সময়ে ভাইটির কথায় আমার ঘোর কেটে গেল। জানালেন, ডাক্তার সাহেব আরবি এবং হাসপাতালটি একটি মুসলিম দেশে। ডাক্তার একজন খ্রিষ্টান। হতে পারে ডাক্তার সাহেব দাতব্যসংস্থার লোক এবং সেই সুবাদেই হাসিখুশি। ভাইটির কথা এখানেই শেষ।

তবে মনে রাখতে হবে, ইমান-আকিদার সাথে সুন্দর চরিত্রের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন—

الدِّيْنُ كُلُّهُ خُلُقٌ – فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِيْ الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِيْ الدِّيْنِ.

'দ্বীন পুরোটাই চরিত্র। তোমার কাছে যার চরিত্র বেশি সুন্দর মনে হবে, সে দ্বীনদার হিসেবেও অগ্রণী হবে।'

সিলাতুল আখলাকি বিল-আকিদাতি ওয়াল ইমানি-নামক গ্রন্থের লেখক বলেছেন, 'খুব যত্নসহ মানুষের অবস্থা নিয়ে গবেষণাকারীগণ এই দিকটিতে অধিকাংশ মুসলিমকে গুরুত্বহীন এবং ভাবলেশহীন পেয়েছেন। তারা জানেই না যে, ইমান-আকিদা এবং সুন্দর আখলাকের মাঝে কত দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে।'

Scanned with CamScanner

কখনো আপনি এমন কাউকে পাবেন, যে তাওহিদ বাস্তবায়ন করছে, ইমান নির্ভেজাল করছে, অথচ চারিত্রিক অনেক ব্যাপারে তাকে উদাসীন পাবেন বা তাকে এমন দোষে আক্রান্ত পাবেন, যা তার আবশ্যিক ইমানে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে, অথবা তার ইমানকে পূর্ণতা দানকারী অনেক সুন্দর বিষয় থেকে বঞ্চিত করে, যেমন: অহংকার, হিংসা, কুধারণা, মিথ্যা, নির্লজ্জতা এবং দুনিয়াপ্রীতি ইত্যাদি বিষয়ে সে আক্রান্ত। উপরন্তু এই বিষয়গুলোর ক্ষতির ব্যাপারে তারা অজ্ঞ থাকে, অথবা জীবনের সার্বিক পরিমণ্ডলে ইসলামের ব্যাপকতা সম্পর্কেও উদাসীন থাকে।

আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে বলেছেন—

قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.

আপনি বলুন, আমার নামাজ, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি তা-ই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল।[সুরা আনআম : ১৬২-৬৩]

রিসালাতের বাহক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহিদ বাস্তবায়ন করেছেন। কেবল শিরকে আকবার পরিত্যাগ করাই পরিপূর্ণ ইমান নয়; বরং ইমান-আকিদার পরিপন্থী এবং ইমান-আকিদায় বিঘ্নতা সৃষ্টি করে, এমন প্রতিটি কাজই শিরকের পর্যায়ভুক্ত।

মনে রাখতে হবে, আকিদা বারবার মুখে আওড়ানোর মতো বা লিখে হেফাজত করার মতো জিনিস নয়; বরং আমাদের বাস্তব কর্মজীবনে তার প্রয়োগ ঘটাতে হবে, মানুষের মাঝে তার ব্যবহার দেখাতে হবে।

Scanned with CamScanner

নীরব নিবেদক

আমাকে একভাই ঘটনাটি শুনিয়েছেন। আরবের কয়েকজন যুবক পাশ্চাত্যের কোনো দেশে একবৃদ্ধার ঘর ভাড়া নেয়। ভাড়ার মেয়াদকাল শেষ হয়ে গেলে তারা নম্রতা পরিহার করে এবং এই দলিলে বৃদ্ধার সাথে রূঢ় আচরণ করা শুরু করে যে, বৃদ্ধা একজন কাফের-অমুসলিম। কাফেররা আমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে; যেমন আরবকে তারা চুষে খাচ্ছে।

আশ্চর্য! এটা কেমন কথা? কোন বিবেকে তারা এমন কাজ করল? আসলে এটা প্রবৃত্তির চাহিদা এবং ইসলামি সভ্যতার ব্যাপারে অজ্ঞতার ফল ছাড়া কিছুই নয়। ওলামায়ে কেরাম কি আকিদার কিতাবে, ফিকহের কিতাবে অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের আচার-আচরণ, লেনদেন এবং আদব-সভ্যতার অধ্যায় সন্নিবেশিত করেননি? যুদ্ধরত কাফের এবং সাধারণ কাফেরদের সাথে মুসলিমদের আচরণ কেমন হবে, তা কি আমাদের কিতাবাদিতে স্পষ্ট উল্লেখ নেই?

আমরা কীভাবে ইসলাম নিয়ে গর্ব করি, অথচ আমরা নিজেরাই ইসলামি শিষ্টাচার ও সভ্যতা সম্পর্কে অজ্ঞ!

ঘটনার বর্ণনাকারী বলেন, আমি সেই বৃদ্ধার কাছ থেকে ঘর ভাড়া নিতে চাইলে সে পাশ কেটে চলে গেল। বিশেষভাবে যখন জানল যে, আমি মুসলিম তখন পরিষ্কার বলে দিলো, 'ওহ, মুসলিম! তোমরা তো চোর!'

বর্ণনাকারী বলেন, আমি বৃদ্ধাকে এই অপবাদ আরোপের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন আপনি মুসলিমদের চোর বলছেন?' জবাবে বৃদ্ধাটি উক্ত যুবকদের ঘটনা বর্ণনা

Scanned with CamScanner

করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এই ঘটনা জানার পর থেকে মুসলিমদের উপর থেকে এই কলঙ্ক দূর করার চিন্তা শুরু করি।

শেষপর্যন্ত অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা, প্রলোভন এবং অগ্রীম দেওয়ার প্রতিশ্রুতির পর আমাকে ভাড়া দিতে রাজি হয় এবং আমি তাকে ভাড়া বেশি দিতে রাজি হই।

আমি তার বাড়িতে অবস্থান করার পাশাপাশি তার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়াতে সচেষ্ট হলাম। কখনো নিজেকে ইসলামের ফজিলতপূর্ণ আমল দ্বারা সাজিয়ে তাকে ইসলামি আদর্শ স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়াস চালাতে থাকি এবং তাকে বুঝানোর চেষ্টা করি যে, এটাই হলো ইসলামি সভ্যতা। আমাদের ইসলামধর্ম এমন আখলাক-চরিত্র অর্জনে কেবল উৎসাহিতই করে না; বরং নির্দেশ প্রদান করে।

বর্ণনাকারী বলেন, যখন আমার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এল, আমাকে নেওয়ার জন্য গাড়ি এল। সেই বৃদ্ধা তখন অশ্রুসিক্ত নয়নে বলছিলেন, 'বেটা, তোমার প্রতি আমার অসিয়ত থাকল, তুমি এই ধর্মের ওপরই মৃত্যুবরণ করবে।' আমি দেখছিলাম, অশ্রু তার গণ্ডদেশ সিক্ত করে বুকের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে।

তারপর তিনি বললেন, 'হে বেটা, মানুষের সাথে এমন আচরণ করবে, যেন তোমরা বেঁচে থাকলে তোমাদের সম্ভাষণ জানায় আর মারা গেলে তোমাদের জন্য ক্রন্দন করে।'

আমরা ইমানের ন্যায় অমূল্য সম্পদের ভাণ্ডারের অধিকারী। সুতরাং সেটা হতে হবে প্রকৃত ইমান। শুধু ইমানের লেবেল থাকলে হবে না। এমন ইমান হতে হবে, যার মিষ্টতা অন্তরের গভীরে রেখাপাত করে, তারপর এই মিষ্টতা সেই মুসলমানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। তখন তার কথা, কাজ, গুণাবলি ইমানের স্বাদ আস্বাদন করে। তো প্রকৃত ইমান যখন অর্জিত হবে, তখন তার প্রতিক্রিয়া, আচার-আচরণ, সততা এবং লেনদেনে তা প্রকাশ পাবে।

ইতিহাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, দক্ষিণ হিন্দুস্থান, সিলান, মালদ্বীপ, চীনের উপকূল, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া এবং মধ্য আফ্রিকায় মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে। তবে তাঁরা ছিলেন সত্যিকারের মুসলিম। টাকা-পয়সার চাকচিক্য তাঁদের প্রভাবিত করতে পারেনি; বরং তাঁদের আচরণ-বিচরণে, তাঁদের নিষ্ঠা এবং সততায় ইসলাম জীবন্ত রূপ ধারণ করেছিল।

তাঁদের এমন অমায়িক চরিত্রে মানুষ বিস্মিত হয়েছিল। মুসলিম বণিকদের সাথে এই চরিত্রের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকে। পরিশেষে তৃপ্ত হয়ে সেসব লোক সাগ্রহে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

তাদের হৃদয়ে অধিক প্রভাব বিস্তারকারী গুণটিই ছিল 'নেককার নেতৃত্বের মাঝে স্বতন্ত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য'; বরং সব জায়গায় ইসলাম প্রচারের এটিই ছিল সর্বোচ্চ মাধ্যম।

Scanned with CamScanner

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত গভীরভাবে লক্ষ করলে এই সত্যটিই ফুটে ওঠে যে, তিনি সর্বাবস্থায় উত্তম চরিত্র ধারণ করেছেন। বিশেষভাবে মানুষকে দ্বীনের পথে দাওয়াত দেওয়ার সময় তাঁর উত্তম চরিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে পূর্ণরূপে। সঙ্গত কারণেই আল্লাহর অনুগ্রহে এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র মাধুরিতে মুগ্ধ হয়ে মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে।

একজন সাহাবি ইসলাম গ্রহণ করেই বলেছেন, 'আল্লাহর কসম, পৃথিবীর বুকে আপনার চেয়ে ঘৃণিত কোনো চেহারা আমার কাছে ছিল না, আর এখন আপনার চেহারা আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় চেহারা।'

অন্যজন বলেছেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে রহম করুন এবং মুহাম্মদকে রহম করুন। আমাদের সাথে অন্য কাউকে রহম করবেন না।'

তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রহমকে প্রাধান্য দিলেন; তবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে আল্লাহ তাআলার রহমত সংকীর্ণ করার উপর ছেড়ে দিলেন না, তাঁর রহম তো সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে; তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি তো বিশাল বিস্তৃত একটি জিনিসকে সংকুচিত করে ফেললে।'

তৃতীয়জন বললেন, 'আমার পিতা-মাতার শপথ, আমি পূর্বে ও পরে তাঁর চেয়ে উত্তম শিক্ষক পাইনি।'

চতুর্থজন বলেছেন, 'হে আমার কওম, ইসলাম গ্রহণ করো। কেননা, মুহাম্মদ তাকে দেয়, যে অভাবের ভয় করে না।'

পঞ্চমজন বললেন, 'আল্লাহর কসম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কিছুই দেননি এবং তিনি আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত মানুষ ছিলেন। তারপর আমাকে এমন কিছু দেওয়া আরম্ভ করলেন, যে জন্য এখন তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি।'

ষষ্ঠজন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাঁকে ক্ষমা করার পর বলেছেন, 'আমি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের নিকট থেকে মাত্র এলাম।' তারপর মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে থাকলেন। সুতরাং তাঁর আহ্বানে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে।

তো বেসামরিক কাফেরদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তাদের কষ্ট, তাদের প্রতি অত্যাচার, সীমালঙ্ঘন এবং তাদের অধিকার খর্ব হওয়া প্রতিরোধ করা। সাথে সাথে তাদের সাথে সততা, নিষ্ঠা ইত্যাদি ইসলামি সভ্যতার প্রশংসিত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা এবং তাদের নিকট কল্যাণ ও উত্তম চরিত্র পৌঁছে দেওয়া।

Scanned with CamScanner

সহিহ বুখারি-র একটি বর্ণনায় আছে, উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় অবস্থানরত তাঁর এক মুশরিক ভাইকে স্বর্ণের একটি অলংকার হাদিয়া দিয়েছিলেন। অলংকারটি তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পেয়েছিলেন।

সহিহ বুখারির আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারে তার সৌজন্যে বকরি জবাই করা হলো। যখন তার সামনে উপস্থাপন করা হলো, তখন তিনি বললেন—

أهديتم لجارنا اليهودي.

আমার প্রতিবেশী ইহুদিকে দিয়েছ কি?

আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

> জিবরাইল আ. আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে এত বেশি নির্দেশ দিতেন যে, আমি মনে করেছিলাম, প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন।[১২]

একভাই বলেছেন, বর্ষাকালে আমি আমার গাড়ি রাস্তায় জমা পানির উপর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছিলাম; বিষয়টি তখন আমি বুঝতে পারিনি। সুতরাং দুই দিকে পানি ছিটকে পড়ল। দরজার চৌকাঠে বসে থাকা একযুবকের ভাগ্য খারাপ ছিল। হায়! যদি আপনি তার অবস্থা দেখতেন; পুরো পাল্টে গেছে। সাদা কাপড় কালো হয়ে গেছে। কালো চুল কাদা আর পানির খেজাবে রঙিন হয়ে গেছে।

আমি পরে একসময় তাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন কেবল তাদের ধিক্কার, অভিসম্পাত এবং আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি দেওয়ার আওয়াজই শুনতে পেলাম। তিনি বলেন, আমি লজ্জিত হয়ে পরিতাপ করতে করতে তাদের নিকট গেলাম। সুবহানাল্লাহ! কী আশ্চর্য! তাদের সেই গালি এবং অভিসম্পাত অভ্যর্থনা ও সালামের রূপে পরিবর্তন হয়ে গেল। তারা খাবারের দাওয়াত দিলো। ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার কথা বলতে লাগল। তারা বলল, 'আমরা সবাই তো একই জাতির।' ভাইটির কথা এখানেই শেষ।

হে প্রিয়, আমি সংক্ষেপে বলব, এটাই চরিত্র, যা বিস্ময়কর উপাখ্যান সৃষ্টি করে। আমরা যখন কোনো মানুষকে লাঞ্ছিত করি; মারাত্মক ভুল করে থাকি। কেননা, এই লাঞ্ছনার

---

[১২] *সহিহ বুখারি* : ১৮/৪৩১।

Scanned with CamScanner

মাধ্যমে আমরা বুঝাতে চাই, আমাদের রুহ তাদের চেয়ে পবিত্র, আমাদের কলব তাদের চেয়ে স্বচ্ছ এবং আমরা তাদের চেয়ে মেধাবী।

একলোক আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলল, 'আমাকে কিছু নসিহত করুন।' ইবনে মোবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, 'যখন তুমি বাড়ি থেকে বের হবে, পথে যত মানুষকে দেখবে, সবাইকে তোমার চেয়ে উত্তম মনে করবে।'

মানুষের সঙ্গে ভালো আচরণের অর্থ এই নয় যে, আমরা আমাদের আদর্শ থেকে বের হয়ে যাব, কিংবা চাটুকারিতা বা বাহুল্য প্রশংসা করব। না, এটা আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং আমার উদ্দেশ্য হলো, হেকমত-প্রজ্ঞা, সুন্দর নসিহত এবং অন্যের সাথে লেনদেনের বিষয়টি পরিষ্কার রাখা।[১৩]

হে প্রিয়, লেনদেন এবং সুন্দর চরিত্রের বিষয়ের দিকে তাকাও। দেখো, কী করছ তুমি! এই যে ইকরামা বিন আবু জাহেল। পিতা থেকে মিরাসসূত্রে ইসলামের শত্রুতা পেয়েছিল। প্রায় সব যুদ্ধেই সে মুসলিমদের বিপক্ষে অংশগ্রহণ করে। মক্কা বিজয়ের দিন মুসলিমদের সামনে প্রতিরোধ তৈরি করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তার রক্ত হালাল ঘোষণার পর ইয়ামেনের দিকে সে পালিয়ে যায়।

পরবর্তী সময়ে তার স্ত্রী উম্মে হাকিম ইসলাম গ্রহণ-পূর্বক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে স্বামীর নিরাপত্তা চাইলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, 'তার প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। সে নিরাপদ।' তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণকে বললেন, 'ইকরামা মুমিন হয়ে হিজরত করে তোমাদের কাছে আসবে। সুতরাং তোমরা কেউ তার পিতাকে গালি দেবে না। মৃতকে গালি দিলে জীবিতরা কষ্ট পায়, মৃতের কিছু হয় না।'

অতঃপর ইকরামা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বললেন—

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহই একমাত্র ইলাহ এবং আপনি তাঁর বান্দা ও রাসুল।

আরও বললেন, 'আপনি সবচেয়ে কল্যাণকামী নেককার মানুষ, সবচেয়ে সত্যবাদী মানুষ, সবচেয়ে বেশি প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী মানুষ। হে আল্লাহর রাসুল, আমি কসম করে

[১৩] *আফরাহুররুহ*-নামক কিতাব থেকে সংগৃহীত।

Scanned with CamScanner

বলছি, আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা দেওয়ার জন্য যত অর্থ ব্যয় করেছি, তার দ্বিগুণ ইসলামের পথে ব্যয় করব।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্পর্শে এই উম্মাতের ফেরাউন-পুত্র রহমান-রহিম আল্লাহর বন্ধুদের কাতারে প্রবেশ করলেন। ইসলাম-বিরোধিতার এই লজ্জা তাঁকে লজ্জিত করত, আবার ইসলাম গ্রহণের এই ইচ্ছা তাঁকে আশ্বস্ত করত। তারপর তাঁর অন্তরে ইসলাম দৃঢ় হয়ে গেল। চরিত্র কত বিস্ময়কর ইতিহাস রচনা করতে পারে!

হাসান বিন সাহাল কারও জন্য একটি সুপারিশপত্র লিখে দিয়েছিলেন। এর জন্য লোকটি তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করত। হাসান তাকে বললেন, 'ওহে, তুমি কেন আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করছ? আমরা তো সুপারিশ করাকে নিজেদের অসদাচরণের কাফফারা মনে করি।'

Scanned with CamScanner

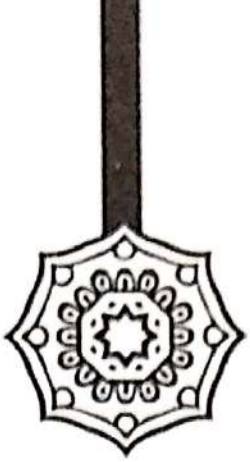

জাদুর কারণে অসুস্থতা

জাদুর মাধ্যমে একপ্রকারের রোগ তৈরি করা হয়। জাদুর মাধ্যমে সৃষ্ট রোগটি শারীরিক রোগের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির হয়। কেননা, এই রোগটি শরীরের একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হয় অনুভূতিশীল কোনো কারণ ছাড়াই।

জামাল আবদুল বারি বলেন, 'এই রোগের উপর মেডিকেল পরীক্ষা চালানোর সময় আমি যেই অবস্থাগুলো দেখেছি, সেগুলো মূলত রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া। এর মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এই সমস্যাগুলো কিডনির মধ্যে অতিরিক্ত চাপ, উন্মুক্ততা এবং পাথরের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। আগামীতে আরও মেডিকেল পরীক্ষা চলবে, তখন এই প্রকারের রোগী নিজেকে পূর্ণ সুস্থ পাবে। এ বিষয়ে অন্যান্য গবেষণা এ কথাই বলে।'

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-ও এই প্রকারের জাদুরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে; তিনি এক-দাসীর ব্যাপারে ঘোষণা দিয়েছেন যে, 'আমি মারা গেলে তুমি স্বাধীন।' ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় যাকে 'মুদাব্বার' তথা মনিব বা মনিবার মৃত্যু-পরবর্তী স্বাধীন হবে বলা হয়।

এরপর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আল্লাহ তাআলা যত দিন চেয়েছেন অসুস্থ থেকেছেন। একসময় এক-সিন্ধি লোক তাঁর কাছে এল। তারপর বলল, 'আপনি তো জাদুরোগে আক্রান্ত।' আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আমাকে জাদু করেছে?' লোকটি বলল, 'একজন নারী, যার মাঝে এই এই গুণ রয়েছে। তার কামরায় তার এক শিশু সাথি আছে।'

Scanned with CamScanner

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'অমুক দাসীকে ডেকে আনো, যে আমার খেদমত করে।' খোঁজ করে তাকে এমন নারী প্রতিবেশীর বাড়িতে পাওয়া গেল, যেখানে উক্ত মহিলার একজন শিশু সাথি আছে। তাকে বলা হলো, 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তোমাকে ডাকছেন।' মহিলা বলল, 'এই শিশুর পেশাব ধুয়ে পরে আসছি।' সুতরাং সে শিশুকে ধুইয়ে দেওয়ার পর এল।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আমাকে জাদু করেছ?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' আয়েশা বললেন, 'কেন?' মহিলা বলল, 'আমি স্বাধীনতা ভালোবাসি।'[১৪]

[১৪] *মুওয়াত্তায়ে ইমাম মালেক।*

Scanned with CamScanner

যৌবনের আসক্তি

সম্প্রতি লোভ-প্রলোভন আশঙ্কাজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবৃত্তির চাহিদা নানান কিসিম ধারণ করেছে। নৈরাজ্যবাদীরা তাদের চ্যানেল এবং ম্যাগাজিনগুলোতে এ ব্যাপারে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞদের বচন বলতে আরম্ভ করেছে। তারা সহানুভূতি দেখিয়ে হারামকে আলোড়িত করতে এসেছে।

সুতরাং অনেক পুরুষ-নারী ম্যাগাজিনের চমক ও প্রবৃত্তির চাহিদার চোরাবালিতে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং চ্যানেলগুলো উলঙ্গপনা ছড়াচ্ছে আর চলচ্চিত্রগুলো তাতে রঙ চড়িয়ে প্রচার-প্রসারের প্রতিনিধিত্ব করছে।

আল্লাহর কসম, এগুলো বড় ফিতনা, কঠিন পরীক্ষা। এসব মানুষকে এমন বস্তুর দাসত্বে মত্ত করছে, যে জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়নি। হৃদয়কে বানিয়েছে প্রেমাস্পদের জন্য। সুতরাং হৃদয় কষ্টে জর্জরিত, ফিতনায় পরিপূর্ণ। ফলে প্রেমিক প্রেমাস্পদের জন্য জীবন দিচ্ছে, তার জন্য লাঞ্ছিত অপদস্থ হচ্ছে। তাকে ডাকলেই সাড়া দেয়। যদি বলা হয়, কী চাও তুমি? সে তখন প্রেমের প্রতিফল চায়।

অসংযত দৃষ্টি চোখের প্রমাদে লিপ্ত হওয়া বেহায়াপনা ও গোনাহের দিকে আকৃষ্ট করে, হারাম কাজে জড়িত করে এবং আল্লাহ থেকে বিমুখ করে দেয়।

কত দিন পর্যন্ত জাহান্নামে মাথা ঢুকিয়ে দৃষ্টির ফিতনায় লিপ্ত থাকবে? এগুলোর স্বাদ আস্বাদন মূলত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহর নেয়ামত থেকে কত দিন দূরে থাকবে এবং তার অভিশাপ আর কত ডেকে আনবে? কোন বস্তু তোমাকে আল্লাহর নেয়ামত থেকে দূরে রেখেছে? কোন বস্তু চিন্তা ও পেরেশানিকে বাড়িয়ে দিয়েছে? সুস্থতা থেকে কোন বস্তু তোমাকে সরিয়ে রেখেছে? তোমার গোপন দোষ কীসে প্রকাশ করেছে? তোমার চেহারা থেকে কীসে নুরের জ্যোতি দূরীভূত করেছে?

Scanned with CamScanner

হয়তো এখন তুমি জবাব দিবে, এটা প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমের কারণে। হায়! যদি মানুষ বুঝত! হ্যাঁ, তুমি অসংযত দৃষ্টির ব্যাপারে কি বলবে? কেননা, হারাম বস্তুর সাথে অনিয়ন্ত্রিত সম্পর্ক কেবল আক্রান্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্তই করে না; বরং আল্লাহ তাআলার নিয়ম হলো, ব্যভিচারের সময় পরাক্রমশালী আল্লাহর ক্রোধ কঠিনাকার ধারণ করে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন কোনো জনপদে সুদ ও ব্যভিচার প্রকাশ পায়, আল্লাহ তাআলা সেই জনপদ ধ্বংসের অনুমতি দেন।

ইবনে মাজাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং অন্যান্য ইমামের গবেষণা অনুযায়ী একটি হাসান হাদিসে বর্ণিত আছে—

لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا.

'যখন কোনো সমাজে প্রকাশ্যে ব্যভিচার হয়, সেখানে মহামারি ছড়িয়ে পড়ে এবং এমন ক্ষুধা (দুর্ভিক্ষ) তাদের আক্রান্ত করে; তাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে যেমনটি হয়নি।' [১৫]

ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ভাবুন, যাঁকে কল্পনাতীত জ্যোতি, সৌন্দর্য এবং ঔজ্জ্বল্য দান করা হয়েছিল। তাঁর মনিবের স্ত্রী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলো। এই গোলামকে তার স্বামী খেদমতের জন্য স্পল্পমূল্যে ক্রয় করেছিলেন। এটি একটি অভূতপূর্ব বিষয় যে, কেলেঙ্কারির ভয় নেই। টগবগে যুবক। এমন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক। তদুপরি নারীটি সম্মান ও সম্পদের অধিকারী। আবার তাঁকে জেলখানা এবং লাঞ্ছনার ভয় দেখাচ্ছে, তাঁর প্রতি আসক্তও, তাঁকে পদস্খলিত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। একপর্যায়ে ঘরে ঢুকে সব দরজা বন্ধ করে, সুন্দর জামা-কাপড় পরিধান করে, বিছানা পরিপাটি করে, বেহায়াপনা ও আকুতির স্বরে বলল, 'ইউসুফ এসো, আমার যৌবনের ক্ষুধা মেটাও!'

তখন পবিত্র ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য চিৎকার দিয়ে বললেন—

مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ.

'সে বলল, আল্লাহ রক্ষা করুন! তোমার স্বামী আমার মালিক। তিনি আমাকে সযত্নে থাকতে দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীরা সফল হয় না।' [সুরা ইউসুফ : ২৩]

---

[১৫] *ইবনে মাজাহ*: ১২/২৫; *মুস্তাদরাক হাকেম*: ২০/৩০।

Scanned with CamScanner

ইউসুফ আলাইহিস সালামের সেই অবস্থাটি নিয়েও ভাবুন! যখন আজিজের স্ত্রী মন্ত্রীদের বিবি ও নেতাদের রক্ষিতাদের সমবেত করল। তাদের জন্য রাখল ফলের তশতরি। প্রত্যেকের হাতে দিলো একটি করে চাকু। তারপর ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাদের সামনে যেতে বলেই বিবিদের নির্দেশ দিলো ফল কাটার। ইউসুফকে দেখা-মাত্র তাঁর সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্যে তাদের জ্ঞান লোপ পেল এবং ফলের পরিবর্তে চাকু দিয়ে হাত কেটে ফেলল এবং বলল—

حَاشَ لِلّٰهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ.

'কখনোই নয়, এ ব্যক্তি মানব নয়—এ তো কোনো মহান ফেরেশতা।' [সুরা ইউসুফ : ৩১]

ইউসুফ আলাইহিস সালাম কি তার দিকে তাকিয়েছেন? অথবা নিজের যৌবন ও সৌন্দর্যের কারণে ধোঁকা খেয়েছেন?

কখনো না; বরং তিনি জোরে চিৎকার করেছেন এবং বলেছেন—

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ.

'ইউসুফ বলল, হে আমার পালনকর্তা, তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার ওপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।' [সুরা ইউসুফ : ৩৩]

তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ কবুল করেছেন এবং আজিজের স্ত্রী জুলাইখার চক্রান্ত রুখে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে—

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

'অতঃপর তার পালনকর্তা তার দুআ কবুল করে নিলেন। তারপর তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।' [সুরা ইউসুফ : ৩৪]

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, তাঁর কাছে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে কারাগারে বন্দি হওয়াটাই উত্তম ছিল।

জুলাইখার ঘটনাটি কবি উমর বিন রবিয়া'-এর ঘটনার সাথে মিলে যায়।

কবি উমর বিন রবিয়া পথ দিয়ে চলার সময় একমহিলার হাতের ওপর দৃষ্টি পড়ে। কবি মনে করেছেন মহিলাটি তাকে হাত দ্বারা ইঙ্গিত করেছে। আর এতেই কবি মহিলার

Scanned with CamScanner

প্রেমে পড়ে যায়। এমনকি সেই মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তার সঙ্গে মিলিত হতে কবি অস্থির হয়ে পড়েন। (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।)

নোংরা ফ্লিমগুলো দেখার কারণে, যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা উপস্থাপন করা হয়; এমন কুধারণা অন্তরে সৃষ্টি হয় যে, নারী-পুরুষের মেলামেশা স্বাভাবিক ব্যাপার। এর চেয়েও বড় বিষয়টি হলো, এই ফ্লিমগুলোতে যখন নারী-পুরুষের একান্ত আচরণ এবং চুমু খাওয়ার দৃশ্য দেখানো হয়, তখন যেসব নারী-পুরুষ এটা দেখে, তাদের হৃদয়ের সুপ্ত চাহিদা জেগে ওঠে, শিহরণ তৈরি হয়, লজ্জা দূর হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে তারাই বিপদে আক্রান্ত হয়।

যে ব্যক্তি এই বেহায়াপনা ও পাপাচারিতা দেখে এবং প্রেমাস্পদ ও প্রেমিকের সাক্ষাৎ অবলোকন করে, তার হৃদয় সর্বদা এই চিত্র অনুসরণ করার চেষ্টা করে। বাজারে, ঘরে এবং অফিসে সর্বদা সেই কল্পনার আল্পনাই আঁকতে থাকে। এ দিকে শয়তান অবিরত তাকে উসকানি দিতে থাকে এবং ওই নারীর দিকে আহ্বান করতে থাকে।

তাই আল্লাহ তাআলা যখন ব্যভিচার থেকে লজ্জাস্থানকে হেফাজত করার নির্দেশ দিয়েছেন, তার পূর্বে চোখ সংযত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

'মুমিন পুরুষ ও নারীকে বলুন, তারা যেন চোখ সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে।' [সুরা নুর : ৩০-৩১]

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে—

الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ

'দুই চোখ ব্যভিচার করে।' [১৬]

তো এই হাদিসে হারাম দৃষ্টিকেও ব্যভিচারের একটি প্রকার বলা হয়েছে এবং দৃষ্টি প্রদানকারীকে গোনাহগার সাব্যস্ত করা হয়েছে।

গায়রে মাহরামের সাথে একান্ত সাক্ষাৎ হারাম করে ইরশাদ হয়েছে—

ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.

---

[১৬] *মুসনাদে আহমদ*: ৮/২৫২; *মুসনাদে আবদুর রাজ্জাক*: ৭/৪১৪।

Scanned with CamScanner

'দুজন গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষ যখন একান্তে মিলিত হয়, তাদের তৃতীয় জন থাকে শয়তান।' [১৭]

হাদিস শরিফে আরও বর্ণিত হয়েছে—

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ

'তোমরা মহিলাদের সাথে একান্তে মিলিত হওয়া থেকে দূরে থেকো।' [১৮]

আল্লাহ তাআলা মহিলাদের পর্দাবৃত হয়ে থাকার নির্দেশ করেছেন, যেন পুরুষ তাদের দেখতে না পায়। ইরশাদ হয়েছে—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ.

'হে নবি, আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে, ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না।' *[সুরা আহজাব : ৫৯]*

আল্লাহ তাআলা সকল সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে নারীদের সাথে মেশা থেকে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا

'যখন তোমরা তাদের কাছে কিছু চাইবে'

(তাঁরা নবির স্ত্রী এবং সর্বাধিক পবিত্র রমণী হওয়া সত্ত্বেও)

فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

'তাদের কাছে পর্দার আড়াল থেকে চাও।'

(কেন না এটা—)

ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ -

'তোমাদের এবং তাদের কলবের জন্য পবিত্রতার মাধ্যম।' *[সুরা আহজাব : ৫৩]*

আজ আমাদের যুবক-যুবতীদের অবস্থা কতই-না জঘন্য!

[১৭] *আল বাইয়্যিনাতুল কুবরা* : ১/২৫

[১৮] *সহিহ বুখারি* : ১৬/২৫৭; *সহিহ মুসলিম* : ১১/১৪৬; *তিরমিজি* : ৪/৪০৪

Scanned with CamScanner

উম্মুল মুমিনিন খাদিজার গল্প

সহিহ বুখারির বর্ণনায় রয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত পাওয়ার পূর্বে শহরের উপকণ্ঠে হেরা গুহায় যেতেন এবং সেখানে ইবাদত করতেন। একদিন তিনি গুহার একেবারে গভীরে গভীর ধ্যানমগ্ন ছিলেন।

হঠাৎ জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে আগমন করলেন। অতঃপর বললেন— اقرأ 'পড়ুন!' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা শুনে ঘাবড়ে গেলেন; বললেন, 'আমি কখনো কোনো কিতাব পড়িনি। ভালোভাবে পড়তে জানি না এবং লিখতেও পারি না।'

জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, ফলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কষ্ট পেলেন। ছেড়ে দিয়ে বললেন— اقرأ 'পড়ুন!' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি পড়তে জানি না।'

জিবরাইল আলাইহিস সালাম দ্বিতীয়বার তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, ফলে তিনি কষ্ট অনুভব করলেন। আবার ছেড়ে দিয়ে বললেন— اقرأ 'পড়ুন!' নবিজি আবারও বললেন, 'আমি পড়তে জানি না।'

জিবরাইল আলাইহিস সালাম তৃতীয়বার তাঁকে বুকের সাথে চাপ দিয়ে ধরলেন, ফলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কষ্ট পেলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন—

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

Scanned with CamScanner

'পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু; যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।' [সূরা আলাক : ১-৫]

যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতগুলো শুনলেন এবং এই দৃশ্য দেখলেন, মারাত্মক ভয় পেলেন। তাঁর অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি হলো। তিনি শহরে ফিরে এসেই সর্বপ্রথম উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গেলেন। তারপর বললেন, 'আমাকে চাদরে জড়িয়ে নাও! আমাকে চাদরে জড়িয়ে নাও! আমাকে চাদরে জড়িয়ে নাও!' অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুয়ে পড়লেন। খাদিজা তাঁকে ঢেকে দিলেন। উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা কেবল প্রাণাধিক প্রিয় স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তিনি জানেন না যে, স্বামী কেন এত আতঙ্কিত! কিছুক্ষণের মধ্যেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভয়ের ভাবটা কেটে গেল।

তারপর নবিজি খাদিজার দিকে মনোনিবেশ করে তাঁকে ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে বললেন, 'খাদিজা, আমি আমার জীবনের ব্যাপারে শঙ্কিত!'

জবাবে খাদিজা বললেন, 'কখনো এমন হবে না! আল্লাহর কসম, তিনি আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন, অন্যের বিপদে কষ্ট সহ্য করেন, মানুষের বোঝা বহন করেন, অন্যের অধিকার আদায়ে সহযোগিতা করেন; এগুলোর কল্যাণ বন্ধ হয়নি, এগুলোর প্রভাব শেষ হয়নি।'

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ধরলেন এবং তাঁকে নিয়ে চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নাওফিলের কাছে গেলেন। তিনি ছিলেন অন্ধ বৃদ্ধ মানুষ। তিনি জাহেলিযুগে খ্রিষ্টান ছিলেন। ইনজিল কিতাব পড়তেন এবং লিখতেন। নবিদের ব্যাপারে খুব ভালোভাবে অবহিত ছিলেন।

খাদিজা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে তার কাছে বসলেন। তারপর বললেন, 'হে আমার চাচাতো ভাই, আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।' ওয়ারাকা বিন নাওফিল নবিজিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাতিজা, বলো, তুমি কী দেখেছ?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে ঘটে যাওয়া বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ দিলেন এবং কুরআন কারিমের শ্রুত আয়াতগুলোও শোনালেন। ওয়ারাকা বললেন, 'সুব্বুহুন! সুব্বুহুন! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো! ইনিই সেই ফেরেশতা, যিনি মুসা আলাইহিস সালামের নিকট এসেছিলেন।' তারপর ওয়ারাকা বিন নাওফিল বললেন, 'হায় আফসোস! এর মাঝে কষ্ট রয়েছে! যখন তোমাকে তোমার

Scanned with CamScanner

কওম এলাকা থেকে বের করে দেবে, যদি তখন আমি যুবক হতাম, তোমার সাথে আমিও বেরিয়ে যেতাম এবং তোমাকে সাহায্য করতাম।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তারা কি আমাকে বের করে দেবে?' ওয়ারাকা বিন নাওফিল বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার পূর্বেও যাঁরা এই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন, তাঁদের সাথেও একই রকম আচরণ করা হয়েছে। তবে আমি যদি সে পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহলে তোমাকে জোরালোভাবে সাহায্য করব।'

তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজাকে নিয়ে চলে এলেন। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিশ্চিত হয়ে গেলেন, তাঁর ঘুমের সময় শেষ। তাঁকেও স্বামীর সাথে বিপদে আক্রান্ত হতে হবে অতিসত্বর। তাঁকেও বহিষ্কার করা হবে নিজ বাড়ি থেকে। কষ্ট দেওয়া হবে তাঁকেও। অথচ তিনি ছিলেন এমন নারী, যিনি বেড়ে উঠেছেন ঐশ্বর্যের মাঝে, সুখ-সম্ভোগের মাঝে। ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশের সম্মানী নারী। তিনিই কিনা বিপদের মোকাবিলা করবেন!

তিনি কি দ্বীনের সাহায্যে লাঞ্ছনা গ্রহণ করেছেন, নাকি তাঁর বিশ্বাসে চির ধরেছিল? কখনো না; বরং তিনি তাঁর প্রতিপালকের প্রতি ইমান এনেছেন; ধন দিয়ে, মন দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে এবং শ্রম দিয়ে নবিকে সাহায্য করেছেন। তিনি আমৃত্যু এভাবেই চলেছেন এবং ইতিহাসে অনন্য নজির স্থাপন করে তাঁর প্রতিপালকের প্রিয় হয়েছেন।

ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন, জিবরাইল আলাইহিস সালাম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, এই যে খাদিজা, আপনার কাছে একটি পাত্র নিয়ে আসছে, যাতে তরকারি এবং পানাহারের বস্তু রয়েছে। যখন সে আপনার কাছে আসবে, তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম প্রদান করবেন, জান্নাতে বিশেষ ধরনের বেতের তৈরি ঘরের সুসংবাদ দেবেন, যেখানে কোনো প্রকার শ্রম ও কষ্ট থাকবে না।'

এটাই হলো খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সংবাদ, যিনি সর্বপ্রথম ইসলামে প্রবেশ করেছেন, প্রতিমাপূজা পরিহার করেছেন, পুরুষদেরও অতিক্রম করেছেন, বহু খ্যাতি অর্জন করা তারকাকে পিছে ফেলেছেন এবং ইতিহাসে দান-দক্ষিণার দৃষ্টান্ত এঁকেছেন। রাসুলের পথ অনুসরণ করার আহ্বান করেছেন। কোনো কাফিরের তিরস্কার পরোয়া করেননি, কোনো পাপাচারীর অপপ্রচারে সন্দিহান হননি। প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ তাআলা তাঁর মেহমানদারির আয়োজন করেছেন। তাঁর জন্য জান্নাতে ঘর বানিয়েছেন।

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা সুসংবাদ শুনে খুশি হলেন। আরও বেশি ইবাদত-বন্দেগিতে আত্মনিয়োগ করলেন। পরিশেষে এমন অবস্থায় প্রতিপালকের সাথে মিলিত হলেন, যখন প্রতিপালক তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

Scanned with CamScanner

কুরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

'আল্লাহ ইমানদার পুরুষ ও নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটিই হলো মহা সফলতা।' [সুরা নাহল : ৯৭]

আল্লাহ তাআলা উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি রাজি হয়েছেন। তাঁর কন্যারা কি তাঁর অনুসরণ করবে না? আপনি কি তার অনুকরণ করবেন না? যেন আপনিও তাঁর মতো জান্নাতে বেতের এমন ঘর পান, যেখানে কোনো প্রকার শ্রম ও কষ্ট থাকবে না?

Scanned with CamScanner

সুমাইয়া বিনতে খাইয়াতের বিস্ময়কর গল্প

তিনি নিকৃষ্ট আবু জাহেলের ক্রীতদাসী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে ইসলাম প্রেরণ করলে—তিনি, তাঁর স্বামী এবং সন্তান সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন থেকেই তাদের উপর আবু জাহেলের পরীক্ষা শুরু হলো, তাঁদের বিভিন্নভাবে কষ্ট দেওয়া আরম্ভ করল। তাঁদের প্রখর রোদে খোলা প্রান্তরে বেঁধে রাখত, যেন ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তাঁদের প্রাণবায়ু ওষ্ঠাগত হয়।

একদিন তাঁদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের শরীর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। পিপাসার তাড়নায় তাঁদের ঠোঁটগুলো ফেটে গেছে। বেত্রাঘাতে তাঁদের শরীরের চামড়াগুলো কয়লার মতো কালো হয়ে গেছে। তদুপরি ওপর থেকে সূর্যের তাপ তাদের প্রজ্জ্বলিত করছিল। তাঁদের এমন অবস্থা দেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব ব্যথিত হলেন। বললেন—

صَبْرًا يَا آلَ يَاسَر ، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةُ .

'হে ইয়াসিরের পরিবার, ধৈর্যধারণ করো। তোমাদের ঠিকানা জান্নাত।' [১৯]

নবিজির এই আওয়াজ তাঁদের কানে যাওয়া-মাত্র কলিজাগুলো আনন্দে নেচে উঠল, যেন এই সুসংবাদ শুনে তাঁদের হৃদয়গুলো উড়তে লাগল।

---

[১৯] *সহিহ বুখারি* ৩৫৮/১৪ :; *সহিহ মুসলিম* : ১৩৪৯৯/।

Scanned with CamScanner

ইতোমধ্যেই হঠাৎ করে এই উম্মাতের ফেরাউন আবু জাহেল এল এবং রাগে গজগজ করতে করতে তাঁদের প্রতি জুলুমের মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দিলো। অত্যাচার করছিল আর বলছিল, 'মুহাম্মদ এবং তার রবকে গালি দাও!' কিন্তু আবু জাহেলের এই অত্যাচার তাঁদের ইমান, অবিচলতা এবং ধৈর্য কেবল বাড়িয়েই চলছিল। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে এই নরাধম সুমাইয়ার দিকে মনোযোগ দিলো; তাঁর লজ্জাস্থানে বর্শা দ্বারা আঘাত করল!

সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকল, তাঁর শরীরের মাংস খুলে পড়ল, তিনি তীব্র ব্যথায় চিৎকার করতে থাকলেন, আর্তনাদ করতে থাকলেন, তাঁর স্বামী ও সন্তান পাশেই বাঁধা অবস্থায় এই দৃশ্য দেখছিলেন। আবু জাহেল গালি দিচ্ছিল আর বিভিন্ন কুফরি মন্তব্য করছিল। সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা আবু জাহেলের কথার জবাব দিচ্ছিলেন আর আল্লাহর নামে তাকবির বলছিলেন। আবু জাহেল অস্ত্র দিয়ে তাঁর শরীরের মাংস কাটছিল। একসময় সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা নিথর হয়ে পড়ে গেলেন। শাহাদাতের অমীয় সুধা পানে তিনি ধন্য হলেন।

হ্যাঁ, তিনি শহিদ হয়েছেন! তাঁর মৃত্যুর দৃশ্য কি নান্দনিক ছিল! তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এমন অবস্থায়, যখন তাঁর প্রতিপালক তাঁর ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি অবিচল থেকেছেন নিজ ধর্মের ওপর। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন; কিন্তু শরীরের চামড়ার পরোয়া করেননি, আত্মসমর্পণ করে এই অত্যাচার বন্ধ করার পরোয়া না করে দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

আর আজকের যুবতিরা! হায়! কিঞ্চিৎ কষ্ট হলেই অস্থির হয়ে পড়ে। সোজা পথ থেকে ছিটকে পড়ে। অথচ তাদের একটি বেত্রাঘাতও করা হয়নি, কোনো শাস্তির ভয়ও দেখানো হয়নি। তদুপরি নিজেদের কান নষ্ট করছে গান শুনে শুনে, চোখ নষ্ট করছে ফ্লিম ও কৌতুক দেখে, অস্তিত্বকে নষ্ট করছে বেগানা ছেলেদের সাথে আলাপচারিতা করে, ইজ্জত-আব্রুকে বিনষ্ট করছে যৌনাচারিদের সঙ্গ দিয়ে।

হ্যাঁ, একসময় নারীরা কষ্টে ধৈর্যধারণ করত। কঠিন কষ্টেও তারা বিচলিত হতো না। লোহার প্রহার, স্বামী ও সন্তানের বিচ্ছেদ সবকিছুই দ্বীনের মহব্বতে এবং সমগ্র জগতের প্রতিপালকের বড়ত্বের সামনে মেনে নিত। তারা কখনো কোনোভাবেই দ্বীনের কোনো বিষয় থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ সরে দাঁড়াত না, হিজাব পরিহার করত না, ইজ্জত-আব্রু কলঙ্কিত করত না। প্রয়োজনে জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকত।

তারা সর্বদা একটি চিন্তায় সময় অতিবাহিত করত—কীভাবে ইসলামের সেবা করব! দ্বীনের জন্য নিজেদের মাল-সম্পদ, সময় এবং জীবন পর্যন্ত তারা উৎসর্গ করত। সর্বদা দ্বীনের কল্যাণ কামনা এবং ইমান পাকাপোক্ত করত।

Scanned with CamScanner

উম্মে শারিক গাজিয়া আনসারি

মক্কা মুকাররমায় যারা প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, উম্মে শারিক গাজিয়া আনসারি তাঁদের অন্যতম। তিনি যখন অনুধাবন করতে পারলেন, কাফিররা সংগঠিত হচ্ছে এবং মুসলিমরা দুর্বল। তখন কাফিরদের ইসলামের দাওয়াতের দিকে অনুপ্রাণিত করলেন। এতে তাঁর ইমান আরও মজবুত হলো। তাঁর কাছে প্রতিপালকের শান আরও বড় হয়ে পরিস্ফুটিত হলো। এরপর তিনি কুরাইশি নারীদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া আরম্ভ করলেন এবং প্রতিমাপূজা থেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট হলেন। একপর্যায়ে তাঁর বিষয়টি মক্কার কাফিরদের সামনে প্রকাশিত হয়ে গেল। ফলে কাফিররা অনেক রেগে গেল।

কাফিররা উম্মে শারিককে বলল, 'যদি তোমার কওমের লোকেরা আমাদের মিত্র না হতো, তাহলে তোমার সাথে এমন এমন আচরণ করতাম, কিন্তু তোমাকে আমরা মক্কা থেকে বহিষ্কার করে তোমার কওমের কাছে পাঠাচ্ছি।' সুতরাং তারা উম্মে শারিককে শোকোজ করে একটি উটে উঠিয়ে দিলো। তাঁকে কষ্ট দেওয়ার জন্য হাওদার ব্যবস্থাও করল না এবং কোনো প্রকার কাপড়ও দিলো না। এরপর পানাহার ছাড়া সম্পূর্ণ অভুক্ত অবস্থায় লাগাতার তিন দিন তাঁকে সফর করালো। তৃষ্ণা ও ক্ষুধায় তাঁর জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে গিয়েছিল।

তারা উম্মে শারিককে প্রচণ্ড ঘৃণাভরে দেখত। যখন কোনো মনজিলে যাত্রাবিরতি করত, তাকে রোদে বেঁধে রাখত আর নিজেরা গাছের ছায়ায় বসত। একবার পথিমধ্যে যাত্রাবিরতি করল। তাঁকে উট থেকে নামালো এবং রোদের মাঝে বেঁধে রাখল। তখন তিনি তাদের কাছে পানি চাইলেন; কিন্তু তারা পানি দিলো না।

Scanned with CamScanner

তিনি পিপাসায় কাতরাচ্ছিলেন। হঠাৎ বুকের ওপর কোনো বস্তুর শীতলতা অনুভব করলেন। তিনি হাত দিয়ে সেটি ধরে দেখতে পেলেন, সেটা একটি পানির বালতি। সেখান থেকে তিনি সামান্য পান করলেন। তারপর বালতিটি তাঁর কাছ থেকে টেনে উপরের দিকে নেওয়া হলো। বালতিটি আবার এল। তিনি বালতিটি পেয়ে আবার পান করলেন, তারপর বালতিটি তুলে নেওয়া হলো। আবার বালতিটি এল। তিনি আবারও বালতিটি ধরে পান করলেন। এভাবে কয়েকবার হলো। বর্ণিত আছে, এরপর তিনি সেই পানি দ্বারা গোসল করেছেন এবং কাপড় ধুয়েছেন।

যখন কাফিররা জাগ্রত হলো এবং তাঁর শরীরে পানির চিহ্ন দেখতে পেল এবং তাকে দেখতে পেল প্রফুল্ল ও সুন্দর আকৃতিতে। তারা বিস্মিত হলো, এভাবে বাঁধা অবস্থায় কীভাবে তিনি পানির কাছে গেলেন! কাফিররা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি বাঁধন খুলে আমাদের পানীয় থেকে পান করেছ?'

উম্মে শারিক বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের পানি থেকে পান করিনি; বরং আমার কাছে আকাশ থেকে একটি বালতি এসেছে। আমি সেখান থেকে পান করেছি।' বর্ণিত আছে, কাফিররা তখন একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে অবশ্যই তার দ্বীন আমাদের দ্বীনের চেয়ে উত্তম। তখন কাফিররা তাদের পানপাত্রগুলো খুলে দেখল, সব আপন অবস্থায় রয়েছে। এটা দেখে উম্মে শারিকের সফরসাথি সকল কাফিরই ইসলাম গ্রহণ করল। তারা তাঁকে ছেড়ে দিলো এবং তাঁর সাথে উত্তম আচরণ করল।

তাদের ইসলাম গ্রহণের মূল কারণ হলো উম্মে শারিকের ধৈর্য, তাঁর অবিচলতা এবং ইমানের ওপর তাঁর দৃঢ়তা। উম্মে শারিক এমন অবস্থায় কিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হবেন যে, তার আমলনামায় বহু নর-নারীর ইসলাম গ্রহণের সাওয়াব লেখা থাকবে, যারা তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

হ্যাঁ, ইতিহাস উম্মে শারিকের পরিচয় এভাবেই দিয়েছে।

Scanned with CamScanner

কথা বলা বাঘ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের শুরু-যুগের ঘটনা। এক-রাখাল মদিনার কোনো উপত্যকায় বকরি চরাত। একদিন একবাঘ বকরি পালের উপর হামলা করে বকরি নিয়ে পালাতে শুরু করে। রাখালও নাছোড়বান্দা, বাঘকে তাড়া করে তার কাছ থেকে বকরি ছিনিয়ে আনে। বাঘ আবার ফিরে এসে ওত পেতে থাকল এবং সুযোগ বুঝে আরেকটি বকরির উপর আক্রমণ করল। রাখাল এবারও তার বকরি ছুটিয়ে নিয়ে আসে। তারপর বাঘটি রাখালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কি আল্লাহকে ভয় করো না? আমার কাছ থেকে আমার রিজিক ছিনিয়ে নাও, অথচ আল্লাহ তাআলাই তা আমাকে দিয়েছেন!'

রাখাল বলল, 'আশ্চর্য বাঘ! আমার বকরিপালের উপর আক্রমণ করে আবার আমার সাথে কথা বলছে!'

বাঘ বলল, 'আমি কি তোমাকে এর চেয়েও বিস্ময়কর কিছু বলব না?'

'এর চেয়েও বিস্ময়কর? কী সেটা?'

'হ্যাঁ, বলছি; দুই মরুভূমির মাঝে খেজুরবাগান-সমৃদ্ধ ভূমিতে একজন লোক আছে। সে তোমাকে অতীত এবং ভবিষ্যতের কথা বলে দেবে।' অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারপর বাঘ আপন পথে চলে গেল।

রাখাল তার বকরিগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলে এল। অতঃপর মদিনায় এসে বকরিরগুলো একটি গোয়ালে একত্র করল। তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

Scanned with CamScanner

ঘটনার বিবরণ জানাল। নবিজি একসাহাবিকে নির্দেশ দিলে তিনি মানুষের মাঝে ঘোষণা করলেন, 'আসসালাতু জামিয়াতুন- (নামাজ আরম্ভ হচ্ছে)।'

লোকজন মসজিদে একত্র হলো। তারা জানে না, কেন নবিজি তাদের ডেকেছেন! নবিজি তাদের সামনে এলেন। তারা সকলেই নবিজির সামনে নীরব হয়ে বসে ছিলেন। গ্রাম্যরাখালও তাদের মাঝে বসে ছিল।

নবিজি রাখালকে বললেন, 'তুমি এদের ঘটনাটি বলো।' রাখাল কথা বলতে লাগল এবং বাঘের ঘটনাটিও বলল। রাখাল বিশেষ ভঙ্গিতে কথা বলছিল আর লোকজন মনোযোগসহ তার কথা শুনছিল। নবিজিও চুপচাপ শুনছিলেন। রাখাল যখন তার কথা শেষ করল, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'সে সত্যই বলেছে।'

তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ ، وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ ، وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِنْ بَعْدِهِ

'আল্লাহর শপথ, ততক্ষণ কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ হিংস্র প্রাণী মানুষের সাথে কথা না বলবে, যতক্ষণ মানুষের সাথে তার তাজা চাবুক কথা না বলবে, যতক্ষণ তার জুতার ফিতা তার সাথে কথা না বলবে এবং যতক্ষণ তার উরু তাকে বলে না দেবে যে, তার অবর্তমানে তার পরিবারের মানুষ কী করেছে।[২০]

এটা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রমাণগুলোর মধ্য থেকে একটি। অনেক সৃষ্টিই তাঁর নবুওয়াতের সাক্ষ্য প্রদান করেছে।

[২০] *তিরমিজি* : ৮/৯৫।

Scanned with CamScanner

হায় মিসকিন!

দুজন লোক মদিনায় আগমন করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে প্রবেশ করল। তারা নবিজিকে বলল, 'আমাদের সাথে চলুন, যদি অস্বীকার করেন, তাহলে কিসরা আপনাকে ধ্বংস করে দেবেন, আপনার কওম ধ্বংস করবেন এবং আপনার শহর উজার করে ফেলবেন।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দিকে তাকালেন। তারা উভয়ে দাড়ি মুণ্ডিয়ে মোচ রেখে দিয়েছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের চেহারার দিকে তাকাতে বিরক্তবোধ করছিলেন। তাদের বললেন, 'তোমাদের ধ্বংস হোক! কে তোমাদের এমন কাজের নির্দেশ দিয়েছে?'

তারা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক কিসরা আমাদের এই নির্দেশ দিয়েছেন।'

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'কিন্তু আমার প্রতিপালক আমাকে দাড়ি লম্বা করার এবং মোচ খাটো করার নির্দেশ দিয়েছেন।' এরপর তাদের বললেন, 'তোমরা যাও, বিশ্রাম নাও। আগামী সকালের অপেক্ষায় থাকো। সকালে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওহি এল, 'আল্লাহ তাআলা কিসরার পুত্রকে তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন, পুত্র পিতাকে হত্যা করেছে।'

পর দিন সকালে লোক দুজন নবিজির দরবারে এল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বললেন, 'আমার প্রতিপালক তোমাদের প্রতিপালকের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে হত্যা করেছেন। তার রক্ত তার জবাইয়ের স্থলে সময়ের অপেক্ষা করছে। অর্থাৎ এইমাত্র সে মারা গেছে। সেখান থেকে তার তাজা রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।'

Scanned with CamScanner

তাদের কাছে বিষয়টি খুব অস্বাভাবিক মনে হলো। তারা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি জানেন, কী বলছেন আপনি? আমরা কি এটা আপনার কাছ থেকে লিখে নেব এবং এ ব্যাপারে আমাদের সম্রাটকে অবহিত করব?'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'হ্যাঁ, তোমরা অবশ্যই আমার ব্যাপারে তাকে অবহিত করবে। আর তাকে বলবে, আমার দ্বীন এবং আমার রাজত্ব সে পর্যন্ত পৌঁছবে, যে পর্যন্ত কিসরার রাজত্ব পৌঁছেছে। এমনকি মোজা পরিধানকারী এবং নগ্নপদে বিচরণকারীদের শেষসীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

'তাকে আরও বলবে, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার দখলে যা আছে তাকে দান করব এবং তাকে তার দেশবাসীর রাজা বানাব।'

তারা উভয়ে নবিজির দরবার থেকে বের হয়ে ইয়ামেনের উদ্দেশে যাত্রা করল এবং বাজানের কাছে পৌঁছে ঘটনার বিবরণ জানাল। ইয়ামেন থেকে পারস্যের দীর্ঘ দূরত্বের কারণে তাদের কাছে তখনো সম্রাটের মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছেনি। বাজান বলল, 'আল্লাহর শপথ, এটা কোনো বাদশাহর কথা নয়। সে যেভাবে বলেছে তাতে তো তাকে নবিই মনে করছি। সে যা বলেছে, আমরা তা অবশ্যই দেখব। সে যা বলেছে, যদি সত্য হয়, তাহলে তাকে সত্যিই আল্লাহর প্রেরিত রাসুল মানতেই হবে। যদি এমন না হতো, তাহলে তার মতামত আমাদের মতোই হতো।'

খুব বেশি সময় অতিবাহিত হয়নি, বাজানের কাছে কিসরার পুত্র শিরবিয়ার পত্র এসে পৌঁছল। তাতে জানানো হয়েছে, 'শিরবিয়া হলো বর্তমান বাদশাহ এবং বর্তমান বাদশাহর আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।' তারপর বাজান কিসরার মৃত্যুর সময় নিয়ে চিন্তা করল। দেখা গেল, সেটি ঠিক সেই মুহূর্ত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ওই দুজনকে তার মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছিলেন। সুতরাং বাজান বলল, 'নিশ্চয় তিনি আল্লাহর রাসুল।' এরপর বাজান ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাঁর সাথে ইয়ামেনবাসীও ইসলাম গ্রহণ করে।

Scanned with CamScanner

খুবাইবের শাহাদাত

উহুদ যুদ্ধের পর হুজাইল এবং কারাহ গোত্রের কয়েকজন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আবেদন জানাল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের মাঝে ইসলাম আছে, আমরা মুসলিম। তাই আপনার কিছু সাহাবিকে আমাদের গোত্রে পাঠান, যারা আমাদের দ্বীন শেখাবে, কুরআন পড়াবে এবং শরিয়তের বিধিবিধান শিক্ষা দেবে।'

সুতরাং উঁচু স্তরের ছয়জন সাহাবিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। তাঁরা হলেন—মারসাদ বিন আবু মারসাদ গানাবি রাদিয়াল্লাহু আনহু, খালিদ বিন বুকাইর আল-লাইসি রাদিয়াল্লাহু আনহু, আসিম বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু, খুবাইব বিন আদি রাদিয়াল্লাহু আনহু, জায়েদ বিন দাসানাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবদুল্লাহ বিন তারেক রাদিয়াল্লাহু আনহু।

সাহাবিগণ আগমনকারীদের সাথে যাত্রা করলেন এবং লুকিয়ে লুকিয়ে বিভিন্ন কাফিরগোত্র অতিক্রম করতে থাকলেন। এভাবে তাঁরা রজি' নামক এলাকায় পৌঁছলেন। এলাকাটি ছিল হুজাইল গোত্রের কাছাকাছি। হুজাইল গোত্রের লোকজন খবর পেয়ে ১০০ অশ্বারোহী সাহাবিগণের খোঁজে বের হলো। তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে সন্ধান করতে থাকল। একজায়গায় এসে তারা খেজুরের বিচি দেখতে পেল এবং সেগুলো মদিনার খেজুর হিসেবে চিনতে পারল। ফলে পদচিহ্ন অনুসরণ করে সাহাবিগণকে তারা পেয়ে যায়। সাহাবিগণের উপর তারা আক্রমণ করে। আত্মরক্ষার্থে সাহাবিগণ একটি উঁচু মালভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

হুজাইল গোত্রের লোকজন তাঁদের ঘেরাও করে ফেলে এবং তাঁদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করে; কিন্তু চেষ্টায় তারা সফল হলো না। সাহাবিগণের উদ্দেশে তারা বলল, 'তোমাদের সাথে প্রতিজ্ঞা করছি, যদি নেমে আসো, তোমাদের কাউকে হত্যা করা হবে না।'

Scanned with CamScanner

তাদের জবাবে আসিম রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'কাফিরদের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তাদের আশ্রয়ে আমি কখনো নামব না।' এরপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ, আমাদের সম্পর্কে নবিজিকে অবহিত করুন।' তারপর হুজাইল গোত্রের কাফিররা সাহাবিগণের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিলো। তারা বৃষ্টির মতো তির বর্ষণ আরম্ভ করল এবং আসিম রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ তাঁর সাথিদের শহিদ করে দিলো।

বাকি থাকলেন খুবাইব বিন আদি, জায়েদ বিন দাসানাহ এবং আবদুল্লাহ বিন তারেক রাদিয়াল্লাহু আনহুম। হুজাইলিরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিলো, 'নেমে এসো, তোমাদের কাউকেই হত্যা করা হবে না।' তাঁরা আত্মসমর্পণ করে নেমে এলেন। কাফিররা যখন তাঁদের নিয়ন্ত্রণ পেল, ধনুকের তারগুলো খুলে তাঁদের বেঁধে ফেলল।

তখন আবদুল্লাহ বিন তারেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'এটা তোমাদের প্রথম গাদ্দারি।' এই বলেই বাঁধন থেকে হাত খুলে তলোয়ার হাতে নিয়ে দূরে সরে গেলেন এবং তলোয়ার উঁচিয়ে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি শক্তিশালী বীরপুরুষ ছিলেন। ফলে কোনো কাফির তাঁর নিকটে যেতে পারছিল না। বাধ্য হয়ে তারা পাথর নিক্ষেপ শুরু করল। শেষ পর্যন্ত তিনিও শহিদ হয়ে গেলেন। কাফিররা খুবাইব এবং জায়েদকে মক্কায় নিয়ে বিক্রি করে দিলো।

খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ক্রয় করল বনু হারেস বিন আমের। বদর যুদ্ধে খুবাইব হারেসকে হত্যা করেছিলেন। আর জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ক্রয় করল সাফওয়ান বিন উমাইয়া। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে তার পিতা নিহত হয়। পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে আয়োজন শুরু হয়। আবু জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার জন্য নিসতাস নামক একগোলামের হাতে দেওয়া হলো।

নিসতাস আবু জায়েদকে হত্যার জন্য মক্কা থেকে বের হলো। কুরাইশরা তাঁকে দেখার জন্য একত্র হলো। তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান বিন হারবও ছিল। আবু সুফিয়ান জায়েদকে বাঁধা অবস্থায় দেখে বলল, 'হে জায়েদ, তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি কি এটা পছন্দ করবে যে, এই মুহূর্তে মুহাম্মদ আমাদের কাছে থাকবে এবং তোমার বদলে তার গর্দান কাটব, বদলা হিসেবে তুমি আপন ঘরে চলে যাবে?'

জায়েদ জবাব দিলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি এটাও চাই না যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাঁটার আঁচড়ও পান আর এর বদলায় আমি নিজ পরিবারের সাথে বসে থাকি।'

আবু সুফিয়ান বলল, 'আমি কোনো মানুষকে এত ভালোবাসতে দেখিনি, যতটা ভালোবাসে মুহাম্মদকে তার সাথিরা।' এরপর নিসতাস তাঁকে শহিদ করে দেয়। রাদিয়াল্লাহু আনহু—আল্লাহ তাআলা জায়েদের প্রতি রাজি হয়েছেন।

Scanned with CamScanner

খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হারেস বিন আমেরের সন্তানরা কিছুদিন বন্দি করে রাখল। অতঃপর তাঁর থেকে বিস্ময়কর কিছু বিষয় প্রত্যক্ষ করল।

দাসী মাবিয়ার বর্ণনা করেন, 'তারা খুবাইবকে আমার ঘরে বন্দি করে রেখেছিল। একদিন আমি তার কাছে গেলাম, তখন তার হাতে মানুষের মাথার ন্যায় বড় বড় আঙুরের থোকা ছিল, তিনি সেখান থেকে খাচ্ছিলেন! আমার জানামতে আল্লাহর জমিনে তখন কোনো আঙুর পাওয়া যেত না। তা-ও আবার কাফিরদের হাতে বন্দি অবস্থায়! কল্পনাই করা যায় না।

'যখন কাফিররা তাকে হত্যার জন্য একত্রিত হলো, তখন তিনি আমাকে একটি চাকু বা ক্ষুরের আবেদন জানিয়ে বললেন, "মৃত্যুর পূর্বে আমি পরিচ্ছন্ন হতে চাই।" তিনি এর মাধ্যমে শরীরের অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করতে চাচ্ছিলেন।'

দাসী বলেন, 'আমি একটা বাচ্চার নিটক ধারালো একটি চাকু পেলাম। তাকে বললাম, "ভিতরে গিয়ে এই লোককে চাকুটা দাও।" যখন ছেলেটি কয়েদখানার ভিতরে গেল, আমি লজ্জিত হলাম এবং বললাম, "আমি এটা কী করলাম! হায় আল্লাহ! যদি লোকটি এই বাচ্চাকে হত্যা করত, তাহলে কী হতো! একজনের বিনিময়ে একজনের হত্যা হতো!"

'তিনি চাকুটি হাতে নিয়ে বললেন, "যখন তুমি চাকুটি আমার কাছে পাঠিয়েছিলে, তুমি আমার গাদ্দারির ভয় করেছিলে!" এরপর তিনি নিজের কাজে চলে গেলেন।

'কাফিররা খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার জন্য বের করে নিয়ে এল। যখন মৃত্যুর সময় নিশ্চিত জানলেন, তাদের বললেন, 'আমাকে দুই রাকাআত নামাজ পড়ার সুযোগ দাও।'

'কাফিররা বলল, "ঠিক আছে, পড়ো।" তিনি খুব সুন্দরভাবে দুই রাকাআত নামাজ আদায় করলেন। তারপর কাফিরদের সামনে গিয়ে বললেন, "আল্লাহর কসম, যদি তোমরা এই কুচিন্তা না করতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে নামাজ দীর্ঘায়িত করছি, তাহলে নামাজ আরও দীর্ঘ করতাম।"

খুবাইবই প্রথম মুসলিম, যিনি মৃত্যুর পূর্বে দুই রাকাআত নামাজের প্রচলন ঘটিয়েছেন।
'এরপর কাফিররা তাঁকে শূলে চড়ালো। কাফিররা যখন তাঁকে বাঁধল, তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ, আমরা তোমার রাসুলের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি। সুতরাং তাঁকে জানিয়ে দাও যে, আমাদের সাথে কী আচরণ করা হয়েছে!" তারপর কাফিরদের বিরুদ্ধে বদদুআ করলেন, "হে আল্লাহ, তাদের সকলকে গুনে রাখো এবং তাদের অবশ্যই হত্যা করো, তাদের মধ্যে কাউকে ছাড় দেবে না।"

Scanned with CamScanner

তারপর বললেন—

وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا

عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِي

وَذٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلٰهِ وَإِنْ يَشَأْ

يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

'নেই কোনো পরোয়া মোর

যখন আমি মরছি হয়ে মুসলমান;

যেভাবেই পড়ি না কেন,

আল্লাহর জন্যই হচ্ছি কুরবান।

এটা হচ্ছে আল্লাহর জন্য

যদি তিনি চান,

মিলনবেলা দেবেন বরকত

দিচ্ছি তারে খণ্ডিত বদন।'

তারপর তারা খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহিদ করে। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি সংঘটিত হয় মক্কায়, যা ছিল মদিনা থেকে ৪০০ মাইলেরও অধিক দূরে। যখন খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাতের পেয়ালা পান করছিলেন, নবিজির ওপর তাঁর প্রভাব প্রকাশ পাচ্ছিল, তখন তিনি সাহাবিগণের মাঝে বসা ছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই চিন্তাতেই ছিলেন যে, সাহাবিগণ তাঁদের সেই ভাইদের শাহাদাতের সংবাদ দেবেন, যাঁদের দায়ি হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল। হঠাৎ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'ওয়ালাইকুমুস সালাম খুবাইব—ওয়ালাইকুমুস সালাম'। তারপর বললেন, 'খুবাইবকে কুরাইশরা শহিদ করেছে।'

Scanned with CamScanner

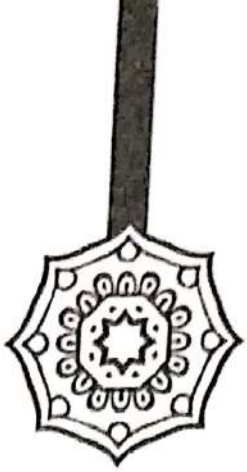

তোমাদের কাজে আল্লাহ তাআলাও বিস্মিত

একলোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, 'আমি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত।'

লোকটির চোখেমুখে ক্ষুধার চিহ্ন পরিস্ফুটিত ছিল। নবিজি তাঁর একস্ত্রীর ঘরে লোক পাঠালেন কোনো খাবার থাকলে নিয়ে আসার জন্য। সে স্ত্রী জবাব দিলেন, 'আল্লাহর কসম, আমার কাছে পানি ছাড়া কিছুই নেই।' আরেক স্ত্রীর কাছে পাঠালেন, তাঁর কাছে খাওয়ার মতো কিছু আছে কি না? রুটি হোক, খেজুর হোক, দুধ হোক, কিছু হলেই চলবে। কিন্তু তিনিও পূর্বের স্ত্রীর মতোই জবাব দিলেন, 'ওই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমার কাছে পানি ছাড়া কিছু নেই।'

আরেক স্ত্রীর ঘরে পাঠালেন, সেখানে না পেয়ে আরেক স্ত্রীর কাছে পাঠালেন, সেখানে না পেয়ে আরেক স্ত্রীর ঘরে পাঠালেন। এভাবে সবার ঘর থেকে একই জবাব এল, 'তাঁদের কাছে পানি ছাড়া কিছু নেই।' এবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'আজ রাতের জন্য কে আছে, লোকটির মেহমানদারি করবে?'

অধিকাংশ সাহাবিগণের অবস্থা নবিজির ঘরের অবস্থার মতোই ছিল। যদি তাঁরা দুপুরের খানা পেতেন রাতের খানা পেতেন না, রাতের খানা পেলে সকালের খানা পেতেন না। তাই সাহাবিগণও চুপ থাকলেন। লোকটি মেজবানের খোঁজে সাহাবিগণের দিকে তাকিয়ে ছিল, সে যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমান।

Scanned with CamScanner

একজন আনাসারি সাহাবি দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি তার মেহমানদারি করব।' এরপর আনসারি সাহাবি মেহমানকে সাথে নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। ঘরে প্রবেশ করে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘরে খাবারের কিছু আছে কি?'

স্ত্রী জবাব দিলেন, 'বাচ্চাদের খাবার ছাড়া কিছুই নেই। কেবল বাচ্চাদের জন্য আজকের রাতের খাবারটুকু রয়েছে। তা-ও হয়তো তৃপ্তিসহ প্রতিজনের হবে না।'

পরিস্থিতি ছিল কঠিন, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে চলছিল অন্য জল্পনা-কল্পনা।

তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'কোনো বাহানায় বাচ্চাদের রাতের খাবার না খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও। আর শোনো, যখন মেহমান খাবারের জন্য দস্তরখানে বসে যাবে, তখন তুমি বাতি ঠিক করার বাহানায় বাতিটা নিভিয়ে দেবে এবং এমন ভান করবে যে, আমরাও মেহমানের সাথে খাচ্ছি।' যেই কথা সেই কাজ। তাঁরা মেহমানের সাথে অন্ধকারে খেতে বসলেন। আনসারি সাহাবি এবং তাঁর স্ত্রী খাওয়ার আওয়াজ করে জিহ্বা নাড়াচ্ছিলেন আর মেহমান খানা খাচ্ছিল।

খাওয়া শেষ হলো। রাসুলের মেহমান পরিতৃপ্ত হয়ে চলে গেল। আনসারি সাহাবি সকালবেলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখেই বললেন—

قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ

'রাতের বেলা মেহমানের সাথে তোমাদের দুজনের আচরণ দেখে আল্লাহ তাআলাও বিস্মিত হয়েছেন।'

ঐশী সংবাদ তাঁদের এই অকৃত্রিম অতিথি-আপ্যায়নের বিষয়টি প্রকাশ করে দিলো।

Scanned with CamScanner

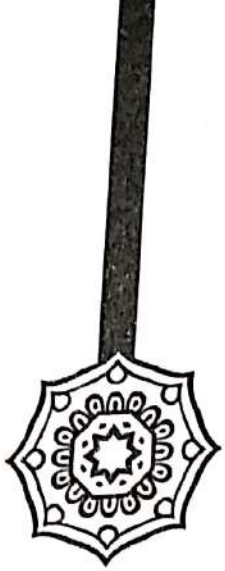

উলঙ্গ করে ফেলব

হাতেব ইবনে আবি বালতাআ রাদিয়াল্লাহু আনহু। অন্যতম মুহাজির সাহাবি। নিজের পরিবার, সন্তান এবং সম্পদ মক্কায় রেখে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে মদিনায় এসেছেন।

তিনি ছিলেন মুহাজিরগণের প্রথম সারির সদস্য। এমনকি হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী যুদ্ধ বদরের জিহাদেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মুশরিকদের নিয়ন্ত্রণে মক্কায় ছেড়ে আসা সন্তান ও পরিবার নিয়ে তিনি খুব চিন্তা করতেন। সেখানে তাদের কোনো সহযোগী ছিল না, ছিল না কোনো হিতৈষী। হাতেব নিজেও কুরাইশ বংশের ছিলেন না; বরং তাদের মিত্র ছিলেন। কুরাইশদের মাঝে থাকতেন; কিন্তু কুরাইশদের সদস্য ছিলেন না।

অন্যান্য মুহাজির সাহাবি, যাঁরা মক্কায় নিজেদের পরিবার রেখে এসেছেন, সবারই কমবেশ আত্মীয়-স্বজন মক্কায় ছিল। তারা তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করত এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করত।

সুতরাং হাতেব সর্বদা পরিবারের জন্য চিন্তা করতেন; চিন্তা থেকেই কুরাইশদের জন্য বিভিন্ন প্রকার উপঢৌকন পাঠাতেন এবং তাদের জন্য সেবামূলক কাজ করতেন, যেন পরিবারের লোকজন তাদের কাছে একটু সহমর্মিতা পায় এবং নিরাপদে থাকে।

কয়েক বছর কেটে গেছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশ কাফিরদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি করেছেন। কিন্তু কুরাইশরা খুব দ্রুতই চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলে।

Scanned with CamScanner

ফলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি সাহাবিগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচ্ছিলেন, কোনোক্রমেই যেন এই সংবাদ কুরাইশদের কানে না পৌঁছে। আগাম সংবাদ পেয়ে তারা যেন প্রস্তুতি গ্রহণ করতে না পারে। এতে উভয় দলের মধ্যে ভয়ংকর সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকবে না। যুদ্ধ এবং কোনো রক্তপাত ছাড়াই মক্কা বিজয় হবে। তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় প্রতিপালকের কাছে দুআ করলেন—

اللَّهُمَّ عَمِّ عَلَيْهِمْ خَبَرَنَا

'হে আল্লাহ, তাদের ওপর আমাদের সংবাদ গোপন রাখো।'[২১]

কয়েকদিন পার হয়ে গেল, সংবাদটি গোপনই ছিল। হাতেব রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে করলেন, কুরাইশদের সুদৃষ্টি লাভ করার এটি একটি মোক্ষম সময়। সুতরাং তিনি নবিজির যুদ্ধ সম্পর্কে কুরাইশদের অবহিত করে একটি চিঠি লিখলেন। তারপর চিঠিটি মদিনায় অবস্থানকারী মক্কার একনারীর কাছে দিয়ে দিলেন এবং তাকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'চিঠিটি মক্কাবাসীর কাছে পৌঁছে দেবে।' মহিলাটি খুব দ্রুত মদিনা ত্যাগ করল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা নবিজিকে বিষয়টি জানিয়ে দিলেন।

কুরাইশের কাছে পৌঁছার পূর্বেই চিঠিটি হস্তগত করা ছিল অতীব জরুরি। অতএব চিঠিটি উদ্ধার করার জন্য আলি, জুবাইর এবং মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে পাঠানো হলো। সাথে সাথে তাঁদের সেই স্থান সম্পর্কেও জানিয়ে দেওয়া হলো, যেখানে গিয়ে মহিলাকে অবশ্যই পাওয়া যাবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের বলে দিলেন, 'তোমরা রওয়ানা হয়ে যাও। রওজায়ে খাখ নামক স্থানে গিয়ে একজন আরোহীকে পাবে। উটের ওপর একজন নারী থাকবে, তার কাছেই চিঠিটা রয়েছে।'

তিন সাহসী বাহাদুর যাত্রা করলেন এবং কথামতো মহিলাকে পেয়ে গেলেন। তাঁরা বললেন, 'তোমার সাথে থাকা চিঠিটি বের করো।'

মহিলা বলল, 'আমার কাছে কোনো চিঠি নেই।' তিন সাহাবি মহিলার বাহনসহ সবকিছু তল্লাশি করলেন, কিন্তু তার সাথে এমন কিছুই পেলেন না।

তখন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমাদের মিথ্যা বলা হয়নি। আল্লাহর শপথ, হয়তো তুমি চিঠি বের করবে, নচেৎ আমরা তোমার কাপড় খুলে

---

[২১] *মুজামুল কাবির* লিত্তাবারানি : ১৭/২৪৯।

Scanned with CamScanner

ফেলব।' আলি বুঝতে পেরেছিলেন, মহিলা চিঠিটি এমন স্থানে লুকিয়ে রেখেছে, যেখানে তল্লাশি করা সম্ভব নয়। মহিলা যখন বুঝতে পারল, সে ধরা খেয়ে গেছে এবং স্বীকার না করে কোনোভাবেই সেখান থেকে পালাতে পারবে না, তখন বলল, 'তোমরা একটু দূরে যাও।' তারা একটু দূরে গেলেন। তখন সে মাথা থেকে ওড়না খুলে চুলের খোপার ভেতর থেকে চিঠিটি বের করল। সাহাবিগণ চিঠি উদ্ধার করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে গেলেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পত্রটি খুললেন, অপ্রত্যাশিতভাবে তাতে লেখা ছিল—'হাতেব ইবনু আবু বালতাআর পক্ষ থেকে মক্কার মুশরিকদের প্রতি...।' সেখানে নবিজির কিছু কিছু নির্দেশনা সম্পর্কে লেখা ছিল।

হাতেব ইবনু আবু বালতাআ রাদিয়াল্লাহু আনহু মজলিসেই বসা ছিলেন। তিনি নিজেই পত্রটি পড়ে নবিজিকে শোনাচ্ছিলেন। সাহাবিগণ বিস্মিত হয়ে শুনছিলেন আর ভাবছিলেন, হাতেব কীভাবে নবিজির যুদ্ধ সম্পর্কে কাফিরদের অবহিত করার পরিকল্পনা করতে পারে!

এই প্রথমবার সাহাবিগণের মাঝে এমন অপ্রত্যাশিত আচরণ পরিলক্ষিত হলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হাতেব, কী এটা?'

সকলের দৃষ্টি তখন হাতেবের দিকে। যেন তাঁকে খেয়ে ফেলবে। হাতেব বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমার ব্যাপারে দ্রুত কোনো ফায়সালা করবেন না।'

'মূল ঘটনা হলো, আমি কুরাইশদের মাঝে থাকতাম; কিন্তু আমি তাদের কেউ ছিলাম না। আমাদের সাথি মুহাজিরদের অনেক আত্মীয়-স্বজন এবং হিতৈষী মক্কায় রয়েছে। যেহেতু তাদের সাথে আমার বংশীয় সম্পর্ক নেই, তাই ভাবলাম, তাদের সাথে কোনো মাধ্যমে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক সৃষ্টি করব এবং সেই সুবাদে তাদের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করব।'

'হে আল্লাহর রাসুল, কুফুরিবশত এমনটি আমি করিনি। আমি দ্বীন থেকে ফিরেও যাইনি। ইমানের পর কুফুরির প্রতি রাজি হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না।' এরপর হাতেব রাদিয়াল্লাহু আনহু চুপ হয়ে গেলেন। নবিজিও চুপ থাকলেন। মজলিসের সবাই এমন নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে গেছে যে, মনে হচ্ছে তাদের মাথার ওপর পাখি বসতে পারবে। অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই শব্দের মাধ্যমে নিজের মন্তব্য পেশ করে বললেন, 'নিশ্চয় হাতেব সত্য বলেছে।'

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। তিনি বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে অনুমতি দিন, এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই।'

Scanned with CamScanner

প্রত্যুত্তরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'হাতেব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি কি জানো না, আল্লাহ তাআলা বদরের মুজাহিদদের সম্পর্কে কী বলেছেন? আল্লাহ তাআলা তাঁদের লক্ষ্য করে বলেছেন—

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

'তোমরা যা চাও করো, তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।'[২২]

সুতরাং আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

'হে মুমিনরা, তোমরা আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধু বানিয়ো না।' [সুরা মুমতাহিনা : ১]

তো হাতেব সম্পর্কে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত কে করল? যে স্থানে নিশ্চিতভাবে মহিলাকে পাওয়া যাবে, তার সংবাদ নবিজি কোথায় পেলেন? প্রকৃতপক্ষে ঐশী সাহায্য এবং ওহির মাধ্যমে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলো খুব ভালোভাবে জানতে পারতেন।

[২২] *সহিহ বুখারি*: ১০/১৯৪।

Scanned with CamScanner

সাইপ্রাসদ্বীপ পর্যন্ত সামুদ্রিক যুদ্ধ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ফুফু উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহার সাক্ষাতে যেতেন এবং তাঁর ঘরে খাবার খেতেন। তাঁর স্বামী ছিলেন উবাদাহ বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি নবিজির সাক্ষাতে আনন্দিত হতেন। এভাবে একদিন নবিজি তাঁর বাড়িতে গেলেন, সেখানে খাবার খেলেন। তারপর তার বাড়িতেই বিশ্রাম করার জন্য শয়ন করলে চোখে নিদ্রা চলে আসে। তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে জেগে হাসতে থাকেন।

ফুফু বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি হাসছেন কেন?'

নবিজি বললেন—

نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ.

'আমার উম্মাতের কিছু মানুষকে আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য উপস্থাপন করা হবে। তারা এই সমুদ্রের বড় অংশ পর্যন্ত আরোহণ করবে পরিবারের রাজা হয়ে বা রাজার মতো হয়ে।'[২৩]

পরিবারের রাজা হয়ে! উম্মে হারাম উদগ্রীব হয়ে শুনতে চাইলেন, 'তারা কারা হবে?' এরপর নবিজিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কাছে দুআ করুন,

---

[২৩] *সহিহ বুখারি*: ৯/৩৫২; *সহিহ মুসলিম*: ১০/২৩।

Scanned with CamScanner

তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য দুআ করলেন। নবিজি বিছানায় মাথা রেখে আবার ঘুমিয়ে গেলেন। তারপর জেগে উঠে আবারও হাসছিলেন।

উম্মে হারাম জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি হাসছেন কেন, হে আল্লাহর রাসুল?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমবারের মতোই বললেন—

نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ.

'আমার উম্মাতের কিছু মানুষকে আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য উপস্থাপন করা হবে। তারা এই সমুদ্রের বড় অংশ পর্যন্ত আরোহণ করবে পরিবারের রাজা হয়ে বা রাজার মতো হয়ে।'[২৪]

উম্মে হারাম নবিজিকে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।'

নবিজি বললেন, 'তুমি আগের দলের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

বহুবছর পার হয়ে গেল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। অতঃপর চার খলিফা খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। তারপর যখন খলিফা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল এল, তখন উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহা সমুদ্র ভ্রমণে গেলেন। যখন তিনি জাহাজ থেকে নেমে সওয়ারিতে আরোহণ করলেন, তা থেকে পড়ে গেলেন এবং মারা গেলেন। রাদিয়াল্লাহু আনহা ওয়া আনহুম আজমাইন।

[২৪] *সহিহ বুখারি*: ৯/৩৫২; *সহিহ মুসলিম*: ১০/২৩।

Scanned with CamScanner

চাঁদ দু'ভাগ হয়ে গেল

কাফিরদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করার ক্ষেত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব ধরনের কৌশলই অবলম্বন করলেন। তারা বরাবর নবিজিকে মিথ্যারোপ করতে থাকল এবং নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করে তর্ক-বিতর্ক করতে থাকল। হঠাৎ একদিন নবিজিকে তারা বলল, 'আমাদের সামনে চাঁদ বিদীর্ণ করে দেখাও!' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে ডাকলেন, সাহায্য চেয়ে দুআ করলেন। হঠাৎ চাঁদ দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল!

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি নবিজির কাছ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই মক্কায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত দেখেছি; এক খণ্ড আবি কুবাইস পাহাড়ে এবং আরেক খণ্ড সুওয়াইদা পাহাড়ে পড়তে দেখেছি।'

কাফিররাও এটা দেখল। তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। কিন্তু শয়তান তাদের ওপর বিজয়ী হলো। তারা বলল, 'এটা জাদু, মুহাম্মদ তোমাদের ওপর জাদু করেছে।' তারা তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে বের হয়ে গেল। তারপর বলল, 'তোমরা সফর ফেরত লোকদের জিজ্ঞেস করো। যদি তারা সেই দেশগুলোতেও চাঁদ তোমাদের মতো বিদীর্ণ হতে দেখে, তাহলে বুঝবে, মুহাম্মদ সত্যই বলেছে। আর যদি এমনটি না হয়ে থাকে, তাহলে বুঝবে, এটা জাদু। কারণ, সব মানুষকে জাদুগ্রস্ত করা সম্ভব নয়।'

তারপর প্রথম পর্যটকদল যখন মক্কায় এসে পৌঁছল, কুরাইশরা তাদের জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হতে দেখেছ?'

তারা বলল, 'হ্যাঁ, অমুক রাতে আমরা এ রকম হতে দেখেছি।' তারপর অবশিষ্ট পর্যটকদের কাছে গেল, প্রত্যেকেই একই রকম জবাব দিলো।

Scanned with CamScanner

তবুও কুরাইশরা মিথ্যারোপ করল এবং অহংকারবশত বলল, 'মুহাম্মদ সব মানুষকেই জাদু করেছে।'

তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাআলা এই মুজিজাকে কেন্দ্র করে কুরআন কারিমের এই আয়াতগুলো নাজিল করেন—

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ -وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ - وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ - وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ - حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ - فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ - خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ - مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.

'কেয়ামত আসন্ন, চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোনো নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, "এটা তো চিরাগত জাদু।" তারা মিথ্যারোপ করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করছে। প্রত্যেক কাজ যথাসময়ে স্থিরকৃত হয়। তাদের কাছে এমন সংবাদ এসে গেছে, যাতে সাবধানবাণী রয়েছে। এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে সতর্ককারীগণ তাদের কোনো উপকারে আসে না। অতএব, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক অপ্রিয় পরিণামের দিকে, তারা তখন অবনমিত নেত্রে কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল সদৃশ। তারা আহ্বানকারীর দিকে দৌড়াতে থাকবে। কাফিররা বলবে, "এটা কঠিন দিন।"' [সুরা কামার : ১-৮]

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, বর্তমান আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা বিশেষভাবে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া নিয়ে গবেষণা করছে। তারা প্রমাণ পেয়েছে যে, ইতোপূর্বে চাঁদ দুই ভাগে বিদীর্ণ হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

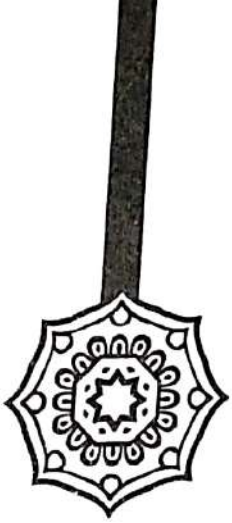

আকাশ চলে তাঁর ইশারায়

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেকটি মুজিজা হলো; তিনি যখন আকাশের দিকে ইশারা করলেন আল্লাহর নির্দেশে আকাশ তাঁর অনুকরণ করল। পবিত্র নবুওয়াতের সময়কালেই একবার অনাবৃষ্টি দেখা দিলো, জমিন শুকিয়ে গেল, ফসল নষ্ট হয়ে গেল।

এক-জুমার দিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে আরোহণ করে মানুষের উদ্দেশে খুতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ একলোক মসজিদে প্রবেশ করল; নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি দাঁড়িয়ে থেকেই নবিজির দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং খুতবার মাঝেই চিৎকার করে বলতে লাগল—'হে আল্লাহর রাসুল, সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল! সব পথ রুদ্ধ হয়ে গেল! তাই আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন।' লোকটি উদ্বিগ্ন অবস্থায় কথা বলছিল, সে তার সন্তানদের ক্ষুধার্ত দেখছিল, বকরিগুলো দেখছিল বিধ্বস্ত, পথগুলো দেখছিল রুদ্ধ, জমিনসব দেখছিল শুষ্ক এবং সম্পদগুলো নিঃশেষিত।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিগণ চিন্তায় পেরেশান ছিলেন। তাই তিনি খুব দ্রুত দুই হাত আকাশপানে তুলে দুআ করতে লাগলেন, বিনয় প্রকাশ করে কাকুতি-মিনতি করে করে আল্লাহকে ডাকলেন—

اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا .

'হে আল্লাহ, আমাদের পানি দাও। হে আল্লাহ, আমাদের পানি দাও। হে আল্লাহ, আমাদের পানি দাও।' [২৫]

---

[২৫] *সহিহ বুখারি*: ৪/১০৪।

Scanned with CamScanner

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুও মুসল্লিদের মাঝে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যখন তিনি নবিজিকে অনুনয়-বিনয় করে পানি চাইতে দেখলেন, আকাশের দিকে তাকালেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি দেখলাম, আকাশে কোনো মেঘ নেই, কোনো ঘনঘটা নেই, আকাশ একেবারে আয়নার মতো পরিষ্কার। আমাদের মাঝে কোনো অন্তরায়ও ছিল না।

আল্লাহর কসম, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনো দুআ করে হাত নামাননি, আকাশে পাহাড়ের মতো মেঘের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বার হতে নামার পূর্বেই দেখলাম, তাঁর দাড়ি বেয়ে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পড়ছে।

আকাশ সাত দিন অনবরত বৃষ্টি বর্ষণ করতেই থাকল। এতে করে জমিন উর্বর হয়েছে, প্রাণীগুলো পরিতৃপ্ত হয়েছে।

পরবর্তী জুমায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ সেই পূর্বের লোকটি বা অন্য আরেকজন ওই দরজা দিয়েই প্রবেশ করল, তখনো নবিজি দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি দাঁড়িয়েই নবিজির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে লাগল, 'সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল! পথগুলো রুদ্ধ হয়ে গেল! আল্লাহ তাআলার কাছে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার দুআ করুন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত তুলে দুআ করলেন—

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

'হে আল্লাহ, আমাদের আশেপাশে বর্ষণ করুন, আমাদের ওপর নয়। হে আল্লাহ, উঁচু স্থানে, পাহাড়ে, খাল-বিলে, নদ-নদীতে ও বৃক্ষ উৎপন্নের স্থানে বর্ষণ করুন!' [২৬]

এরপর হাত দ্বারা আকাশে অবস্থিত মেঘের কণার দিকে ইশারা করলেন।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'যখন নবিজি হাত দিয়ে মেঘের কণার দিকে ইশারা করলেন, আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি মদিনাকে দেখলাম একটি দ্বীপের মধ্যস্থিত ঘরের মতো।' অর্থাৎ পানি মদিনার চারদিকে চলে গেল। পানি মদিনার আশপাশের এলাকায় প্রায় একমাস যাবৎ গড়িয়ে যেতে থাকল। মদিনার বাইরে থেকে যে কেউ মদিনায় আসলে অত্যধিক বৃষ্টির সংবাদ দিত। এটা নবিজির ওই দুআর বরকত—

---

[২৬] *সহিহ বুখারি*: ৪/১০৪।

Scanned with CamScanner

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا.

'হে আল্লাহ, আবহাওয়া আমাদের অনুকূল করো, প্রতিকূল নয়।'

নিশ্চিতভাবে মেঘের ওপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইশারার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। এটা মূলত ওই শক্তির ফলে যা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিকে দান করেছেন এবং তাঁর চারপাশে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এটা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ এবং তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছে। যেমন: ইসা আলাইহিস সালাম কুষ্ঠ ও ধবলরোগী সুস্থ করতেন এবং মৃতকে জীবিত করতেন আল্লাহ তাআলার নির্দেশেই।

যদি আল্লাহ তাআলা না চাইতেন দুনিয়ার কাউকেই—চাই সে নবি হোক বা অন্য কেউ; এমন কাজের ক্ষমতা দান করতেন না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বিশেষ হেকমতে তাদের এমন কিছু বিষয় দান করেন।

Scanned with CamScanner

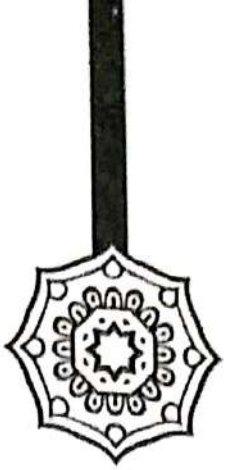

উটও জবাব দিলো

এক-আনসারি পরিবার ছিল। তারা একটি উট দিয়ে চাক্কি চালিয়ে কূপ থেকে পানি উঠাত।

একবার উট বিরক্ত হয়ে কাজ করা ছেড়ে দিলো। পিঠে কাউকে উঠতে দিচ্ছিল না। তাদের ওপর আক্রমণ করতে শুরু করল। তারা উটটি ব্যবহার করতে পারছিল না। তার ওপর সওয়ারও হতে পারছিল না। তাই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হলো। পরিবারটি ছিল দরিদ্র। যার কারণে অন্য উট ক্রয় করার সামর্থ্যও তাদের ছিল না।

পরিবারের সদস্যরা নবিজির কাছে এসে বলল, 'আমাদের উটটি আমাদের আর চিনছে না। আমাদের ওপর ক্ষিপ্ত, পিঠে উঠতে দিচ্ছে না। ওদিকে ফসল এবং খেজুরবাগান শুষ্ক হয়ে পড়েছে।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বললেন, 'চলো।'

তারা নবিজির সাথে চলল। চলতে চলতে একসময় বাগানে প্রবেশ করলেন। উটটি বাগানের এককোণেই ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটটির দিকে এগুতে লাগলেন। আনসারগণ উট নবিজিকে কষ্ট দিতে পারে, এই ভয় করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, উটটি পাগলা কুকুরের মতো হয়ে গেছে। ভয় হচ্ছে, উট হয়তো আপনার ওপর আক্রমণ করবে!'

নবিজি বললেন, 'সে আমার কোনো ক্ষতি করবে না' এই বলে উটের দিকে চলতে লাগলেন।

Scanned with CamScanner

যখন উটটি নবিজিকে দেখল, নবিজির দিকে এগুতে শুরু করল এবং তাঁর সামনে এসে সিজদায় পড়ে গেল।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটের কপালের চুলগুচ্ছ ধরলেন এবং তার মুখ উঁচু করলেন। উটটি নবিজির সম্পূর্ণ অনুগত হয়ে সামনে সামনে চলছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার কাজে লাগিয়ে দিলেন এবং লাগাম লাগিয়ে বেঁধে দিলেন।

সাহাবিগণ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, এরা অবুঝ প্রাণী হয়েও আপনাকে সিজদা করল! অতএব আমরা আপনাকে সিজদা করার অধিক হকদার!'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا .

'কোনো মানুষ অন্য মানুষকে সিজদা করা বৈধ নয়। যদি মানুষের জন্য অন্য মানুষকে সিজদা করার অনুমতি থাকত, তাহলে নারীদের নির্দেশ দিতাম, তারা যেন স্বামীদের সিজদা করে, নারীর ওপর স্বামীর অধিকারের কারণে।[২৭]

শেষকথা, প্রাণীদের মাঝে এমন আচরণ আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকে। এগুলো তাঁর নির্দেশ এবং ইচ্ছার অধীন। নতুবা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ইচ্ছা করেননি এবং ইচ্ছা করলেও আল্লাহর অনুমতি ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়।

যেমন: হাদিসে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর উটনি কসওয়ায় আরোহণ করে উমরা করতে গেলেন। হঠাৎ উটনিটি নবিজিকে নিয়ে বসে পড়ল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিয়ে চলতে চাইলেন; কিন্তু উটনিটি যেতে চাইল না।

সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'উটনিটি অবাধ্য হয়ে গেছে!'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

مَا خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ.

---

[২৭] *মুসনাদে আহমদ*: ২৫/১৯৯; *আস-সুনানুল কুবরা লিন্নাসায়ি*: ৫/৩৬৩।

Scanned with CamScanner

'উটনি অবাধ্য হয়নি, তাকে সেভাবে সৃষ্টিও করা হয়নি। কিন্তু তাকে সেই সত্তা আটকে দিয়েছেন, যেই সত্তা হাতিকে আটকে দিয়েছিলেন।' [২৮]

অর্থাৎ আবরাহা ও তার হস্তীবাহিনীর হাতিগুলোকে যেই আল্লাহ আটকে দিয়েছিলেন, তিনিই আমার উটনিকে আটকে দিয়েছেন।

তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন—

لَا تَدْعُونِي قُرَيْشٌ الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ يَسْأَلُونِي فِيهَا صِلَةَ الرَّحِمِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا .

'আজকে কুরাইশরা আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে যে কোনো দাবি করলে আমি তা অবশ্যই পূরণ করব।' [২৯]

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরাইশদের মাঝে হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয় এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় ফিরে আসেন।

[২৮] *সহিহ বুখারি*: ৯/২৫৬।
[২৯] *মুসনাদে আহমদ*: ৩৮/৩৭৭।

Scanned with CamScanner

যখন উটটি নবিজিকে দেখল, নবিজির দিকে এগুতে শুরু করল এবং তাঁর সামনে এসে সিজদায় পড়ে গেল।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটের কপালের চুলগুচ্ছ ধরলেন এবং তার মুখ উঁচু করলেন। উটটি নবিজির সম্পূর্ণ অনুগত হয়ে সামনে সামনে চলছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার কাজে লাগিয়ে দিলেন এবং লাগাম লাগিয়ে বেঁধে দিলেন।

সাহাবিগণ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, এরা অবুঝ প্রাণী হয়েও আপনাকে সিজদা করল! অতএব আমরা আপনাকে সিজদা করার অধিক হকদার!'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا .

'কোনো মানুষ অন্য মানুষকে সিজদা করা বৈধ নয়। যদি মানুষের জন্য অন্য মানুষকে সিজদা করার অনুমতি থাকত, তাহলে নারীদের নির্দেশ দিতাম, তারা যেন স্বামীদের সিজদা করে, নারীর ওপর স্বামীর অধিকারের কারণে।[২৭]

শেষকথা, প্রাণীদের মাঝে এমন আচরণ আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকে। এগুলো তাঁর নির্দেশ এবং ইচ্ছার অধীন। নতুবা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ইচ্ছা করেননি এবং ইচ্ছা করলেও আল্লাহর অনুমতি ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়।

যেমন: হাদিসে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর উটনি কসওয়ায় আরোহণ করে উমরা করতে গেলেন। হঠাৎ উটনিটি নবিজিকে নিয়ে বসে পড়ল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিয়ে চলতে চাইলেন; কিন্তু উটনিটি যেতে চাইল না।

সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'উটনিটি অবাধ্য হয়ে গেছে!'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

مَا خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ.

[২৭] *মুসনাদে আহমদ*: ২৫/১৯৯; *আস-সুনানুল কুবরা লিন্নাসায়ি*: ৫/৩৬৩।

Scanned with CamScanner

'উটনি অবাধ্য হয়নি, তাকে সেভাবে সৃষ্টিও করা হয়নি। কিন্তু তাকে সেই সত্তা আটকে দিয়েছেন, যেই সত্তা হাতিকে আটকে দিয়েছিলেন।'[২৮]

অর্থাৎ আবরাহা ও তার হস্তীবাহিনীর হাতিগুলোকে যেই আল্লাহ আটকে দিয়েছিলেন, তিনিই আমার উটনিকে আটকে দিয়েছেন।

তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন—

لَا تَدْعُونِي قُرَيْشٌ الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ يَسْأَلُونِي فِيهَا صِلَةَ الرَّحِمِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا .

'আজকে কুরাইশরা আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে যে কোনো দাবি করলে আমি তা অবশ্যই পূরণ করব।'[২৯]

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরাইশদের মাঝে হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয় এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় ফিরে আসেন।

[২৮] *সহিহ বুখারি*: ৯/২৫৬।
[২৯] *মুসনাদে আহমদ*: ৩৮/৩৭৭।

Scanned with CamScanner

চোখ সুস্থ হয়ে গেল

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণকে নিয়ে খায়বারের যুদ্ধে গেলেন। খায়বার দুর্গের অবরোধ দীর্ঘতর হতে থাকল। দুর্গগুলো বিজয় তাঁদের জন্য সহজ হচ্ছিল না। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণকে বললেন, 'আগামীকাল পতাকা এমন একজনের হাতে দিব, যাঁর হাতে আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করবেন। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলও তাঁকে ভালোবাসেন।'

সকালবেলা সবাই নবিজির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন; প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা ছিল, পতাকা তাকে দেওয়া হোক।

সবার অপেক্ষার পালা শেষ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাকলেন—'আলি বিন আবু তালিব কোথায়?'

সবাই জবাব দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আলির উভয় চোখ অসুস্থ। তাঁর চোখে প্রচণ্ড ব্যথা। তাঁর পুরো চোখ ফুলে গেছে, তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পাঠালেন।

সাহাবিগণ আলির হাত ধরে নবিজির সামনে এনে বসিয়ে দিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উভয় চোখে থুথু মোবারক লাগিয়ে দিলেন এবং দুআ করলেন। মুহূর্তেই আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর উভয় চোখ ভালো হয়ে গেল। মনে হলো কোনো ব্যথাই ছিল না।

অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতে যুদ্ধের পতাকা দিলেন।

Scanned with CamScanner

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তারা আমাদের মতো হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করতেই থাকব।'

নবিজি বললেন—

انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ .

'তাদের এলাকায় প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত খুব ধীরে ধীরে কাজ করবে। তারপর তাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করবে এবং তাদের করণীয় সম্পর্কে অবহিত করবে। আল্লাহর শপথ, যদি আল্লাহ তাআলা তোমার মাধ্যমে কাউকে হেদায়াত দান করেন, তাহলে তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও কল্যাণকর হবে।'[৩০]

[৩০] *সহিহ বুখারি*: ১০/১৯৮।

Scanned with CamScanner

গাছ হেঁটে নবিজির কাছে এল

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণের সাথে সফরে ছিলেন। রাস্তায় একগ্রাম্যলোককে দেখলেন। লোকটি নবিজি এবং তাঁর সাহাবিগণের কাছাকাছি হলো।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়ে সদাসর্বদা মানুষকে দ্বীনের পথে আহ্বান করার স্পৃহা জাগ্রত থাকত। গ্রাম্যলোকটিকে দেখামাত্র নবিজি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাবে তুমি?'

লোকটি বলল, 'আমার পরিবারের কাছে।'

নবিজি তাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি কল্যাণের প্রয়োজন আছে?'

লোকটি বলল, 'সেটা কী?'

নবিজি বললেন, 'এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরিক নেই। মুহাম্মদ আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং তাঁর রাসুল।'

লোকটি বলল, 'আপনার দাবির পক্ষে কে সাক্ষ্য দেবে?'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপত্যকার একটি খেজুরগাছের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই গাছটি।' এরপর নবিজি সেই গাছের দিকে তাকালেন এবং তাকে ডাকলেন। জমিনে কম্পন শুরু হলো এবং জমিন ফেটে গাছটি নবিজির সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাছটির কাছে তিন বার সাক্ষ্য চাইলেন যে, তিনি আল্লাহর নবি। নবিজির কথামতো গাছটি তিন বার সাক্ষ্য দিলো; তারপর আপন স্থানে ফিরে গেল।

Scanned with CamScanner

গ্রাম্যলোকটির শেষ প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপচাপ থাকলেন যে, সে ইসলামে প্রবেশ করে কি না।

লোকটি সত্য বুঝতে পারল। তাই উৎসাহী হয়ে বাড়ির দিকে ফিরে চলল এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, 'যদি তারা আমার অনুকরণ করে তাহলে তাদের নিয়ে আপনার কাছে আসব। আর যদি তারা আমার কথা না মানে, তাহলে আমি একাই আপনার সাথে থাকব।'[৩১]

[৩১] *আল-মুজামুল কাবির লিত-তবরানি* :১১/৬২; *সুনানে দারিমি* : ১/২৮; *মুসনাদে আবু ইয়ালা মুসিলি* : ১১/৪১৮।

Scanned with CamScanner

অনুগত গাছ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হজের বর্ণনায় জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সুদীর্ঘ একটি ঘটনা উদ্ধৃত আছে।

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা নবিজির সাথে যাত্রা করলাম। যখন আফআহ উপত্যকায় পৌঁছলাম, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য বাহিরে গেলেন। আমি একটি পানির পাত্র নিয়ে তাঁর অনুসরণ করলাম।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারদিকে তাকিয়ে আড়াল হওয়ার মতো কিছু দেখতে পেলেন না। উপত্যকার কোণে থাকা দুটি গাছের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। নবিজি একটির কাছে গিয়ে তার একটি ডাল ধরলেন এবং বললেন, 'আল্লাহর নির্দেশে আমার সাথে চলো, আমার অনুকরণ করো।' ঠিক বাধ্য উটের মতো গাছটি নবিজির সাথে চলতে লাগল।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাছটিকে টেনে আরেকটি গাছের নিকট নিয়ে এলেন। যখন দুই গাছের দূরত্ব উভয় দিকে সমান হলো, তখন ঠিক পূর্বের ন্যায় এই গাছটিরও ডাল ধরে দুটি গাছকে কাছাকাছি করলেন। তারপর বললেন, 'আল্লাহর নির্দেশে দুজন মিলিত হয়ে আমাকে আড়াল করো।'

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি ভয়ে ভয়েই এগুচ্ছিলাম যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার আগমন টের পেয়ে আরও দূরে যাবেন। আমি মনে মনে এমনটি ভাবছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার শরীর কেমন যেন নড়েচড়ে উঠল। হঠাৎ দেখি আমি নবিজির সামনে, গাছ দুটি আলাদা হয়ে গেছে এবং উভয়েই আপন আপন শেকড়ে দাঁড়িয়ে গেছে।'[৩২]

---

[৩২] *সহিহ মুসলিম* : ১৪/২৯৫; *দালাইলুন-নবুওয়্যাহ লিলবাইহাকি* : ৬/১৩৩; *ইবনে হিব্বান* : ২৭/৮১; *মিশকাত* : ৩/২৮০; *আস-সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকি* : ১/৯৪।

Scanned with CamScanner

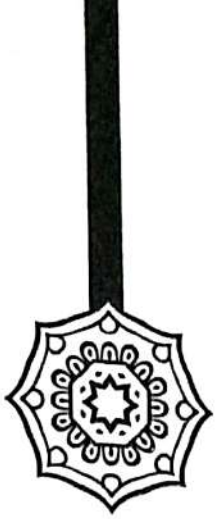

পানি

প্রচণ্ড রোদ এবং তাপদাহের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণকে সঙ্গে নিয়ে সফরে বের হলেন। সফর ছিল দীর্ঘ। কিন্তু পথে কোথাও পানি ও কূপ ছিল না। সাহাবিগণ নবিজির নিকট পিপাসার কথা জানালেন। এর সমাধান করা ছাড়া কোনো পথও ছিল না।

একজায়গায় যাত্রাবিরতি করলেন। অতঃপর আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু-সহ আরেকজন সাহাবিকে ডাকলেন। তারপর বললেন, 'দুজনে পানির খোঁজে যাও।' আলি এবং তাঁর সাথি পানির খোঁজে গেলেন। খুঁজতে খুঁজতে দুই টিলার মাঝে তাঁরা একজন মহিলাকে পেলেন। তার উটের ওপর পানি ছিল।

তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, 'পানি কোথায় আছে?'

মহিলা জবাব দিলো, 'পানি এবং তাদের মাঝের দূরত্ব এক দিন ও এক রাতের পথ।'

তাঁরা বললেন, 'আমাদের সাথে চলুন।'

মহিলা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

তাঁরা বললেন, 'আল্লাহর রাসুলের কাছে।'

মহিলা বলল, 'যাকে সাবিয়ি তথা বিধর্মী বলা হয়?'

মুশরিকরা নবিজিকে এই নামেই ডাকত। আস-সাবিয়ি অর্থাৎ তাদের ধর্মকে পরিবর্তনকারী। সাহাবিগণ তার সাথে কথা দীর্ঘ না করে বললেন, 'আপনারা যা বোঝেন তিনি সে-ই, চলুন।'

Scanned with CamScanner

মহিলাটি উটে বসেই তাদের সাথে চলল। সাহাবিগণ তাকে নিয়ে নবিজির কাছে এলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা বলল, 'পানি অনেক দূরে।' সাথে এ কথাও বলল, 'সে দুর্বল এবং এতিমের মা।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানিভর্তি দুটি বোতল নিলেন এবং তাঁর দুই হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর পানি রাখার বাসন আনতে বললেন, তখন দুই বোতলের মুখ দিয়ে পানির ফোয়ারা ছুটল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে বললেন—

اسْقُوْا وَاسْتَقُوْا

'পানি পান করো এবং সংগ্রহ করো।'

সাহাবিগণ পাত্র নিয়ে এলেন এবং কেউ পান করলেন আর কেউ পাত্র পূর্ণ করলেন, যাঁর যেটা মন চাইল সেটাই করলেন।

মহিলাটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল যে, তার পানি দিয়ে এ কী করা হচ্ছে! সাহাবিগণ দেখলেন যে, তাদের সমস্ত পাত্র পূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু মহিলার পানপাত্রে কোনো পরিবর্তন আসেনি, পানি কমেওনি, বাড়েওনি।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাটির প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলেন, যদিও তার পানি একটুও কমেনি। সুতরাং সাহাবিগণকে বললেন, 'তার জন্য কিছু জমা করো।'

সাহাবিগণ শুকনো খেজুর, আজওয়া খেজুর, ময়দা এবং রুটি জমা করলেন। এভাবে তার জন্য অনেক খাবার জমা করে একটি কাপড়ে বেঁধে তার উটে তুলে দিলেন এবং মহিলার সামনে রেখে দিলেন।

তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাকে বললেন, 'মনে রেখো, তোমার পানি থেকে আমরা পান করিনি, আল্লাহ তাআলাই আমাদের পান করিয়েছেন।' মহিলা তার পরিবারের নিকট পৌঁছতে কিছু সময় বিলম্ব হলো। তারা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি বিলম্ব করলে কেন?'

মহিলা বলল, 'সে একবিস্ময়কর ঘটনা। আমার সাথে দুজন লোকের সাক্ষাৎ হলো। তাঁরা আমাকে ওই লোকটির নিকট নিয়ে গেল, যাকে সাবিয়ি বলা হয়। তারপর সে এমন এমন করল। আল্লাহর কসম, সে হয়তো আকাশ ও জমিনের সবচেয়ে বড় জাদুকর অথবা সে সত্যিই আল্লাহর রাসুল।'

পরবর্তী সময়ে ওই মহিলা এবং তার পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে।[৩৩]

---

[৩৩] *সহিহ বুখারি*: ২/৭১।

Scanned with CamScanner

আবু কাতাদার পানপাত্র

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণকে সঙ্গে নিয়ে সফরে যাত্রা করলেন। তাঁদের সাথে পানি ছিল খুব কম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের সামনে ভাষণ দিয়ে বললেন—

إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ وَتَأْتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا.

'তোমরা দিনরাত চলতে থাকবে। আল্লাহ চাহেন তো আগামীকাল পানির কাছে পৌঁছবে।'[৩৪]

সাহাবিগণ চলতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের সফর ছিল সুদীর্ঘ। তীব্র পিপাসা লাগল। অজু করার মতো পানিও তাঁরা পেলেন না।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু কাতাদার ছোট পানপাত্রটি চাইলেন। আবু কাতাদা সেটি নবিজির সামনে হাজির করলেন। তাতে অল্প কিছু পানি ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে সামান্য পানি দিয়ে অজু করলেন এবং কিছু পানি রেখে দিলেন। তারপর বললেন, 'আবু কাতাদা, আমাদের জন্য তোমার পানপাত্রটি সংরক্ষণ করে রেখো, এর কাজ আছে।'

এরপর তাঁরা আবার সফর শুরু করলেন। সূর্য বাড়তে লাগল। প্রতিটি বস্তু গরম হয়ে উঠেছে। সাহাবিগণ বলতে আরম্ভ করেছেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমরা পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছি, আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।'

---

[৩৪] *সহিহ মুসলিম*: ৩/৪৫১।

Scanned with CamScanner

নবিজি বললেন, 'তোমরা ধ্বংস হবে না।'

তারপর বললেন, 'আমার অজুর পাত্রটি দাও।' এরপর আবু কাতাদার পানপাত্রটি চাইলেন।

আবু কাতাদা সেটা উপস্থিত করলেন। ছোট পাত্র। সামান্য পানিই তাতে অবশিষ্ট আছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটি নিলেন। তারপর মুখ খুলে উবু করে ধরতেই পানি প্রবাহিত হতে শুরু করল। সাহাবিগণ যখন পানি দেখলেন, ঠেলাঠেলি করে সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

أَحْسِنُوا الْمَلَأَ كُلُّكُمْ سَيَرْوَى.

'সকলেই সুন্দরভাবে নাও, প্রত্যেকেই পরিতৃপ্ত হবে।'

তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রে পানি ঢালছিলেন আর আবু কাতাদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান করাচ্ছিলেন। এমনকি তাঁরা দেখলেন যে, সকলে তাঁদের পাত্রগুলোও পূর্ণ করে নিয়েছেন। শেষপর্যন্ত আবু কাতাদা এবং রাসুলুল্লাহ ছাড়া কেউ বাকি থাকলেন না। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি ঢালা আরম্ভ করলেন এবং আবু কাতাদাকে বললেন, 'তুমি পান করো।'

তিনি বললেন, 'আপনি পান না-করা পর্যন্ত আমি পান করব না, হে আল্লাহর রাসুল।'

নবিজি বললেন, 'সমাজের সাকি (পানি বণ্টনকারী) সকলের পরেই পান করে।'

আবু কাতাদা বলেন, 'বাধ্য হয়ে আমি পান করলাম, নবিজিও পান করলেন এবং ৩০০ মানুষের সকলেই পান করলেন।'

এটা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকত এবং প্রকাশ্য মুজিজা।[৩৫]

[৩৫] *সহিহ মুসলিম*: ৩/৪৫১।

Scanned with CamScanner

তাবুক যুদ্ধ—বিস্ময়ের আধার

এই যুদ্ধে মুসলিমরা কঠিন ক্ষুধা, পিপাসা এবং কষ্টের মুখোমুখি হয়। পথ ছিল সুদীর্ঘ, যোদ্ধাসংখ্যা ছিল অনেক বেশি।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সফরে জোহর ও আসরের নামাজ একত্রে আদায় করেছেন এবং মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে আদায় করেছেন। এরপর সাহাবিগণকে বললেন—

إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِيَ النَّهَارُ فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ.

'তোমরা আগামীকাল ইনশাআল্লাহ আইনে তাবুকে পৌঁছবে। তোমরা দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে যাবে না। আর যদি কেউ আগেই সেখানে পৌঁছে যায়, সে যেন আমি আসার আগ পর্যন্ত সেখান থেকে কিছুই স্পর্শ না করে।[৩৬]

সৈন্যদল কিছু দূর অগ্রসর হয়েছেন। যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের সাথে মিলিত হলেন, ততক্ষণে দুজন মানুষ আইনুলমা-ঝরনা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ঝরনাতে পানি ছিল খুব কম। সেখান থেকে পানিও আসছিল খুব কম। নবিজি সাল্লাল্লাহু এ অবস্থা দেখে তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি পানিতে হাত দিয়েছিলে?'

---

[৩৬] *সহিহ মুসলিম*: ১১/৩৯০।

Scanned with CamScanner

তাঁরা বললেন, 'হ্যাঁ।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'নিষেধ করার পরও তোমরা কীভাবে এখানে হাত দিলে?' এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের মাঝে পানি স্পর্শ না করার ঘোষণা দিলেন এবং ওই দুজনকে তিরস্কার করলেন ও উত্তম-মাধ্যম কিছু কথা বললেন। সাহাবিগণ পিপাসার্ত ছিলেন। তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিলে সকলেই আঁজলা দিয়ে অল্প অল্প পানি আনলেন এবং ছোট একটি পাত্রে রাখলেন। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে হাত-মুখ ধুলেন। তারপর এই ব্যবহৃত পানি ঝরনায় ফেলে দিলেন। নবিজির ব্যবহৃত পানি ঝরনার পানিতে পড়ামাত্রই প্রবলবেগে ঝরনা প্রবাহ হতে লাগল।

সাহাবিগণ পানি সংগ্রহ করলেন, পান করলেন, পরিতৃপ্ত হলেন এবং অজু করলেন। এরপর নবিজি মুয়াজকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে মুয়াজ, যদি তুমি দীর্ঘ হায়াত পাও, তাহলে এই স্থানটাকে ফসল এবং বাগানে ভরপুর দেখবে।'

Scanned with CamScanner

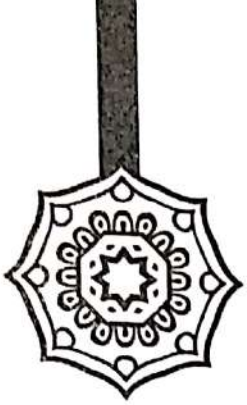

এত খাবার!

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা খন্দক যুদ্ধের সময় পরিখা খনন করছিলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড শক্ত একটি পাথর বের হলো। সাহাবিগণ নবিজির নিকট গিয়ে বললেন, 'প্রচণ্ড শক্ত একটি পাথরের সম্মুখীন হয়েছি।' নবিজি বললেন, 'আমি আসছি।' নবিজি রওয়ানা হলেন, তখন তাঁর পেটে ক্ষুধার তাড়নায় পাথর বাঁধা ছিল, আমরাও তিন দিন যাবৎ কোনো খাবারের স্বাদ আস্বাদন করতে পারিনি।

'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতিয়ার নিয়ে খুব জোরে আঘাত করলে পাথরটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, অনুমতি হলে আমি একটু বাড়ি যাব।'

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি স্ত্রীকে বললাম, 'নবিজির ক্ষুধার জ্বালা আমি আর সহ্য করতে পারছি না।' স্ত্রী বললেন, 'আমার কাছে কিছু জব এবং ছোট বকরির বাচ্চা আছে।'

সুতরাং আমি বকরির বাচ্চাটি জবাই করলাম এবং জব দিয়ে রুটি তৈরি করলাম। এরপর গোশতের টুকরোগুলো পাতিলে তুলে দিয়ে নবিজির কাছে ফিরে চললাম। স্ত্রী বলল, 'তুমি আবার নবিজির সাথে সাহাবিগণকে নিয়ে এসে আমাকে অপমান করো না যেন।'

জাবের বলেন, আমি গিয়ে নবিজিকে গোপনে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, কিছু খাবারের আয়োজন করেছি, আপনি এবং সাথে দু-একজনকে নিয়ে তাশরিফ রাখুন।'

নবিজি বললেন, 'কতটুকু খাবার রান্না করেছ? আমি তাঁকে বকরির বাচ্চা এবং সামান্য রুটির কথা বললাম। নবিজি বললেন, 'ভালো! অনেক খাবার তো!' এরপর রাসুল

Scanned with CamScanner

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'হে পরিখাবাসীরা, জাবের তোমাদের জন্য খাবার তৈরি করেছে, তোমরা চলো।'

তারপর নবিজি বললেন, 'আমি আসার আগ পর্যন্ত পাতিল ও রুটি চুলা থেকে নামাবে না।'

এরপর মুহাজির এবং আনসারগণ রওয়ানা হলেন। জাবের যখন স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন, 'সর্বনাশ! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল মুহাজির ও আনসারকে সাথে নিয়ে আসছেন।'

স্ত্রী বললেন, 'আমি আপনাকে যেভাবে বলতে বলেছি, আপনি সেভাবে বলেননি?'

জাবের বললেন, 'আমি তোমার কথামতোই কাজ করেছি।'

জাবের বললেন, 'আমি নবিজির সামনে আটার খামিরা পেশ করলাম। নবিজি তাতে থুথু মোবারক দিলেন এবং বরকতের দুআ করলেন। এরপর পাতিলের কাছে এসে তাতেও থুথু মোবারক দিলেন এবং বরকতের দুআ করলেন।'

নবিজি বললেন, একজনকে ডাকো, সে যেন আমার সাথে থেকে রুটি বণ্টন করে আর তুমি পাতিল থেকেই গোশত বণ্টন করো; কিন্তু সেটা চুলা থেকে নামাবে না।

পরিখা খননকারী সাহাবি ছিলেন ১ হাজার। জাবের আল্লাহর কসম খেয়ে বলেন, 'সকলেই তৃপ্তিসহ খেলেন, খাবার বেঁচে গেল এবং তাঁরা ফিরে গেলেন। আমাদের পাতিল পূর্বের ন্যায় ঢাকাই ছিল এবং আমাদের আটার খামিরা রুটি তৈরির যোগ্যই ছিল সেই আগের মতোই।'[৩৭]

[৩৭] *সহিহ বুখারি*: ১৩/৫।

Scanned with CamScanner

এত দুধ!

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ওই আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি ক্ষুধার জ্বালায় মাটিতে ভর করে চলতাম। ক্ষুধার তাড়নায় পেটে অনেক বড় পাথর বেঁধে রেখেছিলাম।

আমি একদিন ক্ষুধার তাড়নায় সাহাবিগণের চলার পথে বসে থাকলাম। আমার পাশ দিয়ে আবু বকর যেতে লাগলেন। আমি তাঁকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আমি তাঁকে কেবল এ জন্যই জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তিনি আমার অবস্থা জিজ্ঞেস করবেন; কিন্তু তিনি এমন কিছুই করলেন না।

এরপর আমার পাশ দিয়ে উমর যেতে লাগলেন। আমি তাঁকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আমি তাঁকে কেবল এ জন্যই জিজ্ঞেস করছিলাম যে, তিনি আমার অবস্থা জিজ্ঞেস করবেন; কিন্তু তিনিও এমন কিছু করলেন না।

এরপর আমার পাশ দিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে তিনি মুচকি হাসলেন এবং আমার চেহারার ও মনের ভাব বুঝে ফেললেন।

তারপর বললেন, 'হে আবু হুরাইরা,' আমি বললাম, 'জি, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি হাজির।' নবিজি বললেন, 'চলো আমার সাথে।'

নবিজি চলতে লাগলেন। আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। নবিজি বাড়িতে প্রবেশ করলেন, আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিলে আমিও প্রবেশ করলাম। বাটিতে কিছু দুধ পেলেন। নবিজি পরিবারের লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'দুধ কোথা থেকে এসেছে?'

বাড়ির লোকজন বলল, 'অমুক আপনার জন্য হাদিয়া পাঠিয়েছে।'

নবিজি বললেন, 'হে আবু হুরাইরা,' আমি বললাম, 'জি, ইয়া রাসুলাল্লাহ,'

Scanned with CamScanner

নবিজি বললেন, 'আহলুস-সুফফাদের কাছে গিয়ে তাঁদের ডেকে আনো।'

আবু হুরাইরা বলেন, আহলুস-সুফফা হলো ইসলামের মেহমান। তাঁরা পরিবার বা সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। যখন তাঁদের কাছে সদকার কিছু আসে, তখন সেখান থেকে আহার করেন। যখন নবিজির কাছে কোনো হাদিয়া আসে তাঁদের জন্য পাঠিয়ে দেন এবং তাঁদের হাদিয়ার মধ্যে শরিক করেন। যখন নবিজি তাঁদের ডাকতে পাঠালেন, আমার কাছে খারাপ লাগল।

মনে মনে বললাম, এই অল্প দুধে আহলে সুফফার কী হবে! আমি এই দুধের অধিক হকদার, যেন তা পান করে একটু শক্তি সঞ্চয় করব। যখন আহলে সুফফা আসবে, নবিজি আমাকে নির্দেশ করবেন সকলকে পান করাতে। আমি তাঁদের পান করাব। আমি কল্পনাও করতে পারছি না যে, দুধ আমার পর্যন্ত পৌঁছবে!

কিন্তু আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের আনুগত্য না করেও কোনো উপায় ছিল না। আমি তাঁদের ডাকলাম। তাঁরা এলেন। নবিজি অনুমতি দিলে তাঁরা ঘরে আপন আপন স্থান গ্রহণ করলেন।

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আবু হুরাইরা,' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি হাজির।'

নবিজি বললেন, 'ধরো এবং সকলকে পান করাও।'

সুতরাং আমি দুধের পেয়ালাটি নিলাম এবং সকলের সামনে উপস্থাপন করতে থাকলাম। একজন পরিতৃপ্ত হয়ে পান করল। আমি পেয়ালাটি আরেকজনকে দিলাম, সে-ও পরিতৃপ্ত হয়ে পান করে পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলো। আমি আরেকজনকে পেয়ালাটি দিলাম। সে-ও পরিতৃপ্ত হয়ে পান করে পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলো।

পরিশেষে নবিজির কাছে আসলাম। কওমের সকলেই পরিতৃপ্ত হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রটি নিয়ে নিজ হাতে রাখলেন, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, 'আবু হুরাইরা'

আমি বললাম, 'হাজির, হে আল্লাহর রাসুল।'

নবিজি বললেন, 'আমি আর তুমি রয়ে গেছি।'

বললাম, 'সত্যিই বলেছেন, হে আল্লাহর রাসুল।'

নবিজি বললেন, 'বসে পান করা শুরু করো।' সুতরাং আমি বসে পান করলাম। নবিজি বললেন, 'আরও পান করো।' আমি আরও পান করলাম। নবিজি বলতে থাকলেন, 'আরও পান করো।' আমি পান করতে থাকলাম। শেষপর্যন্ত বলতে বাধ্য হলাম, 'ওই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আর পারছি না!'

Scanned with CamScanner

তাবুকে আরেকবার

তাবুক যুদ্ধে মুসলিমরা কঠিন ক্ষিধা ও পিপাসায় আক্রান্ত হলেন। তাই সাহাবিগণ উট জবাই করে খাওয়ার চিন্তা করলেন। তাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চেয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি অনুমতি দিলে আমরা উট জবাই করব। সেটির মাংস খাব এবং চর্বি ব্যবহার করব।' তাঁরা প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত ছিলেন। তীব্র রোদের কারণে পিপাসা তাঁদের অবস্থা নাজুক করে ফেলছিল। তাঁরা সব উটও জবাই করছিলেন না; বরং ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য কিছু উট।

নবিজি বললেন, 'ঠিক আছে, তোমরা কাজে লেগে যাও।' সাহাবিগণ কয়েকটি উট জবাই করার মনস্থ করলেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণের প্রতি ছিলেন দয়াপরবশ; কিন্তু তিনি সকলের মতামত জানার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, যেন সকলের অভিব্যক্তি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবিজির কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, যদি এমন করেন, তাহলে বাহন কমে যাবে।' অর্থাৎ এভাবে তাঁরা উট জবাই করা শুরু করলে সফর পূর্ণ করার জন্য বাহন পাওয়া যাবে না।

'তাই তাঁদের বলুন, যার কাছে যে পরিমাণ অতিরিক্ত খেজুর বা রুটি আছে, জমা করুক। তারপর হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন তিনি তাতে বরকত দান করেন।'

নবিজি বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

Scanned with CamScanner

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চামড়ার দস্তরখান মাটিতে বিছিয়ে সবাইকে তাঁদের কাছে থাকা খাবারগুলো জমা করতে বললেন।

সুতরাং কেউ এক মুঠো ভুট্টা নিয়ে এল, কেউ এক মুঠো খেজুর নিয়ে এল, কেউ রুটির টুকরো নিয়ে এল; সব মিলিয়ে দস্তরখানে কিছু খাবার জমা হলো।

তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারগুলোতে বরকতের দুআ করলেন এবং বললেন, 'তোমরা পাত্রে খাবার নিয়ে নাও।'

সবাই নিজ নিজ পাত্রে খাবার নিতে থাকলেন। যুদ্ধে আসা সকলেই পাত্র পুরো করে খাবার নিলেন। সকলেই খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন। তারপরও দস্তরখানে খাবার থেকেই গেল!

তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّيْ رَسُولُ اللهِ لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْجَبَ عَنْ الْجَنَّةِ.

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি তাঁর রাসুল। যে ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে এই দুটি কথা বলবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।' [৩৮]

[৩৮] *সহিহ বুখারি*: ২০/৮৭।

Scanned with CamScanner

আবু জাহেলের সাথে

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ - إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ - الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ .

'অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না। বিদ্রুপকারীদের জন্য আমি আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট, যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ সাব্যস্ত করে। অতএব অতিসত্বর তারা জেনে নেবে।' [সুরা হিজর : ৯৪-৯৬]

এই উম্মাতের ফেরাউন আবু জাহেলের সাথে যা ঘটেছে তার কিছু উদাহরণ—

আবু জাহেল ছিল চরম পর্যায়ের অহংকারী। একদিন সে কাবাচত্বরে তার সাথিদের কাছে গিয়ে বলল, 'মুহাম্মদ কি তোমাদের সামনে নিজের দাপট প্রতিষ্ঠিত করবে?'

তারা বলল, 'হ্যাঁ।'

আবু জাহেল রাগান্বিত হয়ে বলল, 'লাত ও উজ্জার শপথ, যদি মুহাম্মদকে এমন করতে দেখি, তাহলে তার ঘাড়ে পা দিয়ে চাপা দেব।'

আবু জাহেল ধ্বংস হোক! তার চরিত্র কতই না নিকৃষ্ট!

কিছুদিন পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশান্ত চিত্তে হেঁটে হেঁটে কাবাচত্বরের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাকবির বলে নামাজ আরম্ভ করলেন। এরপর সিজদাবনত হয়ে অনুনয়-বিনয় করে স্বীয় রবকে ডাকতে লাগলেন।

Scanned with CamScanner

এই দৃশ্যটি অন্যদের তুলনায় আবু জাহেলের বীরত্বের জন্য আকস্মিক চ্যালেঞ্জ ছিল।

আবু জাহেল দম্ভভরে মাটিতে পা ফেলে এগিয়ে চলল। সে চিন্তা করল, অবশ্যই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাঁধে পা দিয়ে মাড়াতে সফল হবে! আবু জাহেল নবিজির দিকে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ চিৎকার করে পেছনের দিকে সরে এল এবং দু-হাত দিয়ে সামনের দিক থেকে আসা কি যেন বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। মনে হচ্ছিল আগুন বা কষ্টদায়ক কিছু তাকে আঘাত করছে।

সে মাথা নিচু করে সাথিদের কাছে গেল। চেহারা ছিল বিবর্ণ। সাথিরা তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী হয়েছে তোমার?'

আবু জাহেল ঘাবড়ানো অবস্থায় বলল, 'আমার ও মুহাম্মদের মাঝে আগুনের গর্ত ছিল, তার সুড়ঙ্গ এবং শাখা-প্রশাখা ছিল।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ শেষ করে বললেন, 'আবু জাহেল যদি আমার কাছে আসত, ফেরেশতাগণ তার একেকটা অঙ্গ ছিঁড়ে ফেলত।'

তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেছেন—

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى - عَبْدًا إِذَا صَلَّى - أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى - أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى - أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى - أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى - كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ - نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ - فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ - سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ - كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ .

'আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে এক বান্দাকে, যখন সে নামাজ পড়ে? আপনি কি দেখেছেন, যদি সে সৎপথে থাকে অথবা আল্লাহভীতি শিক্ষা দেয়? আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়? সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন? কখনোই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই, মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ। অতএব, সে তার সভাসদদের আহ্বান করুক, আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদের, কখনোই নয়; আপনি তার আনুগত্য করবেন না, আপনি সেজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন।' [সুরা আলাক : ৯-১৯]

Scanned with CamScanner

সুরাকা বিন মালেকের ঘটনা

কুরাইশরা ঘোষণা করল, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ বা তার সাথি আবু বকরকে পাকড়াও করে আনতে পারবে, তাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হবে। মানুষের মন পুরস্কার পাওয়ার লোভে উতলা হয়ে উঠল। যারা পুরস্কারের লোভে নবিজির পিছুধাওয়া করেছে, সুরাকা বিন মালেকও তাদের একজন।

সুরাকা বিন মালেক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকরের নাগাল পেতে সফল হয়। ধীরে ধীরে তাঁদের নিকটবর্তী হতে থাকে। সে ছিল ঘোড় সওয়ারি।

আবু বকর নবিজিকে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের কাছকাছি চলে এসেছে।'

নবিজি বললেন, 'চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।' এরপর নবিজি সুরাকার বিরুদ্ধে বদদুআ করলেন। ফলে সুরাকার ঘোড়ার পা দুটি মাটিতে দেবে গেল। এমনকি ঘোড়া পেট পর্যন্ত জমিনে ঢুকে পড়ল। সুরাকা মুক্তি পাওয়ার জন্য খুব চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

সুরাকা চিৎকার করে নবিজিকে ডেকে বলল, 'আমি নিশ্চিত, তোমরা দুজন আমার বিরুদ্ধে বদদুআ করেছ। এবার আমার মুক্তির জন্য দুআ করো। অন্য কেউ তোমাদের খোঁজে এলে আমি তাদের ফিরিয়ে দেব।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুক্তির জন্য দুআ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল।

সুরাকা মক্কার দিকে ফিরে গেল। কুরাইশ গোত্রের যাকেই নবিজির খোঁজে যেতে দেখত তাকেই বলত, 'এ দিকে অনেক হয়েছে, অন্যদিকে যাও।'[৩৯]

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিকে মুক্তি দিলেন এবং তাঁর ওয়াদা সত্য প্রমাণিত করলেন—

وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

'আল্লাহ তাআলা তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন।' [সুরা মায়েদা : ৩৭]

---

[৩৯] *সহিহ বুখারি* : ১১/৪৪৭।

Scanned with CamScanner

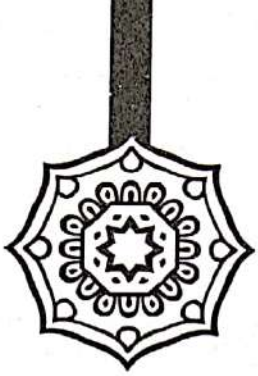

তোমাকে কে বাঁচাবে?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণকে নিয়ে একযুদ্ধে গেলেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তাঁরা একটি উপত্যকায় যাত্রাবিরতি করলেন। সাহাবিগণ আলাদা আলাদা হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

নবিজিও একটি গাছের ছায়ায় গিয়ে শয়ন করলেন এবং তাঁর তলোয়ারটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখলেন। নবিজি ঘুমিয়ে আছেন; ইতোমধ্যেই একমুশরিক তাঁদের অনুসরণ করতে করতে এখানে পৌঁছে গেল।

সে নবিজির কাছে চলে এল এবং শিয়রের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নবিজি তখনো ঘুমিয়ে আছেন। সে গাছে ঝুলানো নবিজির তলোয়ারটি হাতে নিল এবং খাপ থেকে বের করে নবিজির মাথার ওপর উঁচু করে বিজয়ী হওয়ার নেশায় চিৎকার করে বলে উঠল—

مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟

'আমার থেকে কে তোমাকে বাঁচাবে?'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চোখ খুললেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন একলোক তলোয়ার নিয়ে তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে আর সাহাবিগণ বিভিন্ন স্থানে বিশ্রাম করছেন। লোকটি নিশ্চিত ছিল, তার হাত থেকে নবিজি মুক্তি পাবেন না, মুক্তি পাওয়ার কোনো পথ তার সামনে খোলা নেই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখ থেকে কেবল তিনটি কথাই শুনেছেন—'কে, তোমাকে বাঁচাবে, আমার থেকে?'

নবিজি একেবারে প্রশান্তভাবে পূর্ণ আস্থা নিয়ে বললেন, 'আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ!'

Scanned with CamScanner

নবিজির এমন কথা শোনামাত্র লোকটি কেঁপে উঠল এবং তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল।

এবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে তলোয়ার হাতে নিয়ে বললেন, 'তোমাকে আমার থেকে কে বাঁচাবে?'

লোকটি হতভম্ব হয়ে গেল। কী বলবে বুঝতে পারছিল না। লাত, উজ্জা! লাত ও উজ্জা কীভাবে বাঁচাবে? তাই লোকটি একেবারে নিরুপায় হয়ে বলল, 'কেউ নেই। আপনিই ভালো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।'

নবিজি বললেন, 'ইসলাম গ্রহণ করবে?'

সে বলল, 'না; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করছি, কখনো আপনার সাথে যুদ্ধ করব না এবং সেই কওমের সাথেও থাকব না, যারা আপনার সাথে যুদ্ধ করে।' লোকটি ছিল তার কওমের সর্দার। নবিজি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সে তার কওমের কাছে চলে গেল, তবে অল্প কিছুদিন পরই সে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলো।

Scanned with CamScanner

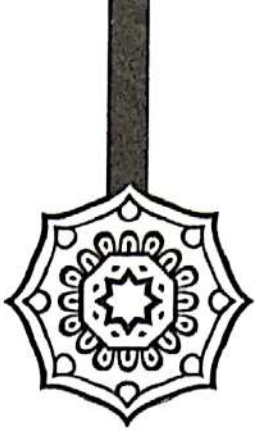

মেয়েটির কোনো সন্তান নেই

যেসব গণক, জ্যোতিষী এবং ভাগ্যবর্ণনাকারী দাবি করে, তারা অদৃশ্যের সংবাদ জানে; একবার একখলিফার দরবারে তাদের একজন গেল। সেখানে প্রবেশ করেই দেখল, খলিফার কোলে একটি শিশু। জ্যোতিষী কোনোভাবে খলিফার দৃষ্টি আকর্ষণ করার ইচ্ছা করল। সে সামনে এগিয়ে গিলে বলল, 'হে খলিফা'

খলিফা : হ্যাঁ।

জ্যোতিষী : আমি কি এই শিশুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলব?

খলিফা : হ্যাঁ, বলো।

জ্যোতিষী তারকার দিকে তাকিয়ে আঙুল গণনা করতে শুরু করল এবং বিস্ময়কর সব কথাবার্তা বলতে লাগল। পরে বলল, 'হায়, শিশুটি খুব দ্রুত বড় হবে, একজন বিচক্ষণ অশ্বারোহী হবে এবং একই সাথে দুই তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধকারী হবে। এমনকি সে যুদ্ধ করার সময় লাগাম ধরে বসে থাকার প্রয়োজন বোধ করবে না। সে অতিসত্বর অমুক দেশের অমুক রাজার মেয়েকে বিয়ে করবে এবং সেখানকারও রাজা হবে।' জ্যোতিষী আরও বলল, 'শিশুটি এই এই রিজিক পাবে, এতগুলো ছেলেমেয়ে পাবে, তার জীবদ্দশাতেই রাষ্ট্র অনেক বড় হবে।' এভাবে সে দীর্ঘ আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকল। মোটকথা, শিশুকে সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বানিয়ে দিলো। পরিশেষে বখশিশের অপেক্ষায় থাকল।

খলিফা : হে মিথ্যুক, এটা কন্যাসন্তান, পুত্রসন্তান নয়!

মূলত এসব জ্যোতিষরা অনুমান করে ঢিল মারে এবং অধিকাংশ সময় মানুষের বুদ্ধি নিয়ে খেলা করে।

Scanned with CamScanner

বিনোদন ছাড়ুন

কখনো দেখা যায়, কিছু মানুষ রাশিবিষয়ক লেখা পত্রিকাগুলো পড়ে এবং বলে, আমি বিনোদনের জন্য এগুলো পড়ি। প্রকৃত অবস্থা জানার অধ্যায়, অমুক অধ্যায় ইত্যাদি। সে জানে, তার জন্ম অমুক মাসে। আর অমুক মাসে জন্ম হলে অমুক রাশির সাথে মিলে যায়। সে এই উদ্দেশ্যে পড়ে যে, অতিসত্বর সে ভালো কোনো সংবাদ পাবে। এটা কার্যত বাস্তব হবে।

অথবা তার মা বলে, তুমি অমুক স্থানে যাবে। অথবা তার স্ত্রী তার কাছে এ রকম আবেদন করবে অথবা এমন কোনো জিনিসের কথা বলবে, যা সাধারণত মানুষের জীবনে ঘটেই থাকে। কিন্তু জ্যোতিষী তার চিন্তা-চেতনা একটি সময়ের সাথে বেঁধে দিয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে সে মিথ্যাবাদী হওয়ার বদলে ৯০ ভাগ নিশ্চিত হতে চাইছে। তারপর এই অবস্থান থেকে নেমে ৮০ ভাগ নিশ্চিত হতে চাইছে। তারপর এই অবস্থান থেকে নেমে ৭০ ভাগ নিশ্চিত হতে চাইছে। এরপর সেখান থেকে নেমে শতকরা ১০ ভাগ নিশ্চিত হতে চাইছে।

তারপর রাশি নিয়ে লেখা পত্রিকাগুলো অনুসন্ধান করে সেখানে আশার আলো খোঁজার চেষ্টা করে। যখন সে একশতে একশ ভাগ ব্যর্থ হয় এবং ধারণাগুলো মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তখন অন্তরে একপ্রকার সত্যায়ন সৃষ্টি হয়। এজন্যই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Scanned with CamScanner

'যে ব্যক্তি জ্যোতিষী বা গণকের কাছে গেল এবং তার কথাকে সত্যায়ন করল; সে মুহাম্মদের প্রতি প্রেরিত দ্বীন অস্বীকারকারী কাফির হয়ে গেল।'[৪০]

যদি কেউ এ বিশ্বাস রাখে যে, জ্যোতিষী হলো মিথ্যাবাদী, তারপরও তাকে জিজ্ঞেস করা বৈধ নয়।

কোনো কোনো পর্যটক কেবল পর্যটনের উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন শহরে সফর করে; হোক তারা আরব বা অনারব। রাস্তায় তাদের কাছে এসে কেউ বলে, 'আপনি যদি চান আপনার হাত দেখে ভাগ্য গণনা করব।' অনেকেই তখন বলে, 'ঠিক আছে, আমার হাত দেখে ভাগ্য গণনা করো।'

এরপর গণক হাত দেখে ভাগ্য গণনা শুরু করে এবং তার কাছে এমন সব সংবাদ পরিবেশন করে, যেগুলো সাধারণত সেই শহরে ঘটে থাকে অথবা নির্দিষ্ট কোনো ঘটনাও উপস্থাপন করে। এরপর বলে, 'আপনি আগামী দুই বছরের মাঝে বিয়ে করবেন। আমি কি আপনার হবু স্ত্রীর গুণগুলো বলব?'

অনেকে জ্যোতিষীর নিকট গিয়ে বলে 'আমার করণীয়-বর্জনীয় বলো।' তখন গণক তাকে বলে, 'এই এই করো। কেননা, এই কাজ তোমার অমুক কাজ দ্রুত সফল হতে সহায়তা করবে।' এই মিথ্যাবাদী গণকরা কখনো কখনো মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্যও হয়ে যায়। ফলে সে ব্যক্তি গণকের কথামতো কাজগুলো করা শুরু করে। তার অন্তরে এ ব্যাপারে একপ্রকার ক্ষীণ বিশ্বাসও সৃষ্টি হয়। অথচ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এটা নিষেধ করে বলেছেন—

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'যে ব্যক্তি জ্যোতিষী বা গণকের কাছে গেল এবং তার কথা সত্যায়ন করল; সে মুহাম্মদের প্রতি প্রেরিত দ্বীন অস্বীকারকারী কাফির হয়ে গেল।'[৪১]

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এগুলো থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। কেননা, এটা সবকিছুর আগে আকিদাকে নষ্ট করে দেয়।

[৪০] *মুসনাদে আহমদ*: ১৯/২১৪।
[৪১] *মুসনাদে আহমদ*: ১৯/২১৪।

Scanned with CamScanner

আঙুল যখন পানির ফোয়ারা

ইমাম বুখারি জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আমরা হুদাইবিয়াতে নবিজির সাথে ছিলাম। অজু করার জন্য নবিজির সামনে একটি পানপাত্র এগিয়ে দেয়া হলো।

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সাহাবিগণ নবিজির সামনে গিয়ে ভীড় করল। নবিজি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের কী হয়েছে?' তাঁরা বললেন, 'পুরো এলাকায় পান করা এবং অজু করার জন্য কেবল আপনার সামনে রাখা পানিটুকুই রয়েছে।' কারণ, তখন ছিল শীতকাল। তাঁদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাত পাত্রে প্রবেশ করালেন। জাবের বলেন, আল্লাহর কসম, আমি দেখলাম যে, নবিজির আঙুলের মাঝ দিয়ে পানির ফোয়ারা ছুটেছে। আল্লাহর কসম, আমরা ময়দানের সমস্ত পাত্র পূর্ণ করে নিলাম, পান করলাম, অজু করলাম।

বলা হলো, 'আপনারা কত জন ছিলেন?'

তিনি বললেন, 'আমরা ছিলাম ১৪০০ জন।'[৪২]

[৪২] *সহিহ বুখারি*: ১৩/৫৬; *মিশকাত*: ৩/২৭৯।

Scanned with CamScanner

রোগের শিফা

ইমাম বুখারি রহমাতুল্লাহি আলাইহি *সহিহ বুখারি শরিফে* বর্ণনা করেছেন, ইহুদি আবু রাফে তার দুর্ভেদ্য দুর্গে অবস্থান করত। সে সর্বদা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নানাভাবে কষ্ট দিত। কখনো ঘাতক পাঠিয়ে হত্যা করার অপচেষ্টা করত, কখনো গায়িকা-নর্তকী কিনে এনে তাদের দিয়ে নবিজির কুৎসা রটনা করে, তাঁকে তুচ্ছ করে এবং গালি দিয়ে গান গাওয়ার জন্য নিযুক্ত করত। এভাবে সর্বপ্রকার কষ্টই সে নবিজির প্রতি প্রয়োগ করার অপচেষ্টা করত।

একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের বললেন, 'আবু রাফে থেকে কে আমাকে মুক্ত করবে?'

তখন আবদুল্লাহ ইবনে আতিক বললেন, 'আমি, হে আল্লাহর রাসুল।'

আবদুল্লাহ বিন আতিক বলেন, আমি তাকে হত্যা করতে গেলাম। আমরা রাতের বেলা চলতাম এবং দিনের বেলা আত্মগোপন করে থাকতাম। আমরা সবার অগোচরে দুর্গের নিকট পৌঁছে গেলাম। এই দুর্ভেদ্য দুর্গের কেবল একটি গেট ছিল, যা দিনে মাত্র দু-বার খোলা হতো। একবার সকালে, যেন কৃষক এবং রাখালেরা বের হয়ে যেতে পারে, তারপর বন্ধ করা হতো। দ্বিতীয়বার সন্ধ্যায়, যেন তারা প্রবেশ করতে পারে। প্রহরী তাদের একেকজন করে পরিচয় নিয়ে বের করত এবং প্রবেশ করাত। প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে অচেনা কারও প্রবেশ করা অসম্ভব। সাহাবিগণ সেখানে গিয়ে পেরেশান হয়ে গেলেন, কীভাবে ভেতরে প্রবেশ করবেন!

আবদুল্লাহ বিন আতিক তাঁর সাথিদের বললেন, 'তোমাদের অবস্থানে বসে থাকো। আমি এগিয়ে গিয়ে দারোয়ানকে খুঁজে ভেতরে প্রবেশ করার কোনো উপায় অন্বেষণ করি।'

Scanned with CamScanner

সুতরাং আবদুল্লাহ দরজার কাছে চলে গেলেন। প্রহরী ছিল খুব চতুর ও সতর্ক। কেউ ভেতরে ঢুকলেই তাকে দেখত এবং চেনার চেষ্টা করত, কে সে!

আবদুল্লাহ ভেতরে প্রবেশ করার জন্য সুযোগের সন্ধানে থাকলেন।

সূর্যাস্তের সময় লোকজন তাদের জীবজন্তু এবং প্রাণীগুলো নিয়ে ফিরে এল এবং সেগুলো দুর্গের গোয়ালে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। দুর্গবাসী কয়েকজন ইহুদি তাদের একটি গাধা খুঁজে পাচ্ছিল না। তাই গাধা খোঁজার জন্য আগুনের মশাল নিয়ে বের হলো। এটা ছিল সূর্য অস্ত যাওয়ার পরের ঘটনা। তারা গাধাটি খুঁজছিল।

আবদুল্লাহ দুর্গের নিকটেই ছিলেন। তিনি বলেন, ভয় লাগছিল, হয়তো প্রহরী চিনে ফেলবে। তাই এমনভাবে মাথা নিচু করলেন, যেন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারছেন।

ইহুদিরা তাদের গাধাটি খুঁজে পেয়ে দুর্গের দিকে ফিরে চলল। তারপর দারোয়ান ডাকল, 'যে ঢুকতে চাও ঢুকে পড়ো।'

এরপর প্রহরী চিৎকার করে আবদুল্লাহকে বলল, 'তুমিও ঢুকলে ঢুকে পড়ো, আমি গেট লাগিয়ে দেবো। আবদুল্লাহ ইহুদিদের দুর্গে ঢুকে পড়লেন। তারপর লুকানোর জন্য ভেতরে নিরাপদ স্থান খুঁজতে থাকলেন। গেটের কাছেই গাধার আস্তাবল পেলেন, তিনি সেখানেই লুকিয়ে থাকলেন।

যখন লোকজন আপন আপন স্থানে চলে গেল, আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু খুঁজতে শুরু করলেন, প্রহরী দুর্গের চাবিগুলো কোথায় রেখেছে। প্রহরী চাবিগুলো নির্ধারিত স্থানে লুকিয়ে রাখার কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন বাতিগুলো নিভিয়ে নীরব হয়ে গেল। আবদুল্লাহ চাবিগুলো হাতে নিয়ে ভেতর থেকে দুর্গের গেট খুললেন এবং সামান্য অংশ খোলা রাখলেন।

চাঁদনি রাত ছিল। দুর্গের অভ্যন্তরীণ মানুষের ঘরগুলোর দরজার কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং সবগুলো ঘরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ করে দিলেন। এগুলো ছিল আবু রাফে ইহুদির সাথিদের ঘর।

আবদুল্লাহ বলেন, একপর্যায়ে আমি আবু রাফের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। তার ঘর ছিল উঁচুতে। মই বা সিঁড়ি ছাড়া সেখানে উঠা যেত না। আমি আবু রাফের আওয়াজ শুনতে পেলাম। সে তার কিছু সাথির সাথে গল্প করছিল। আমার মনে হলো, তাদের সংখ্যা ১০-১৫ জন হবে। বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র করছিল। বাতিগুলো জ্বলছিল। এতগুলো মানুষের সাথে মোকাবিলা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমি এমন স্থানে বসে পড়লাম, যেখানে তারা দেখতে পায়নি এবং বাতিগুলো নেভানোর প্রতিক্ষায় থাকলাম।

Scanned with CamScanner

আবু রাফে তার সাথিদের সাথে দীর্ঘরাত পর্যন্ত গল্প করল। একসময় তার সাথিরা আপন আপন ঘরে ফিরে গেল।

আমি যখন এটা দেখলাম, সেখানে উঠলাম এবং খুব সন্তর্পণে আগের ঘরের দরজাগুলো খুলতে খুলতে আবু রাফের ঘরের দিকে এগিয়ে চললাম। যখনই আমি কোনো দরজা খুলেছি ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে দিয়েছি। যেন রক্ষীরা জানতে পারলেও তাদের এখানে পৌঁছতে বিলম্ব হয়ে যায়।

আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠে যখন আবু রাফের ঘরের দরজার কাছে এলাম এবং আলতোভাবে দরজাটা খুললাম। তখন ভেতর ছিল পুরো আঁধারে ঢাকা, বাতিগুলো ছিল নির্বাপিত।

ইতিহাসবিদদের বর্ণনামতে, আবদুল্লাহ ইবনে আতিকের দৃষ্টিশক্তি ছিল দুর্বল। তাই তিনি বুঝতে পারলেন না যে, আবু রাফে কোথায়? চোখ ছিল দুর্বল আর আঁধার ছিল কঠিন!

আবদুল্লাহ বিন আতিক বলেন, আমি কৌশল করে তাকে ডাক দিলাম, 'আবু রাফে!'

আবু রাফে ডাকের সাথে সর্তক হয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

আবু রাফের আওয়াজকে টার্গেট করে আমি এগিয়ে গেলাম এবং তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলাম। আবু রাফে আহত হলো; কিন্তু তলোয়ার তাকে পূর্ণরূপে ঘায়েল করতে পারেনি। তাই সে মরেনি। আবু রাফে এই বলে চিৎকার দিলো, 'ঘরের ভেতর একটি লোক আমাকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করেছে।' আমি তলোয়ার হাতে আবারও এগিয়ে গেলাম এবং তলোয়ার দিয়ে দ্বিতীয়বার হামলা করলাম। কিন্তু এবারও সে নিহত হলো না। আবু রাফে আবারও খুব জোরে চিৎকার করল। আমি খুব দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

বাড়ির ভেতর নড়াচড়া শুরু হয়ে গেছে। রক্ষীরাও জাগ্রত হয়েছে। আবু রাফে দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি আবারও তার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং আওয়াজ পরিবর্তন করে মৃদু স্বরে তাকে বললাম, 'কী হয়েছে আবু রাফে, আমরা কি প্রহরীকে ডাকব?'

আবু রাফে বলল, 'হ্যাঁ।'

আবু রাফের আওয়াজ লক্ষ করে আমি আবারও এগিয়ে গেলাম এবং তলোয়ার এবার তার বুকের ওপর রেখে চাপ দিলাম। যার কারণে তলোয়ার তার পিঠ ভেদ করে বের হয়ে গেল।

আবদুল্লাহ বলেন, আমি তার পিঠের হাড়ের শব্দ শুনতে পেলাম, যাতে বুঝতে পারলাম যে, সে মারা গেছে।

এবার আঁধারের মাঝেই আমি দরজার দিকে মনোনিবেশ করলাম। রক্ষীরাও সতর্ক হয়ে গেছে, লোকজন চলাফেরা শুরু করেছে। আবদুল্লাহ দরজা পেয়েই দ্রুত একটার পর একটা

Scanned with CamScanner

দরজা খুলে সিঁড়ির কাছে চলে এলেন এবং খুব দ্রুত নামতে আরম্ভ করলেন। একসময় ধারণা করলেন, সিঁড়ি শেষ হয়ে গেছে, তাই লাফ দিলেন, কিন্তু পড়ে গেলেন মাটিতে। ফলে তাঁর পায়ের নলা ভেঙে গেল। পাগড়ি খুলে পায়ের নলা বাঁধলেন এবং এক পায়ে ভর করে দুর্গের দরজার দিকে চলতে লাগলেন। তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দুর্গ থেকে বের হয়ে সাথিদের পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। তাঁরা অস্থির হয়ে আবদুল্লাহর অপেক্ষা করছিলেন।

তাঁদের বললেন, 'তোমরা গিয়ে নবিজিকে সুসংবাদ দাও; আমি আবু রাফের মৃত্যুর ঘোষণা হওয়ার আগ পর্যন্ত এখান থেকে যাব না।'

জাহালাতের যুগে নিয়ম ছিল, তাদের বংশের সম্ভ্রান্ত কোনো লোক যখন মারা যেত, সকালবেলা কোনো উঁচু ঘরের ছাদে উঠে একজন ঘোষক ঘোষণা করত, 'অমুক মারা গেছে।' সেই সাথে মৃতের শানে কিছু কবিতাও আবৃত্তি করা হতো।

আবদুল্লাহ মূলত এমন ঘোষণার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন, 'আবু রাফে সত্যিই নিহত হয়েছে।'

আবদুল্লাহর সাথিরা চলে গেলেন এবং আবদুল্লাহর জন্য একটি বাহন রেখে গেলেন। সকাল হলে ঠিকই একজন ঘোষক উঁচু ঘরের ছাদে উঠল। আবদুল্লাহ দুর্গের বাইরে থেকে ঘোষকের সেখানে উঠা দেখছিলেন। ঘোষক ঘোষণা করল, 'হে লোকসকল, আমি তোমাদের হিজাজের ব্যবসায়ী আবু রাফের মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছি।'

আবদুল্লাহ ঘোষণা শোনে খুশি হলেন এবং তাঁর সাথিদের পিছু পিছু রওয়ানা করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছার পূর্বেই তিনি সাথিদের পেয়ে গেলেন। যখন তাঁরা নবিজির দরবারে পৌঁছলেন, আবদুল্লাহ চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'মুক্তি! মুক্তি! আল্লাহ তাআলা আবু রাফেকে হত্যা করেছেন।'

আবদুল্লাহর পায়ের নলা ভাঙা ছিল। তাই তিনি খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর পা ভাঙা দেখলেন, বললেন, 'তোমার পা এগিয়ে দাও।' আবদুল্লাহ পা এগিয়ে দিলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পায়ে হাতের ছোঁয়া দিলেন। তিনি ভাঙা রোগের পূর্ণ শিফা পেয়ে গেলেন। লোকজন তাকিয়ে এই দৃশ্য দেখছিল। নবিজির হাত তখনো আবদুল্লাহর পা থেকে পৃথক হয়নি, তিনি এমনভাবে দাঁড়ালেন, যেন কখনো কোনো সমস্যাই হয়নি। এটা ছিল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের একটি প্রমাণ।[৪৩]

Scanned with CamScanner

চোখ আপন স্থানে ফিরে গেল

একযুদ্ধে আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে শত্রুবাহিনী তির নিক্ষেপ করে। তিরটি তাঁর চোখে বিদ্ধ হয়ে চোখ কোটর থেকে বের হয়ে আসে এবং কিছু রগ, গোশতের সাথে ঝুলে থাকে। কিছু সাথি এসে বলল, 'হে আবু কাতাদা, আল্লাহ তাআলা তোমাকে এর বদলা দেবেন, তোমার চোখ তো শেষ হয়ে গেছে, তাঁরা গোশত কেটে চোখটি বের করতে চাইলেন।

আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের বললেন, 'সাথিরা, এমন করো না।'

তাঁরা বলল, 'তাহলে কী হবে?'

আবু কাতাদা বললেন, 'আমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে চলো।' সুতরাং তাঁরা আবু কাতাদাকে নিয়ে নবিজির সামনে হাজির হলেন।

আবু কাতাদা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমার চোখ!'

নবিজি বললেন, 'যদি চাও তোমার চোখ পূর্বের মতো করে দেওয়া হবে। আর যদি চাও ধৈর্য ধরো, আল্লাহ তাআলা তোমাকে জান্নাতে এর বিনিময় দেবেন।'

আবু কাতাদা বললেন, 'আমাকে আমার স্ত্রীরা ভালোবাসে। আমি ভয় করছি, যদি আমার চোখ না থাকে, তাহলে স্ত্রীরা আমার প্রতি রাগ করবে। অতএব হে আল্লাহর রাসুল, আমার চোখ ভালো করে দিন, পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিন। আর আল্লাহ চাইলে জান্নাতে এর প্রতিদান পেয়ে যাব ইনশাআল্লাহ।'

বর্ণনাকারী বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথা শোনে হাসলেন এবং তাঁর চোখ কোটরে ঢুকিয়ে দিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। চোখ সাথে সাথে ভালো হয়ে যায়।

বর্ণনাকারী বলেন, যখন তিনি চোখ তুলে তাকালেন সুস্থ চোখ খুলে গেল। তাকে কেউ দেখলে বুঝতেই পারত না যে, কোন্ চোখ আহত হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

পূর্বসূরিদের রমজান

ইমাম সালেহ ইবরাহিম বিন হানিয়ি বার্ধক্যে পৌঁছা পর্যন্ত অধিকহারে রোজা রাখতেন। তিনি মরণরোগে আক্রান্ত হলেন। আসরের পর তাঁর মৃত্য হয়েছে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাঁর হেঁচকি শুরু হয়েছিল, থুথু নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল এবং জিহ্বা শুকিয়ে গিয়েছিল।

পুত্রের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'বেটা, আমি পিপাসার্ত।' তখন তাঁর ছেলে পানি নিয়ে এল। পানি তাঁর মুখের কাছে দেওয়ার পর তিনি ঠোঁট বন্ধ করে ফেললেন; বললেন, 'সূর্য ডুবেছে কি?' পুত্র বলল, 'না।' তখন পানির পাত্র মুখ থেকে সরিয়ে ফেললেন। ছেলে পানি পান করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকল আর তিনি নিষেধ করতে থাকলেন। তাই পুত্র মাগরিবের আজানের অপেক্ষা করতে থাকল।

শায়খ কিছুক্ষণ চুপ থেকে পড়লেন—

لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ.

'এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের সাধনা করা উচিত।' [সুরা সাফফাত : ৬১]

তিনি কালিমায়ে শাহাদাত পড়তে পড়তে ইনতেকাল করলেন।

নাফিসা বিনতে হাসান। পবিত্র ঘরের একজন সতী নারী। তিনি অধিকহারে রোজা রাখতেন। তিনি যখন বৃদ্ধ হলেন, তাঁর হাড় শুকিয়ে গেল। যখন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হতে যাচ্ছিলেন, তখনও তিনি রোজাদার ছিলেন। তাঁর কঠিন মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হলো। তাঁর সন্তানরা জোরপূর্বক তাঁর মুখে পানির ফোঁটা দিতে চাচ্ছিল। তিনি সন্তানদের দিকে তাকালেন, তাঁর ঠোঁটযুগল সংকুচিত হয়ে গেছে, জিহ্বা ভারী হয়ে এসেছে। এমতাবস্থায় সন্তানদের বললেন, 'আশ্চর্য! আমি আজ ৩০ বছর ধরে আল্লাহর কাছে দুআ করছি,

Scanned with CamScanner

"তুমি রোজা অবস্থায় আমাকে মৃত্যু দিয়ো।" আর আমি এখন রোজা অবস্থায় থেকেও রোজা ভাঙব? এটা হতে পারে না।' এরপর তিনি কুরআন কারিম তেলাওয়াত শুরু করলেন। দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন এই আয়াতে পৌঁছে—

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ.

'বলো, আকাশ ও জমিনসমূহে যা আছে তা কার? বলো, আল্লাহর। তিনি নিজের ওপর রহমত লিখে নিয়েছেন।' [সুরা আনআম : ১২]

হ্যাঁ, তাঁরা ছিলেন নেককার ও সৎকর্মশীল। তাঁরা তাঁদের প্রতিপালককে ভালোবেসেছেন, তাই প্রতিপালকও তাঁদের ভালোবেসেছেন। তাঁরা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করতে চেয়েছেন, আল্লাহ তাআলাও নৈকট্য দান করেছেন।

ইমাম ইবনু আবি আদি বলেন, দাউদ ইবনু আবি হিন্দ সুদীর্ঘ ৪০ বছর এক দিন রোজা রাখতেন, এক দিন রোজা ছাড়তেন। কিন্তু বিষয়টি তাঁর পরিবারের কেউ জানত না।

জিজ্ঞেস করা হলো, 'কীভাবে এটা সম্ভব হয়েছে?'

বললেন, 'তিনি মুচি ছিলেন। প্রতিদিন খাবার নিয়ে বাড়ি থেকে দোকানের দিকে যেতেন। যদি রোজা না রাখতেন, খানা খেয়ে নিতেন। আর রোজা রাখলে, পথে কোনো মিসকিনকে দান করে দিতেন। সন্ধ্যায় বাড়ি এসে পরিবারের সাথে খাবার খেতেন।'

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা অধিকহারে রোজা রাখতেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি বলেছেন, 'দুনিয়া থেকে আমার বিদায়ের সময় কেবল তিনটা জিনিস ছুটে যাওয়ার আফসোস করছি—

প্রথম কঠিন দিনে পিপাসার্ত না থাকার আফসোস। অর্থাৎ এমন দিনে রোজা ছেড়ে দেওয়ার আফসোস, যেদিন তীব্র রোদ ও গরমের কারণে প্রচণ্ড পিপাসা লাগে।

তিনি বলেন, প্রথমত কঠিন দিনের রোজা ছাড়ার আফসোস, শেষরাতে আল্লাহর ইবাদত না করার আফসোস এবং আমার জীবদ্দশায় সামনে আসা বিদ্রোহী হাজ্জাজের দলের বিরুদ্ধে জিহাদ না করার আফসোস।

হ্যাঁ, আমাদের পূর্বসূরিগণ রোজার প্রতি খুব যত্নবান থাকতেন এবং এটাকেই জান্নাতের পাথেয় বানাতেন। রোজার ফরজ বিধানের আল্লাহপ্রদত্ত হেকমত তাঁরা অনুধাবন করতে পারতেন।

আর বর্তমানে! রোজা তো অনেক মানুষই রাখে; কিন্তু এমন মানুষ খুব কমই আছে, যারা রোজার মহত্ব অনুধাবন করতে পারে।

Scanned with CamScanner

ইহুদি এবং সুযোগ-বঞ্চনা

আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের কাছে মুসা আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ইহুদিদের সুসংবাদ দিয়েছেন। তারপর এসেছেন ইসা আলাইহিস সালাম, তিনিও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাদের সুসংবাদ দিয়েছেন। তাঁদের সকলের প্রতি সর্বোত্তম শান্তি এবং রহমত বর্ষিত হোক।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন চোখের পলকেও তারা নবিজির সত্যতার ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করেনি। তারা জানত, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই সেই শেষনবি, মুসা আলাইহিস সালাম যাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। তারা এটাও জানত, তাদের উভয়কালীন মুক্তি ইসলাম কবুল করার মাঝেই। তারা এ-ও জানত যে, তারা তাদের দ্বীন বিকৃত এবং ভেজালযুক্ত করে ফেলেছে; এতদ্‌সত্ত্বেও তারা কেবল অহংকার এবং বিদ্বেষবশত ইসলাম অস্বীকার করেছে।

সময় যত গড়াচ্ছিল, দিন ও বছর যত অতীত হচ্ছিল সত্যকে বোঝা সত্ত্বেও তার অনুসরণের ব্যাপারে তাদের প্রত্যেকের ভেতর দুর্বলতা সৃষ্টি হচ্ছিল।

অনুগ্রহপূর্বক খন্দকের যুদ্ধের সময়ে ইহুদিদের অবস্থার দিকে তাকান!

কুরাইশবাহিনী এবং তাদের সাহায্যকারীরা যখন মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তাদের সৈন্য প্রস্তুত করল এবং মদিনার দিকে যাত্রা করল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবিগণ পেরেশান হয়ে গেলেন, কী করবেন! তখন তাঁরা

Scanned with CamScanner

প্রত্যক্ষ করলেন, মদিনা তিন দিক থেকে পাহাড়-বেষ্টিত। সুতরাং মুসলিমরা বুঝতে পারলেন যে, কাফিররা কেবল এক দিক থেকেই মদিনার ওপর আক্রমণ করতে পারবে, সেটা হলো সমতলভূমি। তাই কাফিরদের গতিরোধ করার জন্য মুসলিমরা মদিনার প্রবেশপথে পরিখা খনন করলেন।

কাফিররা মদিনার নিকট পৌঁছে যখন পরিখা দেখল, হতভম্ব ও পেরেশান হয়ে গেল; কীভাবে তারা মুসলিমদের পরাভূত করবে! তাই পরিখার ওপারেই ক্যাম্প স্থাপন করল; মদিনায় প্রবেশ করতে পারল না।

ওদিকে মদিনায় ইহুদিদের কয়েকটি গোত্র ছিল, তাদের মধ্যে একটি হলো বনু কুরাইজা। তারা তাদের দুর্গে অবস্থান করছিল। তাদের মাঝে এবং নবিজির মাঝে চুক্তি হয়েছিল যে, তারা পরস্পর যুদ্ধে জড়াবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করবে না।

কিন্তু ইহুদিরা স্বভাবত প্রতারক, ধোঁকাবাজ, দুর্নীতিপরায়ণ। যখন তারা মক্কার কাফিরদের যৌথবাহিনীর শক্তি এবং মুসলিমদের কষ্ট দেখল, তারা মনে করল, এটাই ইসলামের শেষ। সুতরাং প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি ভঙ্গ করল এবং কাফিরদের নিকট সংবাদ পাঠাল যে, তারা তাদের যেকোনোভাবে সাহায্য করবে। এখানেই শেষ নয়; তারা যখন মুসলিমদের পরিখার নিকট যুদ্ধে লিপ্ত দেখল, মদিনার অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়ল এবং মুসলিমদের বাড়িঘরের ওপর বাঁকা দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করল, যেখানে নারী ও শিশুরা অবস্থান করছিল।

একপর্যায়ে তারা হাস্‌সান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর দায়িত্বে থাকা দুর্গের নিকট পৌঁছে গেল। সেখানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ ছাড়াও আরও কিছু মুমিন রমণী এবং শিশু অবস্থান করছিল।

যদি আল্লাহ তাআলা তাদের চক্রান্তকে নস্যাৎ না করতেন, তাহলে তারা সেখানে আক্রমণ করে এবং তাদের হত্যা করে শোকের আবহ সৃষ্টি করেছিল প্রায়! তখনো মুসলিমদের ওপর যুদ্ধ চেপেই ছিল এবং ইহুদিরা তাদের দুর্গে অবস্থান করে দূর থেকে কাফিরদের সাহায্য করছিল।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবিগণের ওপর কয়েকটা দিন খুব কঠিন অতিক্রম হলো। তাঁদের চোখগুলো বাঁকা হয়ে পড়েছিল এবং প্রাণ হয়েছিল ওষ্ঠাগত! এমন সময় আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলেন। মুসলিম সেনাবাহিনীকে শক্তি দান করলেন, কাফিরদের যৌথবাহিনীকে একাই পরাভূত করলেন এবং কুরাইশের কাফিররা মক্কার দিকে পালিয়ে গেল। তারপর আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের চক্রান্ত নস্যাৎ করলেন। মুসলিমরা তাদের দুর্গগুলো অবরোধ করে বসলেন। ইহুদিরা তাদের প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির কারণে কার্যত শাস্তির উপযুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

Scanned with CamScanner

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু কুরাইজার ইহুদিদের নিকট গেলেন এবং তাদের দুর্গের বাইরে মোর্চা স্থাপন করলেন। তাদের প্রস্তাব দেওয়া হলো, আত্মসমর্পণ করো। তারা অস্বীকার করল। ফলে তাদের অবরোধ করে রাখা হলো। অবরোধ এক দিন, দুদিন, তিন দিন করতে করতে এক সপ্তাহ, দু সপ্তাহ পার হয়ে গেল। এভাবে অবরোধ দীর্ঘ ২৫ দিন গত হলো।

অতঃপর অবরোধ যখন তাদের কাবু করে ফেলল, আল্লাহ তাআলা তাদের হৃদয়ে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন। তারা দেখল, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর, তখন তারা বৈঠকে বসল। তাদের মধ্য থেকে তাদের নেতা কাআব বিন আসাদ দাঁড়িয়ে বলল, 'হে ইহুদিরা, তোমরা দেখছই যে, তোমরা কেমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছ! আমি তোমাদের সামনে তিনটি প্রস্তাব দিচ্ছি, তোমরা যেটি মন চায় গ্রহণ করতে পারো।'

তারা বলল, 'সেগুলো কী কী?'

সে বলল, 'আমরা এই লোকটির আনুগত্য করব, তাকে সত্যায়ন করব এবং তার প্রতি ইমান আনয়ন করব। আল্লাহর শপথ, তোমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত নবি। তিনি সেই রাসুল, যার কথা তোমরা তোমাদের কিতাবে পড়েছ। তাহলে তোমরা তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সন্তান এবং তোমাদের স্ত্রী সবকিছুর নিরাপত্তা পাবে।'

তখন তারা একে অন্যের দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল এবং ভরা অহংকার নিয়ে বলল, 'আমরা তাওরাতের বিধান ছাড়ব না এবং তাওরাত ব্যতীত অন্যকিছু গ্রহণ করব না।'

কাআব বলল, 'তোমরা যখন এটা অস্বীকার করছ, তাহলে দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ভেবে দেখো, সে আমাদের হত্যা করবে। ভয় কেবল নারী ও শিশুদের। অতএব আমরা নিজেরাই আমাদের নারী ও শিশুদের হত্যা করব, তারপর মুহাম্মদ ও তার সাথিদের সামনে বের হব। সকলেই থাকব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। এমন কোনো জিনিস রেখে যাব না, যার কারণে ভয় সৃষ্টি হবে। এভাবে চলবে আমাদের এবং মুহাম্মদের মাঝে আল্লাহর ফায়সালা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। যদি আমরা ধ্বংস হই ধ্বংস হব, আমাদের পিছে কোনো বংশ রেখে যাব না। যদি আমরা বিজয়ী হই, তাহলে অবশ্যই জীবনে নারী-শিশু পাব।'

সকলেই হুল্লোড় দিয়ে উঠল এবং বলল, 'আমরা কি এই মিসকিনদের হত্যা করব? এ রকম জীবনের কী মূল্য আছে?'

কাআব বলল, 'যদি এই প্রস্তাবকেও অস্বীকার করো, তাহলে তৃতীয় ও শেষ প্রস্তাবটি হলো, সাপ্তাহিক রাত। সে রাতে মুহাম্মদ এবং তার সাহাবিরা নিরাপদ মনে করে

Scanned with CamScanner

অপ্রস্তুত থাকবে। কারণ, আমাদের ধর্মে সেদিন কারও প্রতি আক্রমণ করার বিধান নেই। এই ভেবে মুহাম্মদ ও তার সাথিরা নিশ্চিন্তে থাকবে। তখন তাদের প্রতি হামলে পড়ব, হয়তো আমরা মুহাম্মদ এবং তার সাথিদের ধোঁকা দিতে পারব।'

তারা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করতে থাকল। কেউ বলল, 'আমরা কি সাপ্তাহিক রাতটা নষ্ট করব এবং সে রাতে এমন কলঙ্কের ইতিহাস রচনা করব, যা আমাদের পূর্বপুরুষেরা করেনি? তুমি কি জানো না, এই সাপ্তাহিক রাতের বিধান উপেক্ষা করার কারণে একদল লোক কীভাবে বানরে রূপান্তর হয়েছিল!'

কাআব কিছুক্ষণ চুপ থাকল এবং এই কাপুরুষদের ব্যাপারে ভাবতে লাগল, যে তাদের মাথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কোনো যোগ্যতাই নেই। অবস্থাকে পাল্টে দেওয়ার কোনো শক্তিও নেই। কোনো স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অবস্থাও নেই। সত্যের দিকে ফিরে যাওয়ার সৎসাহসও নেই। তারপর বলল, 'হে ইহুদি সমাজ, তোমাদের কেউ মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণ করার পর থেকে এ পর্যন্ত কোনো বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি!'

Scanned with CamScanner

মুসাইলামাতুল কাজ্জাব

১০ হিজরি সাল। জাজিরাতুল আরবের নজদের অন্তর্গত ইয়ামামায় আত্মপ্রকাশ করল ভণ্ডনবি মুসাইলামাতুল কাজ্জাব। সে দাবি করল, 'আমি নবি ও রাসুল এবং আমার প্রতিও কুরআন অবতীর্ণ হয়।তার উপর অবতীর্ণ ' কুরআনের আয়াত হিসেবে এই বাক্যগুলো পড়ত—

والطاحنات طحنا- والعاجنات عجنا- والخابزات خبزا- والثادرات ثردا- واللاقمات لقما .

'ভালোভাবে চাক্কি পেষণকারিণীর শপথ, ভালোভাবে খামিরা তৈরিকারিণীর শপথ, ভালোভাবে রুটি তৈরিকারিণীর শপথ, ভালোভাবে দুধদায়িনীর শপথ, ভালোভাবে লোকমাদানকারিণীর শপথ।'

এভাবে উল্টাপাল্টা বেহুদা বাক্য তৈরি করে করে প্রচার করত এবং বলত, এগুলোও কুরআন। তার এমন অসার কথা শুনে সমাজের লোকজন তাকে তিরস্কার করল। কেবল বোকা রাখালেরা তার অনুসারী হলো এবং একদল সমর্থক ও সৈন্য তৈরি হলো। এতে সে আত্মঅহমিকায় আক্রান্ত হলো। সে নবিজির কাছে চিঠি পাঠাল—

'আল্লাহর রাসুল মুসাইলামার পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদের প্রতি। আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি নবুওয়াতের ক্ষেত্রে আপনার অংশীদার হয়েছি। জমিনের অর্ধেক আমাদের আর অর্ধেক কুরাইশের। কিন্তু কুরাইশরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি।'

নবিজিকে চিঠি পাঠ করে শুনানো হলো। আল্লাহর প্রতি তার দুঃসাহস দেখে নবিজি বিস্মিত হলেন। চিঠির জবাবে লেখা হলো—

Scanned with CamScanner

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে মিথ্যাবাদী মুসাইলামার প্রতি। যে ব্যক্তি হেদায়াত অনুসরণ করে তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। জমিনের অধিপতি আল্লাহ তাআলা। বান্দাদের মধ্যে তিনি যাকে চান তার উত্তরাধিকারী করেন। আর উত্তম পরিণাম কেবল মুত্তাকিদের জন্য।'

তারপর নবিজি সাহাবিগণের দিকে তাকিয়ে একজন বিচক্ষণ দুঃসাহসী মুজাহিদ খুঁজছিলেন, যাকে মুসাইলামার কাছে চিঠি দিয়ে পাঠাবেন। পরিশেষে হজরত হাবিব বিন জায়েদকে নির্বাচন করেন। তিনি ছিলেন টগবগে যুবক। প্রবৃত্তির কারণে দ্বীনের সেবাকে ত্যাগ করেননি কখনো, কোনো স্বাদআহ্লাদের কারণে প্রতিপালককে ভুলে যাননি। তার কলব ইসলামের সত্যায়ন ও ইমানে ভরপুর। তিনি রাত কাটান তাসবিহ পড়ে এবং কুরআন তিলাওয়াত করে।

নবিজির হাত থেকে হাবিব বিন জায়েদ চিঠি গ্রহণ করলেন এবং মদিনা থেকে ইয়ামামার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এক হাজার মাইলেরও অধিক পথ অতিক্রম করে তিনি মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের কাছে পৌঁছুলেন। মুসাইলামার হাতে নবিজির চিঠি দিলেন। চিঠি পড়ে মুসাইলামা ক্রুদ্ধ ও অস্থির হয়ে পড়ল। সে তার সাথিদের জমায়েত করে হজরত হাবিব বিন জায়েদকে তার সামনে দাঁড় করিয়ে এই চিঠি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করল—

হাবিব : চিঠি পাঠিয়েছেন আল্লাহর রাসুল, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মুসাইলামা : তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল?

হাবিব : হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিই, নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল।

মুসাইলামা : তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমিও আল্লাহর রাসুল?

হাবিব : উপহাসমূলক বললেন, আমার কানে কি সমস্যা হলো নাকি, আচ্ছা তুমি কী যেন বললে? তোমার কথা কে শোনে!

মুসাইলামা : আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল?

হাবিব, হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিই, নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল।

মুসাইলামা : তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমিও আল্লাহর রাসুল?

হাবিব : আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

Scanned with CamScanner

মুসাইলামা প্রশ্নগুলো পুনরাবৃত্তি করলে হজরত হাবিব বিন জায়েদ পূর্বের মতোই জবাব দিলেন।

হজরত হাবিবের জবাব শুনে মুসাইলামা ক্ষিপ্ত হলো। জল্লাদকে ডেকে হজরত হাবিবের শরীরে আঘাত করার নির্দেশ দিলো।

তারপর মুসাইলামা বারবার একই প্রশ্ন করছিল, হজরত হাবিবও একই জবাব দিচ্ছিলেন। মুসাইলামার ক্রোধও পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এবার মুসাইলামা নির্দেশ দিলো, হাবিবের মুখ খুলে জিহ্বা কেটে ফেলো। সুতরাং সৈন্যরা তাকে ধরে মুখ খুললো এবং হজরত হাবিব বিন জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর জিহ্বা কেটে ফেলল। তাকে মুসাইলামার সামনে দাঁড় করালো, তখন হজরত হাবিবের পবিত্র মুখ থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল।

মুসাইলামা চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল?

হজরত হাবিব রাদিয়াল্লাহু আনহু মাথা দ্বারা ইশারা করে বললেন, হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল।

এবার মুসাইলামা জিজ্ঞেস করল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও, আমি আল্লাহর রাসুল?

হজরত হাবিব মাথা দিয়ে ইশারা করে বললেন, না।

মুসাইলামা জল্লাদকে ডেকে নির্দেশ দিলে সে হজরত হাবিবের হাত কাটল, তারপর পা কাটল, নাক শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করল, কান আলাদা করে ফেলল, এভাবে শরীর টুকরো টুকরো করতে থাকল। তার শরীরের মাংসগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল, রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল স্রোতের গতিতে। হজরত হাবিব জমিনের উপর ছটফট করছিলেন এবং যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন, একসময় আল্লাহর ডাকে সাড়া দিলেন। নিথর হয়ে পড়ে থাকল তার লাশ।

হ্যাঁ, তার জিহ্বা কেটেছে, শরীর টুকরো টুকরো করেছে, হাড্ডিগুলো ভেঙেছে আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তিনি সবকিছু সহ্য করেছেন।

কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তাআলার সামনে তাকে দণ্ডায়মান করা হবে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, হে আমার বান্দাতোমার জি ,হ্বা কেন কাটা হয়েছে? কেন তোমার নাক কাটা হয়েছে? তোমার হাত কেন শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে? তোমার শরীরের রক্ত কেন প্রবাহিত করা হয়েছে? হজরত হাবিব জবাব দিবেন, হে সমগ্র জগতের প্রতিপালক, এসব কিছু তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য মেনে নিয়েছি, তুমি যদি রাজি হয়ে যাও, আঘাতের এসব যন্ত্রণা কিছুই নয়।

Scanned with CamScanner

হে জগতের প্রতিপালক, তোমার বড়ত্বের কারণেই এসব সহ্য করেছি। তোমার জন্যই কষ্ট আনন্দে পরিণত হয়েছে, ধৈর্য স্বাদে পরিণত হয়েছে, কান্না শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে, রক্ত মিশক আর সুগন্ধিতে পরিবর্তিত হয়েছে।

হে আমার প্রতিপালক, দুনিয়াতে যদি কষ্ট দাও, কিয়ামতের দিন আমার চেহারাকে জ্যোতির্ময় করো।

তখন এই বান্দার সাক্ষাতে আল্লাহ তাআলা খুশি হবেন, তার কষ্টকে নেয়ামত দ্বারা পাল্টে দেবেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, তার পদস্খলন ক্ষমা করবেন, প্রতিপালক তাকে ডেকে কানে কানে বলবেন, হে আমার বান্দাআজ জান্নাতের যে প্রান্তে , মনে চায় ঘুরে বেড়াও। আজ এমন নেয়ামত তোমাকে দেব, যার সাথে কখনো কোনো কষ্ট যোগ হবে না। এমন রাজ্য তোমাকে দান করব, যেখানে তোমার কোনো অংশীদার থাকবে না। প্রতিটি দরজা দিয়ে ফেরেশতাগণ তোমাকে সম্ভাষণ জানাতে যাবে, তোমার সামনে নেয়ামতের ভাণ্ডার রয়েছে, যা মনে চায় নিয়ে নাও। আমার কাছে আরও রয়েছে, রয়েছে অফুরন্ত, রয়েছে সুখশান্তি এবং সৌভাগ্যের আধার।-

আহ! কী সুন্দর হবে সেই সাক্ষাৎকার! ইহকাল ও পরকালের মালিকের সাথে! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ، هُمْ وَ اَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ. لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّ لَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ، سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ.

‘এদিন জান্নাতিরা আনন্দে মশগুল থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে। সেখানে তাদের জন্যে থাকবে ফল-মূল এবং যা চাইবে। করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদের বলা হবে ‘সালাম’।’ *[সুরা ইয়াসিন, আয়াত ৫৫-৫৮]*

তিনি দয়াময় প্রতিপালক। কলবের জীবন হলো তার ভালোবাসা। অন্তরের প্রশান্তি হলো তার মারিফাত। শরীরের শান্তি হলো তার ইবাদত। রুহের খোরাক হলো তার খেদমত। জিহ্বার পূর্ণতা হলো তার প্রশংসা ও জিকিরআজ-কার, জিহ্বার সম্মান হলো আল্লাহর দাসত্ব এবং কৃতজ্ঞতা।

Scanned with CamScanner

উবাইদুল্লাহ বিন জাহাশ

যদি আপনি পাপাচারী এবং নৈরাজ্যবাদীদের সংশ্রবের আবশ্যিক পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চান, তাহলে উবাইদুল্লাহ বিন জাহাশের দিকে তাকান। তিনি ছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসের সদস্য। ইসলামের কারণে মক্কায় যারা সীমাহীন নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন তিনিও তাদের একজন। পরবর্তী সময়ে তিনি মুসলমানদের সাথে ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। নিজের পরিবার, শহর, বাড়ি-ঘর সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করেন। তার সাথে তার স্ত্রী হজরত উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহাও ছিলেন।

তিনি অধিকাংশ সময় খ্রিষ্টানদের সাথে ওঠাবসা করতেন এবং মুসলমানদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতেন। এভাবে ধীরে ধীরে তার অবস্থা বিগড়ে যেতে থাকে। একদিন তার স্ত্রী হজরত উম্মে হাবিবাকে বলে বসলেন, আমি বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে গবেষণা করেছি। খ্রিষ্টধর্মকেই আমার কাছে সবচেয়ে উত্তম মনে হয়েছে।

তার এমন কথা শুনে হজরত উম্মে হাবিবা আঁতকে উঠলেন এবং বললেন, হায় আল্লাহ, এটা তুমি কী বলছ! আল্লাহকে ভয় করো। কিন্তু তিনি স্ত্রীর কথায় ভ্রুক্ষেপ করলেন না। একদিন ইসলাম ত্যাগ করে কাফির হয়ে গেলেন। তারপর থেকে বুকে ক্রুস ঝুলালেন। মদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। খ্রিষ্টানদের সাথে চলাফেরা করতে থাকলেন এবং কুফরির উপরই মারা গেলেন।

হে আল্লাহআপনার কাছে মৃত্য পর্যন্ত , দ্বীনের উপর বহাল থাকার আবেদন করছি। হেদায়াতের উপর টিকে থাকার সবচেয়ে বড় উপায় হলো সংশ্রব। আল্লাহ তাআলা মুমিন নর-নারীকে নেককার নারী-পুরুষের সংশ্রব অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং পাপাচারীদের সংশ্রব থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

Scanned with CamScanner

وَ اتْلُ مَا اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِه، وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِه مُلْتَحَدًا. وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِیِّ یُرِیْدُوْنَ وَجْهَه وَ لَا تَعْدُ عَیْنٰكَ عَنْهُمْ، تُرِیْدُ زِیْنَةَ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا، وَ لَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَه عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ وَ كَانَ اَمْرُه فُرُطًا .

'আপনার প্রতি আপনার পালনকর্তার যে কিতাব প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে তা পাঠ করুন। তার বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তাকে ব্যতীত আপনি কখনোই কোনো আশ্রয়স্থল পাবেন না। আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন না।' *[সুরা কাহাফ, আয়াত ২৭-২৮]*

আর যেই কাজটি মুমিনের দ্বীনকে আরও বেশি শক্তিশালী করে, দ্বীনের উপর অবিচল থাকতে সাহায্য করে, তা হলো দ্বীনকে অন্যের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে, নিজে পাপাচারীদের অন্তরে রেখাপাত করার চেষ্টা করবে, নিজেকে তাদের রঙে রঙিন করা যাবে না। একজনকে উপদেশ দেবে, আরেকজনকে কিছু মাসআলা শেখাবে, সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎকাজ থেকে বারণ করবে। উপকারী পদ্ধতিতে দ্বীনের পথে মানুষকে ডাকবে, প্রভাববিস্তারকারী কিতাব রচনা করে ডাকবে, কার্যকর উপদেশের মাধ্যমে ডাকবে। এভাবে কাজ করলে ইমান আরও বৃদ্ধি পাবে, ইমানের উপর অবিচল থাকার শক্তি বৃদ্ধি হবে।

উঁচু উঁচু পাহাড় এবং মজবুত উপত্যকাগুলোর দিকে তাকান, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিগণের দিকে তাকান। হজরত আবু বকরের দিকে তাকান, আল্লাহর দিকে তার দাওয়াতের আবেগের কথা চিন্তা করুন। তিনি কত দৃঢ়ভাবে দ্বীনের প্রতি অবিচল ছিলেন!

ইবনু সাআদ 'তাবাকাতে ইবনু সাআদ' এ উল্লেখ করেছেন, তবারানি 'আর-রিয়াজুন-নাহিরাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার প্রথম যুগে মক্কায় গোপনে গোপনে ইসলামের দিকে আহ্বান করতেন। মুসলমানরা তাদের দ্বীন গোপন রাখত। যখন মুসলমানদের সংখ্যা ৩৮ জনে পৌঁছল,

Scanned with CamScanner

তখন হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবিজিকে প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করলেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, আবু বকর, আমরা তো সংখ্যায় খুব কম। হজরত আবু বকরকে নবিজি অনুপ্রাণিত করছিলেন, আলোচনা করতে করতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে হারামের দিকে গেলেন। সাহাবিগণও তার সাথে মসজিদে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে নিজ নিজ পরিচিতজনদের সাথে বসলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বক্তৃতা করার জন্য সামনে দাঁড়ালেন। আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারী তিনিই ইসলামের ইতিহাসের প্রথম বক্ত।

মুশরিকরা যখন দেখল, আবু বকর তাদের প্রভুদের সমালোচনা করছেন, তাদের দ্বীনকে ছোট করছেন, তারা হজরত আবু বকর এবং মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা মসজিদের বিভিন্ন কোণে সাহাবিগণকে কঠিনভাবে মারতে লাগল, আর হজরত আবু বকর চিৎকার করে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকলেন। এবার একদল মুশরিক গিয়ে হজরত আবু বকরকে ঘিরে ধরে প্রহার করতে লাগল। তিনি জমিনে লুটিয়ে পড়লেন। তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৫০। শরীর ছিল দুর্বল।

এবার ফাসেক উতবা বিন রবিয়া তার দিকে এগিয়ে এল এবং তার পেট ও বুকের উপর উঠে পদদলিত করতে লাগল, চামড়ার তৈরি জুতা দ্বারা প্রহার করতে লাগল এবং চেহারায় আঘাত করতে থাকল। ফলে জুতার সাথে তার চেহারার মাংস লেগে গেল, রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। চেহারা আর নাক কোথায় বোঝা যাচ্ছিল না। হজরত আবু বকর অত্যাচারের মুখে একসময় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বনু তামিম গোত্রের লোকেরা সাহায্য করতে এগিয়ে এল এবং কাফেরদের প্রতিরোধ করল। তাকে বাড়িতে নিয়ে গেল। তারা প্রায় নিশ্চিত ছিল, আবু বকর মারা গেছেন। তার পিতা এবং কওমের লোকজন শিয়রে বসে কথা বলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তিনি কোনো সাড়া দিচ্ছিলেন না।

এভাবে অজ্ঞান অবস্থায় দিন শেষ হয়ে এল। দিনের শেষপ্রহরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ খুলে প্রথমেই তার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল ,'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন আছেন?'

হজরত আবু বকরের এমন আচরণে তার পিতা ক্ষুব্ধ হলেন এবং তাকে গালিগালাজ - সেখান থেকে বের হয়ে গে আরম্ভ করলেন। তারপরলেন। হজরত আবু বকরের মা এসে শিয়রে বসলেন। প্রিয় পুত্রকে কিছু পানাহার করানোর চেষ্টা করতে লাগলেন এবং পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কিন্তু হজরত আবু বকর এই বলে মাকে বাধা দিচ্ছিলেন যে, 'রাসুলের কী অবস্থা?'

মা বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথির সংবাদ জানি না।

Scanned with CamScanner

হজরত আবু বকর মাকে বললেন, তুমি উম্মে জামিল বিনতে খাত্তাবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। হজরত উম্মে জামিল মুসলমান হয়েছিলেন, কিন্তু ইসলাম গোপন রেখেছিলেন।

হজরত আবু বকরের মা উম্মে জামিলের কাছে গিয়ে বললেন, আমার ছেলে আবু বকর তোমার কাছে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে জানতে চেয়েছে। উম্মে জামিল বললেন, আমি আবু বকরকে চিনি না, মুহাম্মদকেও চিনি না। তবে আপনি চাইলে আমি আপনার সাথে আপনার পুত্রের কাছে যেতে পারি।

মা বললেন, ঠিক আছে চলুন। সুতরাং উম্মে জামিল হজরত আবু বকরের মার সাথে রওয়ানা হলেন। আবু বকরের কাছে গিয়ে দেখলেন তিনি বিছানায় পড়া, চেহারা বীভৎস হয়ে আছে, শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। এমন দৃশ্য দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আল্লাহর কসমনিশ্চয় ফাসেক ও কাফেররা , আপনার এই অবস্থা করেছে। আমি আশা করছি, আল্লাহ তাআলা আপনার পক্ষ থেকে এর প্রতিশোধ নিবেন। হজরত আবু বকর তার দিকে তাকালেন এবং অনেক কষ্ট করে জিজ্ঞেস করলেন, উম্মে জামিল, আল্লাহর রাসুল কেমন আছেন?

উম্মে জামিল বললেন, আপনার মা শুনছেন।

আবু বকর : তিনি কোনো সমস্যার কারণ নন।

উম্মে জামিল : তিনি নিরাপদে সুস্থ আছেন।

আবু বকর : কোথায় আছেন?

উম্মে জামিল : আবুল আরকামের বাড়িতে।

এবার হজরত আবু বকরের মা বললেন, তোমার সাথির সংবাদ তো পেয়েছ, এখন কিছু খেয়ে নাও।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি রাসুলের সাথে সাক্ষাৎ করার পূর্বে কোনো খাবার ও পানির স্বাদ গ্রহণ করবো না।

উম্মে জামিল এবং তার মা তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকলেন। তারপর যখন রাতের আঁধার নেমে এল, লোকজনের চলাফেরা বন্ধ হয়ে গেল, তখন তিনি উঠার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তখন হজরত উম্মে জামিল এবং মায়ের কাঁধে ভর করে বাড়ি থেকে বের হলেন। তারা দু'জন হজরত আবু বকরকে নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখামাত্র জড়িয়ে ধরলেন এবং তাকে চুমু খেলেন; সাহাবিগণও আবু বকরকে চুমু খেলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আবু বকরের অবস্থা দেখে খুব কষ্ট পেলেন।

Scanned with CamScanner

হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা - ,কুরবান হোক আমার কিছুই হয়নি, কেবল ফাসেক কাফেররা আমার চেহারায় আঘাত করে বীভৎস করে দিয়েছে। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, এই আমার মা, তার সন্তানের জন্য ফিদা। আপনি বরকতময় মানুষ, তাকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করুন, আল্লাহর কাছে তার জন্য দোয়া করুন। হয়ত আপনার অসিলায় আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। আলহামদুলিল্লাহ ,আবু বকরের মা ইসলাম গ্রহণ করলেন।

হজরত আবু বকরের এই তামান্না এবং প্রচেষ্টার প্রথম ফল হলো, আল্লাহ তাআলা তাকে ইসলামের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ও অবিচল রেখেছেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইনতেকাল করলেন, কিছু কিছু মানুষ তার মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ করতে লাগল। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ঘোষণা করলেন, যে বলবে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গেছেন, তাকে হত্যা করে ফেলবো। তখন হজরত আবু বকর মিম্বরে আরোহণ করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন, যে মুহাম্মদের ইবাদত করত, সে যেন জেনে রাখে, মুহাম্মদ মারা গেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করত, সে যেন বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা চিরঞ্জীব, তাঁর কোনো মৃত্যু নেই।

এরপর মক্কার আশপাশের কিছু মানুষ মুরতাদ হয়ে গেল। হজরত আবু বকর মাথা উঁচু করে তাদের সামনে দাঁড়ালেন এবং ইসলামের শক্তি ফিরিয়ে আনলেন।

ইসলামের দিকে আহ্বানের এই আবেগের বদৌলতেই তাঁর হাতে ৩০ জনের অধিক সাহাবি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাদের ছয়জন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত।

সুতরাং সকল মুসলমান নরনারী-র করণীয় হলো, যখনই কারও প্রবৃত্তির চাহিদা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, কিংবা অন্তরে পাষণ্ডতা অনুভব করবে, অথবা ইবাদতে অলসতা অনুভূত হবে, হারাম কাজের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হবে, সাথে সাথে কোনো কল্যাণকামী মুসলিম ভাইয়ের কাছে গিয়ে তার সমস্যাগুলো খুলে বলবে, তাহলে সমাধান পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পূর্বসূরিগণ একে অপরকে বলতেন, আসুন কিছুক্ষণ ইমানের চর্চা করি।

তিরমিজি এবং নাসায়ি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন, হজরত মারসাদ বিন আবু মারসাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু গোপনে মদিনা থেকে মক্কায় যেতেন। যেসব ঘর-বাড়িতে মুসলমানরা বন্দি হয়ে আছেন তাদের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করতেন এবং মদিনায় নিয়ে আসতেন।

Scanned with CamScanner

এভাবে একরাতে তিনি মক্কায় গেলেন এবং একবন্দির সাথে নির্ধারিত স্থানে মিলিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি সেদিকেই যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পথে মক্কার এক পতিতা নারীর সাথে সাক্ষাৎ হলো, যার নাম ছিল ইনাক। জাহেলি যুগে দু'জনের মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। তাকে দেখামাত্র হজরত মারসাদ দেয়ালের ছায়ায় লুকিয়ে গেলেন। কিন্তু পতিতাও তাকে দেখতে পেয়ে তার দিকে এগিয়ে এল। পতিতা কাছে গিয়ে তাকে দেখেই চিনতে পারে এবং জিজ্ঞেস করে, মারসাদ?

মারসাদ : হ্যাঁ, আমি মারসাদ।

পতিতা : তোমাকে শুভেচ্ছা স্বাগতম। আজ রাতে আমার কাছেই থাকবে।

মারসাদ : আল্লাহ তাআলা ব্যভিচার হারাম করেছেন।

পতিতা : তুমি আমাকে ব্যবহার করবে নাকি আমি তোমাকে বাধ্য করবো?

মারসাদ : কোনোটিই না।

পতিতা চিৎকার করে ডাকতে আরম্ভ করল, ওহে তাঁবুবাসী, এই যে, এই লোকটি তোমাদের বন্দিদের নিয়ে যেতে এসেছে।

হজরত মারসাদ ভয়ে পালাতে লাগলেন। আট জন কাফের তার পিছু ধাওয়া করল। তিনি একবাগানে ঢুকে একটি গর্তের ভেতর আত্মগোপন করলেন। হজরত মারসাদের পিছু পিছু ধাওয়াকারীরাও প্রবেশ করল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের চোখে পর্দা ফেলে দিলেন। হজরত মারসাদকে না-পেয়ে তারা ফিরে গেল।

হজরত মারসাদ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সেখান থেকে বের হলেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেই সাথির কাছে গেলেন ,যাকে মুক্ত করে মদিনায় নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। সেখানে গিয়ে তাকে সওয়ারিতে উঠিয়ে মক্কা থেকে বের হলেন। তারপর শরীরের বাঁধনগুলো খুলে দিয়ে দু'জনে মদিনায় ফিরে এলেন।

তারা মদিনায় পৌঁছে গেলেন। কিন্তু ঐ নারীর কথা হজরত মারসাদের বারবার স্মরণ হতে লাগল। তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। বাধ্য হয়ে নবিজির কাছে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, ইনাকের সাথে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করুন, আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন। মারসাদ আবারও বললেন, আমি ইনাককে বিয়ে করতে চাই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ থাকলেন। ইতোমধ্যেই আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন—

Scanned with CamScanner

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ، وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ .

'ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারী নারী অথবা মুশরিক নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারী নারীকে কেবল ব্যভিচারী মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং মুমিনদের জন্যে তাদের হারাম করা হয়েছে।' *[সুরা নুর, আয়াত : ৩]*

অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, মারসাদ ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারী নারী অথবা মুশরিক নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারী নারীকে কেবল ব্যভিচারী মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে, অতএব তুমি তাকে বিয়ে করো না।

আল্লাহ তাআলা হজরত মারসাদের প্রতি রাজি হয়ে গেলেন। তিনি চিন্তা করলেন, কীভাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমন আবেদনের ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব। এভাবে চিন্তা করতে করতে তার হৃদয় থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর হয়ে গেল।[৪৪]

'হিলয়া' গ্রন্থে আবু নুয়াইম আমর বিন মাইমুন বিন মিহরান থেকে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, আমার পিতা বৃদ্ধ বয়সে তার চোখ দৃষ্টিহীন হওয়ার পর আমাকে বললেন, আমাকে হাসান বসরির কাছে নিয়ে চলো। আমি তাকে নিয়ে হাসান বসরির সাক্ষাতে যাত্রা করলাম। সেখানে গিয়ে বাবা হজরত হাসান বসরিকে বললেন, হে আবু সাইদ, আমি হৃদয়ে নোংরামী অনুভব করছি, আমাকে মুক্ত করো। হজরত হাসান বসরি তখন এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন—

اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ، ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ، مَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ .

'আপনি ভেবে দেখুন তো, যদি আমি তাদের বছরের পর বছর ভোগ-বিলাস করতে দেই, অতঃপর যে বিষয়ে তাদের ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল, তা তাদের কাছে এসে পড়ে, তখন তাদের ভোগ-বিলাস তাদের কি উপকারে আসবে?' *[সুরা শুআরা, আয়াত ২০৭]*

উল্লিখিত আয়াত শুনে আমার পিতা কাঁদতে কাঁদতে পড়ে গেলেন এবং জমিনে পা আছড়াতে লাগলেন, ঠিক যেভাবে জবাইকৃত বকরি ছটফট করতে থাকে।

---

[৪৪] আসসুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, ৭/১৫৩।

Scanned with CamScanner

হজরত হাসান বসরিও তার সাথে কাঁদতে লাগলেন এবং দীর্ঘ দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে কাঁদতে থাকলেন। ইতোমধ্যেই দাসী এসে বলল, আপনারা শায়েখকে ক্লান্ত করে ফেলেছেন, এখান থেকে দ্রুত চলে যান। আমি বাবার হাত ধরে তাকে নিয়ে বের হয়ে এলাম। যখন আমরা রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলাম, তখন বাবা আমার বুকে থাবা মেরে বললেন, বেটা, তিনি আমার সামনে যেই আয়াত পড়েছেন, যদি তুমি বুঝতে, তোমার হৃদয়েও ক্ষত সৃষ্টি হতো।

Scanned with CamScanner

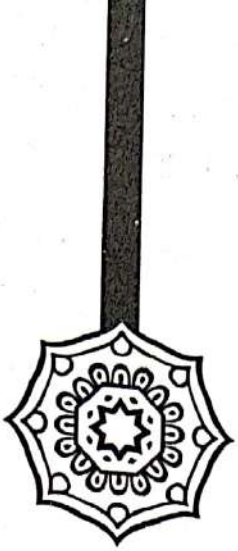

নিকৃষ্ট মৃত্যু

ইমাম ইবুল জাওজি রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'জাম্মুল হাওয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বাগদাদে এক লোক ছিল, সে হারাম দিকে দৃষ্টিপাত করত, প্রবৃত্তির পিছু ছুটত। তাকে উপদেশ দেওয়া হলো, কিন্তু উপদেশ গ্রহণ করল না। ধমকি দেওয়া হলো, কিন্তু ধমকিতেও কাজ হলো না। একদিন সে একখ্রিষ্টানের দরজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল-, যাওয়ার সময় সে ভেতরে উঁকি দিতেই খ্রিষ্টানের মেয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়ল এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেল।

সে আমাকে বলল, মৃত্যু চলে এসেছে, চলে এসেছে নির্ধারিত সময়, আমি পৃথিবীতে আমার সাথির (খ্রিষ্টানের মেয়ে) সাথে মিলিত হয়নি, আমি চাই পরকালে তার সাথে মিলিত হবো। তুমি পরকালে তার চেয়েও ভালো পাবে। সে বলল, আমি কেবল তাকেই চাই। এর কোনো পথ তোমার নেই। কারণ তুমি মুসলমান আর সেই মেয়েটি তো খ্রিষ্টান। সে উঁচু আওয়াজে হেচকি তুলে বলল, যদি আমি মুহাম্মদের দ্বীন পরিত্যাগ করে ইসা আলাইহিস সালাম ও মহান ক্রুসের প্রতি ইমান গ্রহণ করি, তাহলে তো সম্ভব।

আমি তাকে বললাম, আল্লাহকে ভয় করো, কাফের হয়ে যেয়ো না। আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা উত্তম এবং চিরস্থায়ী। সে কান্না শুরু করল এবং হেচকি তুলতে তুলতে মারাই গেল। চিকিৎসা বিভাগের লোকজন তার বিষয়টি দেখার দায়িত্ব নিল। আমি ওই মেয়েটির কাছে গেলাম। আমি তাকে অসুস্থ পেলাম। তার কাছে গিয়ে ওই লোকটি সম্পর্কে কথাবার্তা বললাম। যখন সে তার মৃত্যু সম্পর্কে অবগত হলো, কাঁদতে কাঁদতে বললো, আমি আমার সাথির সাথে দুনিয়াতে মিলিত হতে পারিনি, আশা করছি

Scanned with CamScanner

পরকালে তার সাথ মিলিত হবো। তাই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আমি এখন খ্রিষ্টধর্ম থেকে পবিত্র।

খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করায় তার পিতা তাকে ধমকালেন। ফলে সে কাঁদতে লাগল। একপর্যায়ে কান্না কঠিন রূপ ধারণ করল। তখন তার পিতা আমাকে বলল, ওকে তোমাদের কাছে নিয়ে যাও; যে মেয়ে তার ধর্ম পরিবর্তন করেছে, তাকে আমি বাড়িতে রাখব না। এ কথা শোনার কিছুক্ষণ পরই মেয়েটি মারা গেল।

আল্লাহ তাআলার কাছে পদস্খলন, লাঞ্ছনা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

Scanned with CamScanner

চিরস্থায়ী সৌভাগ্য

জনৈক দায়ি আমাকে বলেছেন, তিনি চিকিৎসার জন্য বৃটেন গেলেন। তিনি বলেন, আমি সেখানকার সবচেয়ে বড় হাসপাতালে গেলাম। যেখানে কেবল ভি.আই.পি এবং মন্ত্রীরাই প্রবেশ করতে পারে। ডাক্তার আমার কাছে এসে আমার বাহ্যিক অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি মুসলমান? আমি বললাম, হ্যাঁ, তারপর ডাক্তার বলল, ইসলামে এমন কিছু কঠিন বিষয় রয়েছে, যা বুঝ হওয়ার পর থেকে আমাকে কৌতূহলী করে রেখেছে। আপনি কি সেগুলো আমার কাছ থেকে শুনতে পারবেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, পারবো।

এবার ডাক্তার বললেন, আমার কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। নির্ধারিত বেতনও রয়েছে। উচ্চ পর্যায়ের সার্টিফিকেটও রয়েছে। আমি সর্বপ্রকার ইনজয় করেছি, মদপান করেছি, ব্যভিচার করেছি, অনেক দেশ ভ্রমণ করেছি, কিন্তু এত কিছুর পরও সবসময় সংকীর্ণতা অনুভব করি এবং এই এখন ভোগ-বিলাস অসহনীয় মনে হয়। ফলে আমি বড় বড় ডাক্তারের কাছে, মনোবিজ্ঞানীর কাছে নিজের চিকিৎসাও করিয়েছি। এমনকি পরবর্তী জীবন পাওয়ার জন্য আত্মহত্যার কথাও ভেবেছি। এই দুনিয়ার ভোগবিলাসের প্রতি - কোনো আকর্ষণই আমার নেই।

আচ্ছা, আপনার কি এমন অনুভূত হয় না? আমি বললাম, না, বরং আমরা স্থায়ী সৌভাগ্যবান। দ্রুতই আপনাকে আপনার সমস্যার সমাধান জানাব; কিন্তু তার আগে আমাকে একটি কথা বলতে হবে; যখন আপনি আপনার দু'চোখ দিয়ে মজা উপভোগ করতে চাইবেন তখন কী করবেন? ডাক্তার সাহেব বললেন, কোনো সুন্দরী নারী বা অন্য কোনো সুন্দর দৃশ্যের দিকে তাকাব। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, যখন কান দ্বারা স্বাদ উপভোগ করতে চাইবেন, তখন কী করবেন? ডাক্তার সাহেব বললেন, সুন্দর সুন্দর গান-বাজনা শুনবো। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, যদি আপনার নাক দ্বারা ভালো ঘ্রাণ উপভোগ করতে চান, তাহলে কী করবেন? ডাক্তার সাহেব বললেন, আতরসেন্টের- ঘ্রাণ নেবো, কিংবা কোনো বাগানে যাবো।

Scanned with CamScanner

আমি বললাম, আপনি খুব সুন্দর জবাব দিয়েছেন। আচ্ছা, চোখের স্বাদ উপভোগের জন্য গানবাজনা শুনতে যান না কেন-? আমার এমন প্রশ্ন শুনে ডাক্তার সাহেব এবার বিস্মিত হলেন এবং বললেন, এটা তো কানের সাথে নির্ধারিত, অন্য কোনো অঙ্গের মাধ্যমে এই স্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

আবার জিজ্ঞেস করলাম, যখন নাক দ্বারা সুন্দর ঘ্রাণ নিতে চান, তখন সুন্দর দৃশ্যের দিকে তাকান না কেন? তিনি আরও বিস্মিত হয়ে বললেন, নাক দ্বারা সুন্দর দৃশ্য দেখা সম্ভব নয়, এটা চোখের সাথে নির্ধারিত উপভোগ। আমি বললাম, আপনি খুব সুন্দর বলেছেন, আপনার কাছে আমি যা চাচ্ছি সে পর্যন্ত আপনি পৌঁছে গেছেন।

আপনি কি পার্থিব ভোগ বিলাসের প্রতি এই অনাসক্তি চোখ দ্বারা বুঝতে পারেন? তিনি বললেন, না। আপনি কি সেটা আপনার কান, নাক, মুখ, লজ্জাস্থান বা অন্যকোনো অঙ্গ দ্বারা বুঝতে পারেন? তিনি বললেন, না, বরং আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করি। আমি বললাম, এই সংকীর্ণতা আপনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন। হৃদয়েরও বিশেষ স্বাদ-সম্ভোগ আছে, যা অন্যকোনো অঙ্গের মাধ্যমে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই আপনাকে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে হবে, যেগুলো দ্বারা কলবহৃদয় শান্তি পায়। কেননা-, কানের জন্য গান, মুখের জন্য মদ, চোখের জন্য দৃষ্টি এবং ব্যভিচারের জন্য গুপ্তাঙ্গ নির্ধারিত। এক অঙ্গের মাধ্যমে আরেক অঙ্গের কাজ করা সম্ভব নয়।

ঠিক তেমনিভাবে আপনার হৃদয়ের স্বাদ গ্রহণের জন্য, হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য নির্ধারিত খাবার ও সম্ভোগের বস্তু রয়েছে, যা অন্যকোনো বস্তুর মাধ্যমে সম্ভব নয়। আমার কথা শুনে ডাক্তার সাহেব বিস্মিত হলেন এবং বললেন, আপনি ঠিক বলেছেনতাহলে ! হৃদয়ের প্রশান্তির উপকরণ কী? আমি বললাম, এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আর হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

সাথে সাথে আপনার সৃষ্টিকর্তাকে সিজদা করবেন, আল্লাহর কাছে নিজের অনুযোগ ও অভিযোগ উপস্থাপন করবেন। এতে আপনি তার ছায়াতেই যাপন করতে পারবেন আনন্দময় প্রশান্তিকর জীবন, অনুভব করতে পারবেন সৌভাগ্যের পরশ। এবার ডাক্তার সাহেব মাথা নেড়ে বললেন, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে একটি কিতাব দিন, এবং আমার জন্য দোয়া করুন, আমি শিগগিরই ইসলাম গ্রহণ করবো। আল্লাহ তাআলা সত্যিই বলেছেন—

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ.
وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا،
هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ.

Scanned with CamScanner

'হে লোকসকল, তোমাদের কাছে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়াত ও রহমত মুসলমানদের জন্য। বলো, আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানিতে। সুতরাং এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এটিই উত্তম সে সমুদয় থেকে, যা সঞ্চয় করছে।' *[সুরা ইউসুফ, আয়াত ১৭-১৮]*

তাই অবাক হতে হয় তাদের জন্য, যারা প্রবৃত্তির দাসত্বে প্রশান্তি খোঁজে এবং ইসলামের পথ ব্যতীত ভিন্ন কোনো পথে সৌভাগ্যের সন্ধানে ঘোরে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا، سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ .

'যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে, তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে? তাদের ফায়সালা খুবই মন্দ।' *[সুরা আনকাবুত, আয়াত ৪]*

আল্লাহ তাআলা সৌভাগ্যবান এবং হতভাগাদের জীবনযাপনের মাঝে ব্যবধান স্থাপন করেছেন, পার্থক্য করেছেন জীবন ও মরণের মাঝে। বরং নেককার যখন পৃথিবীতে অধিকহারে নেককাজ করে, তার স্বাদ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে, আল্লাহ তাআলা তার রিজিকের মাঝে বরকত দান করেন, তার সন্তানের মাঝে বরকত দান করেন, তার উপার্জনের মাঝে বরকত দান করেন, তার বাসস্থানে বরকত দান করেন, মোটকথা প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বরকত দান করেন। কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ، لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، وَ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ، اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

'বলো, হে মুমিন বান্দারা, যারা ইমান এনেছ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো। যারা এই দুনিয়ায় ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহর জমিন প্রশস্ত, কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই।' *[সুরা যুমার, আয়াত ১০]*

Scanned with CamScanner

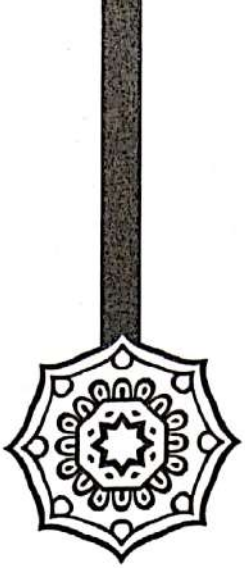

জাবের বিন আবদুল্লাহর ঘটনা

সিরাত রচয়িতাগণ উল্লেখ করেছেন এবং মূল ঘটনাটি মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবি হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তার পিতা উহুদ যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। হজরত জাবেরের সাত জন বোন ছিল, তিনি ছাড়া তাদের অন্যকোনো অভিভাবক ছিল না। এই যুবকের মাথায় যৌবনের শুরুতেই ঋণের অনেক বোঝা চাপে। ফলে হজরত জাবের সর্বদাই চিন্তিত থাকতেন। ঋণ এবং বোনদের চিন্তা তাকে মূর্ষে ফেলেছিল। ঋণদাতারা সকালসন্ধ্যা - তাকে ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ প্রয়োগ করত।

গাজওয়ায়ে জাতুর রিকার সময়-হজরত জাবের নবিজির সাথে যুদ্ধে গেলেন। অভাবের কারণে অত্যন্ত দুর্বল একটি উট নিয়ে যাত্রা করছিলেন, যা ভালোভাবে চলতে পারে না। ভালো উট ক্রয় করার মতো অর্থ তার কাছে ছিল না। ফলে কাফেলার সবাই আগে চলে গেল, তিনি পেছনে পড়ে থাকলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনাদলের একেবারে পেছনে ছিলেন। নবিজি হজরত জাবেরকে এমন অবস্থায় পেলেন যে, তিনি উট নিয়ে খুব কষ্ট করে সামনে এগুচ্ছেন, কাফেলা তাকে পিছে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

নবিজি জিজ্ঞেস করলেন, জাবের কী হয়েছে তোমার? হজরত জাবের বললেন, উট আমাকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। নবিজি বললেন, উট হাঁকাও, সুতরাং হজরত জাবের উট হাঁকালেন, নবিজিও তার উটনি হাঁকালেন, তারপর বললেন, তোমার হাত থেকে লাঠিটা আমাকে দাও, অথবা গাছ থেকে আমাকে একটি লাঠি ভেঙে দাও। হজরত জাবের নবিজিকে লাঠি দিলেন। নবিজি লাঠি দিয়ে উটকে কয়েকটি খোঁচা দিলেন,

Scanned with CamScanner

তারপর বললেন, জাবের উঠে বসো। সুতরাং আমি উটে চড়ে বসলাম। আল্লাহর শপথ , তিনি তার উটনিকে দ্রুত হাঁকাতে লাগলেন। আমি নবিজির সাথে কথাবার্তা বলছিলাম; নবিজি আমাকে বললেন, হে জাবের, তুমি কি তোমার উটটি আমার কাছে বিক্রি করবে? আমি বললাম, না, বরং আমি আপনাকে এটি উপহার দেব। নবিজি বললেন, না, তুমি আমার কাছে বিক্রি করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি চাইলে তাই হবে।

নবিজি বললেন, কত মূল্য নেবে? আমি বললাম, আমার যা প্রয়োজন। নবিজি বললেন, এক দিরহাম। আমি বললাম, আমি এত কমমূল্যে দেব না। এভাবে দামাদামি করতে করতে এর মূল্য ৪০ দিরহামে পৌঁছুল। তখন হজরত জাবের বললেন, হ্যাঁ, এই মূল্যে বিক্রি করতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু আমার একটি শর্ত আছে হে আল্লাহর রাসুল। কী শর্ত? আমি মদিনা পর্যন্ত তাতে আরোহণ করবো। নবিজি বললেন, ঠিক আছে।

যখন মদিনায় পৌঁছুলেন, হজরত জাবের বাড়ি গেলেন ও আসবাবপত্র উট থেকে নামিয়ে নবিজির সাথে নামাজ পড়ার জন্য গেলেন এবং উট মসজিদের কাছে বেঁধে রাখলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদ থেকে বের হলে হজরত জাবের বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, এই যে আপনার উট, নবিজি হজরত বেলালকে বললেন, জাবেরকে ৪০ দিরহাম দিয়ে দাও, সাথে কিছু বাড়িয়ে দাও।

নবিজি হজরত জাবেরকে বললেন, তুমি কি ভেবেছিলে আমি দাম কমানোর জন্য তোমার সাথে দর কষাকষি করছিলাম? বরং আমি চাচ্ছিলাম, তোমার প্রয়োজন বুঝে নিয়ে সে পরিমাণ মূল্য দিয়ে তোমাকে সহযোগিতা করতে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا، وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ .

'যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাআলা তার উপায় বের করে দেন এবং এমন স্থান থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।' *[সুরা তালাক, আয়াত ২-৩]*

Scanned with CamScanner

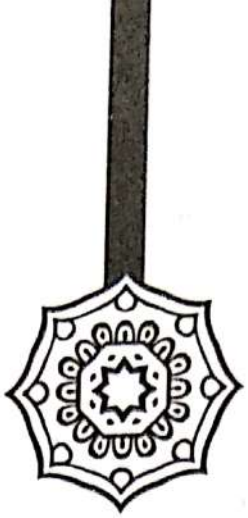

কা'নাবির তাওবা

ইমাম এবং মুহাদ্দিস কা'নাবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তার যৌবনই ছিল মদ এবং গল্পগুজব। একদিন সাথিরা তাকে ডাকল। তিনি দরজায় তাদের অপেক্ষায় বসে ছিলেন। সেখান দিয়ে ইমাম ও মুহাদ্দিস শোবা ইবনুল হাজ্জাজ গমন করছিলেন। তার পেছনে পেছনে চলছিল অনেক ভক্ত অনুরক্তগণ। কা'নাবি জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কে? বলা হলো, শোবা। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন শোবাসাথিগণ বলল ?, মুহাদ্দিস শোবা। তৎক্ষণাৎ তিনি হজরত শোবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন কা'নাবির পরনে ছিল লাল লুঙ্গি।

কা'নাবি : আমাকে হাদিস শোনান, আমি মুহাদ্দিস হবো।

শোবা : তুমি তো আসহাবুল হাদিস নও যে, আমি তোমাকে হাদিস শুনাবো।

কা'নাবি : হাদিস শোনাবেন নাকি আপনাকে আঘাত করবো?

এবার হজরত শোবা তার দিকে তাকিয়ে হাদিস বর্ণনা শুরু করলেন, আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন মানসুর, তিনি বর্ণনা করেছেন রাবয়ি থেকে, তিনি আবু মাসউদ থেকে, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ .

'যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে।'[৪৫]

---

[৪৫]. মুসনাদে আহমদ : ৪৫/৩২৭।

Scanned with CamScanner

কা'নাবির অন্তরে এই হাদিস প্রভাব সৃষ্টি করল। এত দিন তার প্রতিপালকের সাথে যে যুদ্ধ করেছে, নাফরমানি করেছে তা মনে হতে লাগল। সাথে সাথে বাড়ি ফিরে গেলেন। বাড়িতে থাকা সমস্ত মদ ঢেলে ফেলে দিলেন। তারপর মায়ের কাছে ইলম শিক্ষার জন্য মদিনা সফরের অনুমতি চাইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি যাত্রা করলেন এবং হজরত ইমাম মালেক বিন আনাসের সান্নিধ্য গ্রহণ করলেন। তার কাছে হাদিস হিফজ করলেন। একসময় বড় মুহাদ্দিস আলেম হিসেবে গণ্য হলেন। তার হেদায়াতের উপকরণ ছিল শিক্ষণীয় ওয়াজ, কিন্তু তার কলব পরিস্কার ছিল। অন্তর পরিষ্কার থাকলে আল্লাহ তাআলা হেদায়াতের পথ খুলে দেন।

স মা প্ত

Scanned with CamScanner